

আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা—কবুল কর আমার এবাদত, নামিয়ে দাও আমার পাপের বোঝা, ফয়সালাহ করে দাও আমার সব কাজকে পবিত্র কর আমার অন্তরকে, আলোকিত করে দাও আমার কবরকে, মাফ করে দাও আমার গুনাহকে, মাজছি তোমার কাছ থেকে বেহেশতে উচ্চ মর্যাদা আমীন। (এই দোয়া শেষ করে মকামে ইব্রাহীমে আসুন এবং ছালাত নামাজ পড়ুন। তাওয়ারফের ওয়াজেব নামাজ বলে নিয়ত করবেন ও ছালাম ফেরানোর পর নীচের দোয়া পড়ুন।)

### মকামে ইব্রাহীমের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَمَا نَبِيْتِيْ ذَا قَبْلِ مَعْدِ رَتِيْ وَ  
تَعْلَمُ حَاجَتِيْ فَاَعْطِنِيْ سُوْلِيْ وَتَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ ذَا غُفْرٰنِيْ  
ذُنُوْبِيْ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَيِّبُ شَرِّ قَلْبِيْ وَيَقِيْنًا  
صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُضِلُّنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَرِضًا  
مِّنْكَ بِمَا قَسَمْتَ لِيْ اَنْتَ وَلِيْنِيْ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ تَوَكَّلْتُ  
فِيْ مُسْلِمًا وَارْتَحِمْنِيْ بِاَصْلِحِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا فِيْ مَقَامِنَا  
هٰذَا ذَنْبًا اِلَّا غُفِرَتْهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فُرِجَتْهُ وَلَا حَاجَةً اِلَّا قَضَيْتَهَا  
وَيَسِّرَتْهَا فَيَسِّرْ اَمْرَنَا وَارْحَمْ مَدُوْرَنَا وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا  
وَارْحَمْنَا بِاَصْلِحَاتِ اَمَمَانَا ۝ اَللّٰهُمَّ تَوَقَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَارْحَمْنَا  
بِاَصْلِحِيْنَ فَخَرْنَا يَا لَا مَقْتُوْنِيْ اَمِيْن يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ۝  
وَمَلَى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَارْحَمْنَا بِاَجْمَعِيْنَ ۝  
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا نَّافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً  
مِّنْ كُلِّ دَاءٍ ۝

হে আল্লাহ! আমার অন্তর বাহির হুই তুমি জান, কাজেই আমার অন্তরশোচনা কবুল কর, তুমি জান আমার অভাব কাজেই পূরণ কর আমার প্রার্থনা তুমি জান আমার মনের কথা কাজেই কমা কর আমার গুনাহ; হে আল্লাহ তোমার কাছে চাই এমন ঈমান বা অন্তরে গেঁথে থাকবে, চাই দৃঢ় একীন যেন বুঝতে পারি যে, আমার ভাল-মন্দ তোমারই ইচ্ছেয় হচ্ছে, চাই পূর্ণ তৃপ্তি তোমার দেওয়া কিসমতে, তুমি আমার বন্ধু ছনিয়া এবং আখরাতে, মৃত্যু দিও আমাকে মুসলিম হিসেবে; দাখিল কর আমাকে নেক-বান্দাদের দলে, হে আল্লাহ আমার একটি গুনাহ যেন এখানে কমা বাকী না থাকে আর আমার সব মুস্কিল আসান করে দাও, সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও, অন্তরকে খুলে দাও, আলোকিত করে দাও আমাকে, আমলকে নেক আমলে পরিণত করে দাও; হে আল্লাহ! মৃত্যু দিও মুসলমান হিসেবে, शामिल কর আমাকে নেক বান্দাদের মধ্যে বিনা অপমানে এবং বিনা বাধায় আমীন। হে বিশ্বপালক! আল্লাহর রহমত হউক তাঁর মোস্ত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর উপর এবং তার সব আল ও আসহাবের উপর। (এরপর জমজম শরীফে আসুন এবং কেবলামুখী হয়ে বিসমিল্লাহ পড়ে তিন নিঃশ্বাসে তৃপ্তি সাথে আবে জমজম পান করুন আর আলহামতুলিল্লাহ বলে এই দোয়া পড়ুন:—) হে আল্লাহ তোমার কাছে চাচ্ছি আমি ফলপ্রদ জ্ঞান স্বচ্ছল জীবিকা। আর সকল রোগ থেকে আরোগ্য।

নবীয়ে করীম (ছঃ) এর কবর শরীফ জেয়ারাতের সময়

দরুদ ও ছালাম এইভাবে পড়িবে

সালাম

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِزْدِجَارِ -

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ -

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا مَعْشَرَ النَّبِیِّیْنَ -

۱ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ -  
 ۲ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ -  
 ৩ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ -  
 ৪ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ لِّلْعَالَمِينَ -  
 ৫ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَهْجُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ -  
 ৬ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ -  
 ৭ صَلَاةُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَسَلَامُهُ دَائِمِينَ مِتْلًا زَمِينِينَ  
 إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝

BANGLA ISLAMIC ACADEMY  
 MADNI MASJID, DEOBAND-247554, U.P.

وَأَنْفَعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

দিল্লী ও কাকরাইলের মুকুব্বিয়ানে কেরামের এজাজতে লিখিত

## ফাজায়েলে ছাদাকাত

প্রথম খণ্ড

نُضَائِلُ مَدَقَاتٍ (حمه اول)

মূল-লিখক

শায়খুল হাদীছ হজরত মাওলানা হাফেজ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী (রহঃ)

কর্তৃক সরাসরি দোয়া ও এজাজত প্রাপ্ত

অনুবাদক

মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উজ্জাহ

মোমতাজুল মোহাম্মেদীন, রিসার্চ স্কলার

## পেশ কালাম

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ পাকের জন্য যিনি তাঁহার অপরিসীম অনুগ্রহে আমাদিগকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করতঃ তাঁহার হাবীবে পাক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (হঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঈমান একীর্ণ ও এলেম এবং মারফতের মত দৌলত দান করিয়াছেন। অতঃপর লক্ষ কোটি ছালাম ও দরুদ সেই মাহবুবে খোদার প্রতি রীহাকে রহমতুল্লিল আলামীন আখ্যা দিয়া তাঁহার উছলায় কুল মাখলুকাতকে সজ্জন করিয়াছেন।

আলহাম্দু লিল্লাহ! শায়খুল হাদীছ ছায়েদুল আওলিয়া হজরত মাওলানা হাফেজ মোঃ জাকারিয়া ছাহারানপুরী ছাহেব (রঃ) রুত সারা বিশ্ব-মুছলিমের সর্বাধিক জনপ্রিয় উদ্ গ্রন্থ “ফাজায়েলে ছাদাকাতের” বঙ্গানুবাদ আজ বাংলার মুসলিম সমাজের সম্মুখে পেশ করা হইল, যে কোন মুসলমানকে আল্লাহ পাকের খাঁটি প্রেমিক বান্দা হিসাবে গড়িয়া ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে প্রকৃত সুখ শান্তি হাছেল করার জন্য হজরত শায়েখের রচিত ইহা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বুজুর্গানে দ্বীনের নির্দেশে সরল সহজ ভাষায় অনুবাদ করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ইহা সত্ত্বেও আমার দুর্বলতা এবং অযোগ্যতা বশতঃ ইহাতে ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক, তাছাড়া টাইপের ছাপা হিসাবে ছাপাগত ভুলভ্রান্তি থাকা মোটেই বিচিত্র নয়, তাই প্রিয় পাঠকদের খেদমতে আরজ যদি কোন ভাই আমাকে কোন ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করান তবে আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বন্ধুদের খেদমতে আরও সবিনয় নিবেদন এই যে এই কিতাবের দ্বারা যদি কেহ বিন্দুমাত্রও উপকৃত হন তবে আপনাদের নেক দোয়ায় এই অধ্যমকেও সামিল করিবেন যেন আল্লাহ পাক আমাকেও এই সবার উপর আমল করিবার তওফীক দান করেন এবং ইহার উছলায় পরকালে নাজাত দান করেন, “আমীন।”

অনুবাদক

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
<b>প্রথম পরিচ্ছেদ</b>	
মাল আল্লার রাস্তায় ব্যয় করার ফজীলত	৩৪৩
মালের কতটুকু অংশ দান করিতে হয়	৩৪৮
আল্লাহকে কর্তৃ দেওয়ার অর্থ দি	৩৫১
আমল ছয় প্রকার ও মাহবু চার প্রকার	৩৫৩
ছদকা গোপনে না প্রকাশ্যে করা ভাল	৩৫৫
সাত ব্যক্তি আরশের ছায়ারনীচে স্থান পাইবে	৩৫৯
ছদকায় মাল বাড়ে আর সুদে ধ্বংস হয়	৩৬২
প্রিয়তম বস্তদান না করিলে প্রকৃত নেকী পাওয়া যায় না	৩৬৩
হজরত আবুজর গেকারীর বদান্যতা	৩৬৪
প্রকৃত ঈমানদারের নিদর্শন	৩৭২
কোরানে পাকে মা আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা	৩৭৬
তাহাজ্জুদ নামাজের ফজীলত	৩৭৮
নকল ছদকা পাওয়ার উপযুক্ত কারা	৩৮৪
উত্তরাধীকার সূত্রে পাওয়া মাল হইতে দান করার নির্দেশ	৩৮৫
পবিত্র কোরানে আনছারদের প্রশংসা	৩৮৭
মেহমানদারীর অপূর্ব ঘটনা	৫২
মৃত্যুর সময় আল্লাহর দরবারে বান্দার আবেদন করিয়া	৩৯১
বেহেশতীদের নাজ নেয়ামতের বর্ণনা	৩৯৮
দাতাও বাখিলের জন্ত ফেরেশতাদের দোয়া ও বদ দোয়া	৪০৫
প্রিয়নবীজীর এন্তেকালের রাতে ঘরে বাতি জালাইবার তৈল ছিল না	৪০৮
মেঘের মধ্যে দাতার নাম শুনা গেল	৪১৭
ছদকার দরুণ ফাহেশা নারীও মাফ পাইল	৪১৮
কোন বস্তু কেহ চাহিলে নিষেধ করা না জায়েজ	৪১৯
ইছালে ছওয়াব	৪৩৪
মৃত্যুর পর তিনটি ব্যতীত যাবতীয় আমল বন্ধ হইয়া যায়	৪৩৬
অনেকা পুণ্যবতী মহিলার কেছা	৪৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রতিবেশীর হক	৪৪৪
জবান সম্পর্কে ইমাম গাজ্বালী (রঃ)-এর অভিমত	৪৪৯
মেহমানের মেহমানদারী কিভাবে করিতে হয়	৪৫২
ইমাম জয়মুল আবেদীনের অঙ্গিত	৪৫৫
হজরত আলী ও ফাতেমার ঘটনা	৪৫৯
মহিলাদের স্বামীর মাল ছদকা করার হুকুম	৪৬২
ছদকা বলিতে কোন্ কোন্ জিনিসকে বুঝায়	৪৬৫
কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম তিন ব্যক্তির বিচার হইবে	৪৭০

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃপণতার নিন্দা সম্পর্কে	৪৭১
কৃপণ ও অহঙ্কারীদের সাজা	৪৭৪
জাকাত আদায় না করার ভীষণ শাস্তি	৪৭৭
দান খয়রাত কবুল না হওয়ার একমাত্র কারণ	৪৮০
কৃপণতা এবং অপব্যয় ছুটাই সমান অপরাধ	৪৮২
কাহাকেও ধনী কাহাকেও গরীব কেন করা হইল	৪৮৩
এতিমের সহিত অসদ্ব্যবহারের ভয়াবহ পরিণাম	৫০০
দাতা ও কৃপণের প্রকৃত পরিচয়	৫১০
একটি বিভাগকে অনাহারে রাখার পরিণাম	৫১৪



نَعُوذُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ  
حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَسَلَامًا - أَمَّا بَعْدُ

### পেশ কালাম

আল্লাহর রাস্তায় অর্থ সম্পদ ব্যয় করা সম্পর্কে এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখিত হইয়াছে। ফাজায়েলে হক্ক নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে আমি লিখিয়াছিলাম যে চাচাজান হজরত মাওলানা ইলিয়াছ (রঃ) ফাজায়েলে ছাদাকাত নামক একটি গ্রন্থ লিখিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত ছিলেন এবং জীমনের শেষ মুহূর্তগুলিতে এই সম্পর্কে তিনি আমাকে যথেষ্ট তাকীদও করিতে থাকেন। এমন কি একবার আছরের নামাজের একামত হইতেছিল ঠিক এমনি সময়ে তিনি সারি হইতে মুখ বাহির করিয়া এই অধমকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করমাইলেন দেখ এই ব্যাপারে তুমি কখনও ভুল করিওনা। চাচাজানের এতসব তাকীদ সত্ত্বেও আমার অলসতার দরুণ ইহাতে বিলম্ব ঘটিতে থাকে। ইত্যবসরে তাকদীরের ছোরে আমাকে ১৩৬৬ হিঃ সনে দীর্ঘদিনের জন্য দিল্লীর বস্তিতে নিজামুদ্দিনে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তখন আমি ফাজায়েলে হক্ক নামক গ্রন্থ লিখিতেছিলাম এবং ঐ গ্রন্থখানীর সংকলন শেষ হওয়ার পরও ছাহারানপুর ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগ হইতেছেনা দেখিয়া ১৩৬৬ হিঃ সনের ২৪শে শাওয়াল বুধবার এই গ্রন্থখানির সংকলন আরম্ভ করিয়া দেই।

আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের অবর্ণনীয় রহমতের উপর ভরসা করিয়া আশা করিতে পারি যে তিনি কিতাব খানির

সংকলন শেষ পর্যায়ে পৌছাইয়া কবুল করিবেন।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۝

এই কিতাবে সর্বমোট ৭টি পরিচ্ছেদ থাকিবে, প্রথম পরিচ্ছেদে থাকিবে আল্লাহর রাস্তায় দান করার ফজীলত। ২য় পরিচ্ছেদে কুপণতার কুফল। ৩য় পরিচ্ছেদে আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কিত কঠোর নির্দেশ। ৪র্থ পরিচ্ছেদে জাকাত ফরজ হওয়া ও উহার ফজীলত সম্পর্কে। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে পরহেজগারী ও ছওয়াল না করার জ্ঞত উৎসাহিত করা। ৭ম পরিচ্ছেদ বুজুর্গানে দীন ও আল্লাহর রাস্তায় যাহারা দান করিয়াছেন তাহাদের ঘটনাবলী সম্পর্কে।

## ফাজায়েলে ছাদাকাত

### প্রথম খণ্ড

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ফজীলত

আল্লাহ পাকের কালাম এবং তাঁহার প্রিয় সত্যবাদী রাছুলের হাদীছ সমূহে ধনসম্পদ আল্লাহ রাহে খরচ করার ব্যাপারে এত বেশী উৎসাহিত করা হইয়াছে যে যাহার কোন সীমা রেখা নাই। এসব পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে ধনসম্পদ নিকটে রাখার বা সঞ্চিত করার কোন বস্তুই নহে বরং আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে দান করার জ্ঞতই যেন এই সবার সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে যাহা কিছু এরশাদ হইয়াছে উহার এক দশমাংশ বর্ণনা করাও সাধ্যাতীত, তাই আমার অভ্যাস মোতাবেক নমুনা স্বরূপ কিছু সংখ্যক আয়াত ও হাদীছের অনুবাদ পেশ করিতেছি।

#### আয়াত নং (১)

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا  
أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ -  
أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - بقرة

অর্থ : (এই কোরআনে মজীদ) এসব খোদাতীকদের জ্ঞত পথ প্রদর্শক যাহারা অদৃশ্য বস্তু সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নানাজ কায়ম করে ও আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে কিছুটা দান খয়রাতও করে আর যাহারা আপনার উপর নাজেল কৃত কিতাব ও আপনার পূর্ববর্তী পয়-

গাম্বরদের প্রতি নাজেল কৃত কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখেরাতের উপর ও রহিয়াছে তাহাদের অটল বিশ্বাস। তাহারাই খোদা প্রদত্ত সত্য পথের পথিক এবং তাহারাই প্রকৃত সকলকাম।

**ফায়েদা :** এই আয়াত শরীফে কয়েকটি বস্তু বিশেষ লক্ষ্যনীয়।

(ক) “খোদাভীরদের জন্য পথ প্রদর্শক” অর্থাৎ বাহাদের অন্তরে মালিকের ভয় নাই, মালিককে মালিক বলিয়া জানে না, সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যে অজ্ঞ, কোরআন কতৃক প্রদর্শিত পথ কি করিয়া তাহার দৃষ্টি গোচরে আসিবে। রাস্তা ত সেই ব্যক্তিকে দেখিতে পায় যাহার দৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে, যার চক্ষু নাই সে কি করিয়া দেখিতে পাইবে। ঠিক তদ্রূপ যার অন্তরে মালিকের ভয় নাই সে মালিকের আদেশ নিষেধের পরওয়াই বা কি করিবে?

(খ) নামাজ কায়ম করার অর্থ হইল নামাজের যাবতীয় নিয়ম কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গুরুত্ব সহকারে উহা আদায় করা, যাহার বিস্তারিত বর্ণনা ফাজায়েলে নামাজ নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। হজরত এবনে আব্বাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নামাজ কায়ম করার অর্থ হইল রুকু ছেজদা ঠিকমত আদায় করিয়া খুণ্ড খুজু ও বিনয়ের সহিত নামাজ পড়া। হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, নামাজ কায়ম করার অর্থ হইল সময়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া রুকু ছেজদা ঠিক ঠিক ভাবে আদায় করা।

(গ) ফালাহ শব্দের অর্থ কামিয়াবী বা সাকল্য। যেখানেই এই শব্দ আসিয়াছে ছুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় সকলতাকেই বুঝান হইয়াছে।

ইমাম রাগেব (রাঃ) বর্ণনা করেন পাখিব কামিয়াবী এসব গুণাবলী হাছেল করার নাম যদ্যদা। ছুনিয়াবী জিন্দেগী উন্নতর হইয়া যার যেমন পরমুখাপেক্ষী না হওয়া এবং মান-মর্যাদার অধিকারী হওয়া। আর পারলৌকিক কামিয়াবী হইল চার বস্তুর সমষ্টি। ঐ স্থায়িত্ব যার কোন ধ্বংস নাই, ঐ ঐশ্বর্য যেখানে কোন অভাবের লেশ মাত্র ও নাই। ঐ ইজ্জত যথায় কোন খিল্লাত নাই। ঐ জ্ঞান যেখানে কোন মূর্খতা নাই। আয়াতে পাকে যখন স্বাভাবিক কামিয়াবী বলা হইয়াছে তখন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কামিয়াবীই উহার মধ্যে আসিয়া

গিয়াছে।

**আয়াত নং (২)**

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۝

**অর্থ :** আল্লাহ পাক করমাইয়াছেন তোমরা নামাজ পড়ার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল পূর্বদিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরাইবে ইহাতেই যাবতীয় বুজুর্গী সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রকৃত বুজুর্গীত ঐ ব্যক্তির আমল যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করে আল্লাহর উপর এবং কেরামতের দিন ও ফেরেশতাদের উপর আর আসমানী কিতাব সমূহ ও পরগাম্বরগণের উপর, তছপরি ধন-সম্পদ প্রিয় বস্তু হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর মহব্বতে দান করে আত্মীয় স্বজন এতীম মিছকীন ও মোছাফের, ভিক্ষুক এবং গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে, আর নামাজ আদায় করে ও জাকাত আদায় করে, এইসব বস্তুই হইল প্রকৃত বুজুর্গীর পরিচয়।

উক্ত আয়াত শরীফে অন্যান্য আরও গুণাবলীর বর্ণনা করিয়া এরশাদ হইতেছে এইসব লোকই হইল প্রকৃত সত্যবাদী ও মোস্তাকী।

**ফায়েদা :** হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, ইহুদীরা পশ্চিম মুখী হইয়া ও খৃষ্টানগণ পূর্বমুখী হইয়া নামাজ পড়িত। তাহাদের শানে এই আয়াত নাজেল হয়। ইমাম জাছাহ বলেন আল্লাহ পাক যখন বায়তুল মোকাদ্দাহের পরিবর্তে বায়তুল্লাহ শরীফকে কেবল বলিয়া ঘোষণা করিলেন তখন ইহুদ নাহারাদের বিরূপ সমালোচনার উত্তরে

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন প্রকৃত নেকি হইল আল্লাহর আলুগতোর মধ্যে, উহা ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম মুখী হওয়ার কোন মূল্য নাই।

‘আল্লাহর মহক্বতে ধন সম্পদ ব্যয় করে, তার অর্থ হইল মাল ব্যয় করার মধ্যে তাহাদের উদ্দেশ্য হইল একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। লোক দেখানো, মান মর্যাদা বা সুনাম বৃদ্ধির আশায় দান করে না। কারণ এমতাবস্থায় নেকীর পরিবর্তে পাপের বোঝাই ভারী হইয়া যায়। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন আল্লাহ পাক তোমাদের বাহ্যিক ছুরত এবং মালের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বরং তোমাদের আমল এবং অন্তরের প্রতি লক্ষ্য করেন যে তোমরা কোন নিয়তে আর কোন এরাদায় দান করিতেছ। অন্য এক হাদীছে হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন ছোট শেরেক সম্পর্কে তোমাদের জন্য আমি অধিক পরিমাণ ভয় করিতেছি। ছাহাবারা আরজ করিলেন হুজুর ছোট শেরেক কি জিনিস? হুজুর এরশাদ করিলেন রিয়। অর্থাৎ লোক দেখানোর নিয়তে আমল করা। রিয়ার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যাহার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

উক্ত আয়াতের অর্থ কেহ কেহ আল্লাহর মহক্বতের পরিবর্তে খরচ করার মহক্বত বলিয়াছেন। অর্থাৎ মাল খরচ করিয়া সে এক অপূর্ব তৃপ্তি লাভ করে এবং উহার উপর এই বলিয়া অনুতাপ করে না যে আমি মাল কেন খরচ করিলাম, কত বড় বেওকফী করিলাম মাল কমিয়া গেল ইত্যাদি, অধিকাংশ আলেমগণ এই ভাবে অর্থ করিয়াছেন যে ধন সম্পদের সহিত মহক্বত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর রাস্তায় দান করে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন ইয়া রাছুল্লাহ! মালের মহক্বত বলিতে কি বুঝায়? মালকে তো সবাই মহক্বত করে। প্রিয় নবী (ছঃ) উত্তর করিলেন যখন তুমি টাকা পয়সা দান কর তখন তোমার মন বিভিন্ন প্রয়োজনাতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এই ভাবে যে, তোমার হায়াত এখন ও অনেক বাকী, খরচ করিলে পরে তুমি পর মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে। অন্য একটি হাদীসে আসিয়াছে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন তুমি যখন সুস্থ সবল দেহ নিয়া অধিক কাল বাঁচিয়া থাকার আশা পোষণ কর তখনকার ছদকাই হইল তোমার জন্য সর্বোত্তম ছদকা। এমন যেন না হয় যে টাল বাহানা করিয়া দান

খয়রাত না করিতে করিতে হঠাৎ যখন মৃত্যুর সান্নিধ্যে আসিয়া পৌছিবে তখন বলিতে লাগিল যে এতটুকু অমুক মসজিদের জন্য এতটুকু অমুক মাদ্রাসার জন্য, অথচ এখনত নিজের আর কিছুই রহিল না। সব উত্তরাধিকারীদের হইয়া গেল। এখন দান করার দৃষ্টান্ত হইল যেমন—মিষ্টির দোকানে নানাজীর ফাতেহা’ আর কি। যতদিন নিজের প্রয়োজন ছিল ততদিন ছদকা করার তওকীফ হইল না যখন ওয়ারিশানের হাতে যাইতে লাগিল তখন তোমার দানের জম্বা বাড়িয়া গেল, এই জন্যই পবিত্র শরীয়তের বিধান হইল মৃত্যুকালের অস্থিত ওয়ারিশানের অনুমতি ছাড়া এক তৃতীয়াংশের অধিক মালের উপর প্রযোজ্য হয় না।

আয়াত শরীফে আর একটি লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত এই যে ধন সম্পদ এতীম মিছকীন ও মুছাকিরদের উপর ব্যয় করার হুকুম বর্ণনা করিয়া পরে আবার আলাদাভাবে জাকাতের উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে এইসব দান জাকাত ব্যতীত বাকী সব মালের সহিত সম্পর্কযুক্ত। উহার বর্ণনা সামনের হাদীছের সাহায্যে করা হইবে।

### আয়াত নং (৩)

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٥ بقره

অর্থঃ “এবং তোমরা আল্লাহর রাস্তায় দান করিতে থাক ও নিজের হাতেই নিজেদের ধ্বংস সাধন করিও না। আর দান ইত্যাদির ব্যাপারে সঠিক পন্থা অবলম্বন করিও। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সঠিক পন্থীদেরকে ভাল বাসেন।

ফায়েদাঃ হজরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, নিজের হাতে নিজের ধ্বংসের অর্থ হইল অভাবের ভয়ে আল্লাহর রাস্তায় দান হইতে বিরত থাকা। হজরত এবনে আব্বাছ বলেন নিজেকে ধ্বংস করার অর্থ আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া নহে বরং উহার অর্থ হইল আল্লাহর রাস্তায় দান করা হইতে বিরত থাকা। হজরত জহাক বিন জোবায়ের বলেন আনহারগণ

দান খয়রাতে বড় পটু ছিলেন কিন্তু এক বৎসর হুভিক্ষ দেখা দিলে তাহাদের মনের গতি পরিবর্তন হইয়া যায় ও দান দক্ষিণা বন্ধ করিয়া দেয় তখনই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরত আছলাম বলেন আমরা কনষ্টানটিনোপলের যুদ্ধে শরীক ছিলাম। কাকেরদের এক বিরাট বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। তখন মুছলিম বাহিনীর মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কাকেরদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলে অন্যান্য মুছলিম সেনাদল চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিল। হজরত আবু আইউব আনছারী ও সেই যুদ্ধে শরীক ছিলেন তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন ইহা নিজেকে ধ্বংস করা নহে। তোমরা কি আয়াত শরীফের এই অর্থ করিতেছে? এই আয়াত ত আনছারদের শানে নাজেল হইয়াছে। কথা হইয়াছিল এই যে ইসলামের বিজয় যখন অব্যাহত ভাবে চলিতে লাগিল এবং চতুর্দিকে ইহসামের সাহায্যকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন আনছারগণ গোপনে সলাপন্নামর্শ করিল যে এখন ইহলামের তরফী হইতে লাগিল ও দ্বীনের সাহায্যকারীর সংখ্যা বাড়িয়া গেল এবার চল আমরা দীর্ঘ দিনের অবহেলিত খেত খামারের দিকে একটু মনযোগ দেই। আমাদের এই গোপন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতে কারিমা নাজেল করেন সূতরাং ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার অর্থ হইল আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ পরিত্যাগ করিয়া অর্থ সম্পদের তত্ত্বাবধানে লাগিয়া যাওয়া। (ছুররে মনছুর)

### মালের কতটুকু অংশ দান করিতে হয়

(৪) وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ (الْمَغْفِر) ٥ بقره

**অর্থ :** লোকজন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে কতটুকু দান করিতে হইবে। আপনি বলিয়া দিন যে, যতটুকু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

**ফায়েদা :** অর্থাৎ ধন সম্পদ ত দান করার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে সূতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতটুকু থাকিলে উহার সবটুকুই দান করিয়া দিবে। হজরত এব্নে আব্বাহ (রাঃ) বলেন নিজের পরিবার পরিজনদের উপর খরচ করিয়া যতটুকু উদ্বিগ্ন থাকিলে উহাকেই বলা হয় অতিরিক্ত। হজরত আবু ওমামা হইতে বর্ণিত আছে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন হে মানুষ! যা তোমার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত

তা দান করিয়া দেওয়ার মধ্যেই তোমার মঙ্গল আর জমা করিয়া রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল। প্রয়োজন মত সঞ্চিত রাখা দোষণীয় নহে। যাদের ব্যয়ভার তোমার উপর ন্যস্ত খরচ করার সময় তাদের উপর হইতে আরম্ভ করিবে। মনে রাখিবে উপর ওয়ালা হাত নীচওয়ালা হাত হইতে উত্তম অর্থাৎ দাতার হাত গ্রহিতার হাত হইতে শ্রেষ্ঠ। হজরত আতা হইতেও বর্ণিত আছে <sup>৪৮</sup> শব্দের অর্থ হইল প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল। হজরত আবু ছায়ীদ (রাঃ) খুদরী বলেন একবার প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, যাহার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছওয়ারী রহিয়াছে সে যেন উহা দান করিয়া দেয় আর যাহার নিকট প্রয়োজনের বাহিরে ছামানা রহিয়াছে সে যেন উহা দান করিয়া দেয়। এই কথা হজুর (ছঃ) এত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেন যে আমাদের মনে হইতেছিল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর উপর কাহারও কোন অধিকারই নাই। বস্তুতঃ মানুষের পূর্ণ মহত্বের পরিচয় এখানেই যে তার নিজস্ব প্রয়োজনের বাহিরে যা কিছু আছে উহার সবকিছুই আল্লাহ রাহে খরচ করিয়া দেওয়া। কোন কোন আলেমের মতে <sup>৪৯</sup> শব্দের অর্থ হইল সহজ। অর্থাৎ সহজভাবে যতটুকু খরচ করা সম্ভব ততটুকু খরচ করিবে। এমন করিবে না যে অতিরিক্ত খরচ করিয়া পরের মাথার বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে অথবা পরের হক নষ্ট করিয়া পরকালে শাস্তি ভোগ করিবে। হজরত এব্নে আব্বাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন অনেক লোক নিজের খাবার-টুকু পর্য্যন্ত না রাখিয়া যথাসাধ দান করিয়া দিত যদ্বারা পরকণ্ঠেই অন্যের দারস্থ হইত। তাহাদের বিরুদ্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন এক সময় ছিন্ন-বস্ত্র পরিহিত জনৈক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে। প্রিয় নবী (ছঃ) তাহার দুরাবস্থা দেখিয়া উপস্থিত লোকজনকে কাপড় ছদকা করার জন্য উৎসাহিত করিলেন। ইহাতে অনেকগুলি কাপড় জমা হইয়া গেল। হজুর সেখান হইতে দুইটা কাপড় লোকটাকে দিয়া দিলেন। হজুর (ছঃ) ছদকা করার জন্য পুনরায় ছাহাবাদিগকে আহ্বান করিলেন। এবার সেই গরীব লোকটিও তাহার দুইটি কাপড় হইতে একটি ছদকা করিয়া দিল। প্রিয় নবী অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার কাপড় তাহাকে ফেরৎ দিলেন।



কোরআনে মজীদে অভাব গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও খরচ করিবার জন্য উৎসাহ দান করা হইয়াছে কিন্তু উহা এসব মহামানবদের জন্য যাহারা হাসিমুখে ছনিয়াবী কষ্ট সহ করিতে অভ্যস্ত, উহার বিস্তারিত বিবরণ ৩৮ নং আয়াতে আসিয়াছে।

### আল্লাহকে কৰ্জ দেওয়ার অর্থ কি

(৫) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفَهُ لَهٗ

أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ০

**অর্থ :** “এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আল্লাহ তায়ালাকে লাভ জনক কৰ্জ দান করিবে এবং আল্লাহ পাক উহাকে বহুগুণে বদ্ধিত করিয়া পরিশোধ করিবেন। (আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করিলে অভাবগ্রন্থ হইয়া পড়িবে তোমরা কখনও এইরূপ ভয় করিও না) কেননা সম্পদ বাড়ানো এবং কমানোর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রহিয়াছে। আর (মৃত্যুর পর) সবাইকে তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (ছুরায়ে বাকার)।

**ফাযল :** আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করাকে এইজন্ত কৰ্জ বলা হইয়াছে যে, কৰ্জ পরিশোধ করা যেরূপ জরুরী, ঠিক আল্লাহর রাস্তায় দানের প্রতিদান লাভ করা সেইরূপ জরুরী। কাজেই উহাকে কৰ্জ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন আল্লাহকে কৰ্জ দেওয়ার অর্থ হইল আল্লাহর রাস্তায় দান করা। হজরত আবু মাহউদ বলেন এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন হজরত আবু দাহদাহ আনছারী হজুরের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন ইয় রাছুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিষ্কট কৰ্জ চাহিতেছেন? হজুর এরশাদ করিলেন নিশ্চয় চাহিতেছেন। তিনি আরজ করিলেন হজুর আপনার হাতে হাত রাখিয়া একটি অঙ্গিকার করিব, নবীয়ে করীম (ছঃ) হাত বাড়াইলে ছাহাবী হজুরের হাত মোবারক ধরিয়া বলিলেন ইয়া রাছুল্লাহ! আমি আমার বাগান আল্লাহ তায়ালাকে কৰ্জ স্বরূপ দান করিয়া দিলাম। তাঁহার সেই বাগানে ছয়শত খেজুরের বৃক্ষ ছিল এবং তথায় তাহার পরিবার পরিজন বাস করিত। অতঃপর তিনি

হজুরের দরবার হইতে উঠিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বিবি উম্মে দাহদাহকে ডাকিয়া বলিলেন চল এই বাগান হইতে বাহির হইয়া পড় ইয়া আমি আপন প্রভুকে দিয়া দিয়াছি। হজুর (ছঃ) সেই বাগান কয়েকজন এতীমের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যখন—

مَنْ جَاءَ بِالْهَسَنَةِ ০

এই আয়াত অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ যে একটি মাত্র নেকী করিল সে উহার দশগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। তখন প্রিয় নবী দোয়া করিলেন হে খোদা! তুমি আমার উম্মতের ছওয়াব বাড়াইয়া দাও তখন

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ০

নাজিল হয়, তারপর হজুর আবার দোয়া করিলেন হে খোদা তুমি ছওয়াব আর ও বেশী বেশী বাড়াইয়া দাও তখন

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ ০

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর হজুর আরও বদ্ধিত করার জন্ত যখন দোয়া করিলেন তখন

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ০

অবতীর্ণ হয়। যার অর্থ হইল ধৈর্যাবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ পাক অগণিত ও সীমাহীন ছওয়াব প্রদান করিবেন।

একটি হাদীছে আছে একজন ফেরেশতা আওয়াজ দিতে থাকে যে কে আছে এমন যে আজ কৰ্জ দিবে ও কাল কড়ায় গুণায় উহার প্রতিদান বুঝিয়া নিবে। অন্য হাদীছে আছে আল্লাহ পাক বলেন, হে মানুষ তোমার সম্পদ আমার রাজ কোষে জমা রাখিয়া দাও যেখানে আগুন লাগিবার অথবা পানিতে নিমজ্জিত হইবার অথবা চুরি হইবার কোন ভয় নাই। আমি এমন সময় পূরা পূরা তোমাকে উহার প্রতিদান দিব যখন তুমি ভীষণ প্রয়োজনের সম্মুখীন হইবে।

(৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ

قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافٍ وَلَا شَفَاعَةً ০

**অর্থ :** হে ঈমানদারগণ! আমার দেওয়া রিজিকের কিয়দাংশ দান করিয়া দাও এমন এক মহাসংকট পূর্ণ দিন আমার আগে যেদিন না কোন বেচা বিক্রি চলিবে, না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসিবে এবং আল্লাহর অনুমতি ভিন্ন না কোন সুপারিশের সুযোগ হইবে।

**ফায়েদা :** অর্থাৎ সেদিন কেহ কাহার ও নেকী খরিদ করিতে অথবা বন্ধুত্বের দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হইতে অথবা খোশামদ তোষামদ করিয়া কেহ কাহার ও জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে না। মূল কথা অপরের সাহায্য প্রাপ্তির যাবতীয় পন্থা সেদিন রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তাই সেই কঠিন দিনের জন্য কিছু করিতে হইলে আজই করিতে হইবে। আজ বীজ লাগাইবার দিন আর কেয়ামতের দিন হইল ফসল কাটিবার দিন। সুতরাং যে যেইরূপ বীজ বপন করিবে সে সেইরূপ ফসলই কর্তন করিবে।

(৭) مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ نَبَاتٍ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

**অর্থ :** যাহারা আপন আপন ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে তাহাদের দৃষ্টান্ত হইল ঐ দানারমত যেখান হইতে এইরূপ সাতটি ছড়া নির্গত হইল যার প্রত্যেকটিতে একশত করিয়া দানা রহিয়াছে। আল্লাহ পাক যাহাকে ইচ্ছা আরও বেশী বেশী করিয়া দান করিয়া থাকেন। আল্লাহ পাক অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক। যে কোন নিয়তে দান করেন সেই বিষয়েও তিনি জবরদস্ত জ্ঞানী। (বাকার)

### আমল ছয় প্রকার ও মানুষ চার প্রকার

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে আমল ছয় প্রকার ও আমল ওয়ালী মানুষ চার প্রকার। ছয় প্রকার আমলের মধ্যে দুই প্রকার আমল হইল এইরূপ যাহা দুইটা পরিণামকে ওয়াজিব করিয়া লয়, দুই প্রকার আমল সমান সমান। আর এক প্রকার আমলের চওড়াব হইল দশগুণ, অষ্ট

এক আমলের বদল হইল সাতশত গুণ। প্রথমোক্ত দুই প্রকার আমল হইল—যে ব্যক্তি শেরেক না করিয়া মারা গেল সে নিশ্চয় বেহেশতে প্রবেশ করিবে আর যে শেরেক করিয়া মারা গেল সে নিশ্চয় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। সমান দুই কাজ হইল যে সৎ কাজের নিয়ত করিয়াছে কিন্তু আমল করিতে পারে নাই সে এক গুণ ছওয়াব লাভ করিবে। আর যে একটি গুনাহ করিবে সে এক গুণ শাস্তি ভোগ করিবে। আবার যে একটি নেক কাজ করিয়া ফেলিল সে দশগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে এবং যে আল্লাহর রাস্তায় দান করিল সে প্রতিটি দানের পরিবর্তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইল।

চার প্রকার মানুষ এই যে প্রথম যারা দুনিয়াতেও সুখী আখেরাতেও সুখী, দ্বিতীয় যারা দুনিয়াতে সুখী আখেরাতে দুঃখী, তৃতীয় যারা দুনিয়াতে দুঃখী আখেরাতে সুখী, চতুর্থ যারা দুনিয়াতেও দুঃখী আখেরাতেও দুঃখী। ইহারা আপন কর্ম দোষে উভয় কুল হারাইল। (কান্জুল ওম্মাল)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে বক্তি হালাল পবিত্র মাল হইতে একটি খেজুরও দান করিল কেননা হক তায়াল্লা শুধু পবিত্র মালই কবুল করিয়া থাকেন, তবে তিনি সেইরূপ ছদকাকে প্রতিপালন করিয়া বাড়াইতে থাকেন যেমন নাকি তোমরা গরুর বাচ্চাকে প্রতিপালন করিয়া থাক এমনকি সেই ছদকা বদ্ধিত হইতে হইতে পাহাড় সমতুল্য হইয়া যায়। অন্য হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি একটি খেজুরও আল্লাহর রাস্তায় দান করিল আল্লাহ পাক উহার ছওয়াব এত বেশী বাড়াইয়া দেন যে উহা অহুদ পাহাড় সমতুল্য হইয়া যায়। অহুদ হইল মদীনা শরীফের সর্ব বৃহৎ পাহাড়। এই ছুরতে সাত শত গুণ হইতে ও অধিকতর ছওয়াব হইতেছে দেখা যায়। একটি হাদীছে আসিয়াছে যখন সাত শত গুণ ওয়ালী আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন প্রিয় নবী (ছঃ) ছওয়াব আরও বদ্ধিত করিয়া দিবার জন্য দোয়া করেন তখন আল্লাহ পাক ৫ নম্বরে বর্ণিত আয়াত নাজিল করেন।

(৮) الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْهُ وَلَا آذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ بقره

**অর্থ :** যাহারা আপন মাল আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করে অতঃপর দান গ্রহিতার প্রতি কোন প্রকার খোঁটাও দেয় না অথবা কটুবাক্য ও বলে না। স্বীয় প্রভুর নিকট তাদের জন্য প্রতিদান রহিয়াছে কেয়ামতের দিন তাদের কোন ভয় নাই এবং কোন প্রকার চিন্তা যুক্ত ও হইবে না।

**ফায়দা :** এই আয়াত শরীফে দানের প্রতি উৎসাহ ও দান করিয়া খোঁটা দিয়া উহাকে বরবাদ না করার প্রতি সতর্ক করা হইয়াছে। অতঃপর কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করার অর্থ হইল কাহার ও প্রতি এহছান করিয়া তাহাকে তুচ্ছ মনে করা। প্রিয় নবীয়ে করিম (ছঃ) এরশাদ করেন কয়েক ব্যক্তি জাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ১ম যে দান করিয়া খোঁটা দেয়, ২য় যে মাতা পিতার নাকরমানী করে। ৩য় যে শরাব খায়। ইমাম গাজালী (রঃ) লিখিয়াছেন দান করিয়া খোঁটা দিয়া বা অসংব্যবহার করিয়া উহাকে বরবাদ করিবে না। ওলামগণ মান্ এবং আজার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—মান্ অর্থ স্বয়ং গ্রহিতার নিকট দানের আলোচনা করা। আর আজা শব্দের অর্থ এহছানের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করা। কেহ বলেন মান্ শব্দের অর্থ দান গ্রহিতা দ্বারা বিনা পারিশ্রমিকে কোন কাজ করানো, আর আজা শব্দের অর্থ তাহাকে গরীব বলিয়া উপহাস করা। আবার কেহ বলেন প্রথমটি হইল দান করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা আর দ্বিতীয়টি হইল ছওয়াল করার পর ধমক দেওয়া।

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, প্রকৃত “মান” হইল নিজের অন্তরে অন্তরে ফকীরের উপর এহছান করিয়াছে মনে করা, এই কারণে উল্লেখিত দুর্ব্যবহার সমূহ প্রকাশ পায়, অথচ প্রকৃত পক্ষে মনে করিতে হইবে ফকীর লোকটা আমার উপর বিরাট এহছান করিয়াছে। কেননা সে দাতা লোকটা হইতে আল্লাহ পাকের হুকুম করিয়া তাহাকে পুত পবিত্র বানাইয়া জাহান্নাম হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ইমাম শা’বী (রঃ) বলেন, ফকীর মালের যতটুকু মুখাপেক্ষী

দাতা ব্যক্তি তার চেয়ে অধিকতর নিজেকে ছওয়ালের মুখাপেক্ষী মনে না করিলে সে আপন ছদ্বাককে বরবাদ করিয়া দিল। কেয়ামতের দিন সেই ছদ্বাক তাহার মুখে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে। কেয়ামতের দিন ভয়ভীতি ও পেরেশানীর মহাসংকট পূর্ণ দিন। সেই দিন নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকা বহুত বড় সৌভাগ্যের কথা।

### ছদ্বাক গোপনে না প্রকাশ্যে করা ভাল

(৯) إِنْ تَبَدُّوا الْمَدَقَاتِ فَنُفِصِلْهَا هِيَ وَإِنْ تَكْفُوها وَتَوْتُوها الْفَقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - الَّذِي يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ بقره

**অর্থ :** দান দক্ষিণা যদি তোমরা প্রকাশ্যে করিয়া থাক তবে সেটাও তোমাদের জন্য বেশ ভাল। আর যদি ফকীরদেরকে গোপনে দান করিতে থাক তবে উহা তোমাদের জন্য অধিকতর মঙ্গলজনক। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কিছু গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ পাক তোমাদের আমল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকফহাল। অন্য আয়াতে এরশাদ হইতেছে—

“যাহারা স্বীয় ধন-সম্পদ রাতে এবং দিনে গোপনে এবং প্রকাশ্যে দান করিয়া থাকে তাহাদের প্রতিদান আপন প্রভুর নিকট সুরক্ষিত থাকিবে আর তাহারা ভয়শূন্য ও চিন্তা মুক্ত থাকিবে। (বাকার)

**ফায়দা :** উল্লেখিত উভয় আয়াতে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে কোন উপায়ে ছদ্বাক করার প্রশংসা করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন জাগে কোন কোন আয়াতে এবং হাদীছে লোক দেখানো ছদ্বাকে গোনাহে কবিরী এবং শেরেক পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে তবুও প্রকাশ্যে দান করাকে প্রশংসনীয় কি করিয়া বলা যাইতে পারে? কাজেই প্রথমে রিয়ার বিশদ

ব্যাখ্যা জানা উচিত। মনে রাখিবে প্রকাশ্যে করা যাবতীয় কাজকে লোক দেখানো বা রিয়া বলা ঠিক নহে। বরং নিজের সুখ্যাতি অর্জন, মর্যাদা বৃদ্ধি ও ইজ্জত এবং বুজুর্গী হাছেল করার নিয়তে দান করার নামই হইল রিয়া, পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় দান করিলে যদি কোন কারণ বশতঃ উহা প্রকাশ্যে হইয়া পড়ে তবে উহাকে রিয়া বলা যায় না। তবে প্রত্যেক আমল বিশেষ করিয়া ছদকা খয়রাত গোপনে করাই উত্তম। কেননা উহাতে রিয়ার কোন আশংকাই থাকে না। আর দান গ্রহিতার অবমাননা ও হয় না। আর একটি হেকমত এই যে, যদিও দাতা দান করিবার সময় রিয়া মুক্ত থাকে কিন্তু দানের সুখ্যাতি যখন ছড়াইয়া পড়ে তখন তার মধ্যে আত্মগর্ব পয়দা হইতে পারে তত্পরি ভিক্ষুরা তাকে বিরক্ত করিতে পারে। আবার মালদার বলিয়া খ্যাত হইয়া গেলে অনেক পাখিব অসুবিধা ও মাথা ছাড়া দিয়া উঠে। যেমন সরকারী ট্যাক্স, চোর ডাকাতির উপদ্রব হিংস্রদের চক্ষু গুল হওয়া ইত্যাদি। ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, ছদকা গোপনে করাই রিয়া হইতে বাঁচার একমাত্র উপায়। হজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন কোন গরীব ব্যক্তি কর্তৃক সাধ্যানুসারে অন্য কোন অধিকতর গরীব ব্যক্তিকে গোপনে দান করাই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আর যে নিজের দানের আলোচনা করিয়া ফিরে সেতো নিজের সুখ্যাতি চায় আর যে প্রকাশ্যে সভা সমিতিতে দান করিল সে হইল রিয়াকার। আগেকার বুজুর্গেরা এত বেশী গোপনীয়তা অবলম্বন করিতেন যে, ফকীর পর্যন্ত জানিত না যে, কে তাহাকে দান করিয়াছে। তাই অনেকে অন্ধ ফকীর তালাশ করিয়া দিতেন, অনেকে ঘুমন্ত অবস্থায় ফকীরের পকেটে রাখিয়া আত্মগোপন করিতেন। আবার কেহ কেহ ফকীরকে অন্যের মারফত দান করিতেন যেন ফকীর লজ্জা না পায় এবং টের না পায় যে, কে দিল। মূল কথা রিয়া অথবা সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্যে হইলে “নেকী বরবাদ গোনাহ লাজেম”।

ইমাম গাজালী (রঃ) লিখিয়াছেন, সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্যে হইলে আমল বরবাদ হইয়া যাইবে। এই জন্যইত জাকাত ফরজ হওয়ার উদ্দেশ্যে হইল মালের মহব্বত অন্তর হইতে দূর করা। আর মান মর্যাদার লোভ মানুষের অন্তরে মালের মহব্বত হইতেও অধিকতর হইয়া

থাকে। উভয় লোভই আখেরাতে ধ্বংস করিয়া দিবে। কুপণতা বিচ্ছুর ছুরতে ও রিয়া সর্পের ছুরতে কবরে আত্ম প্রকাশ করিবে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে মানুষের অমঙ্গলের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে লোকে অঙ্গলী দিয়া তাহার দিকে ইশারা করিতে থাকে চাই সেই ইশারা ছনিয়ার ব্যাপারে হউক বা আখেরাতের ব্যাপারে হউক। হজরত ইব্রাহীম বিন আদহাম বলেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি চায় সে আল্লাহর সহিত ভাল ব্যবহার করিল না। আইউব ছখতিয়াবী বলেন যে মাওলায়ে পাকের সহিত সততার পরাকার্য দেখাইতে চায় সে ইহাও পছন্দ করে না যে, লোকে তাহার ঠিকানাটুকু পর্যন্ত জানুক যে সে কোথায় থাকে। হজরত ওমর (রাঃ) একবার হজরত মোয়াজকে দেখিতে পাইলেন যে: প্রিয় নবীর কবর শরীফের নিকট বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। হজরত ওমর (রাঃ) কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মোয়াজ (রাঃ) বলেন, আমি হজুরের জবান মোবারকে শুনিতে পাইয়াছি যে, রিয়ার ক্ষুদ্রতম অংশ-টুকুও শেরেক। এবং আল্লাহ পাক এমন মোস্তাকীন লোকদিগকে ভালবাসেন যাহারা অজ্ঞাত স্থানে আত্ম গোপন করিয়া থাকে। নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে তাহাদের সন্ধান কেহ করে না, মজলিশে আসিলে তাহাদেরকে কেহ চিনে না, তাহাদের অন্তর হইল হেদায়েতের-দীপ্ত মশাল, পাপের অন্ধকার পরিবেশ হইতে তাহারা মুক্ত।

মূল কথা অসংখ্য হাদীছ ও আয়াত দ্বারা রিয়ার অমঙ্গল বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও কোন কোন সময়ে যুক্তি সঙ্গত কারণে ছদকা প্রকাশ্যে করার মধ্যে হেকমত নিহিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ যখন অত্মকে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় বা ছই একজনের দ্বারা দ্বীনী প্রয়োজন মিটে না বিধায় প্রকাশ্যে দিলে অত্বে তাহাতে শরীক হইয়া দ্বীনের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। অতএব কারণে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন কোরানে পাককে উচ্চস্বরে পড়া প্রকাশ্যে ছদকা দেওয়ার সমতুল্য আর আন্তে পড়া গোপনে ছদকার সমতুল্য। অর্থাৎ স্থান বিশেষে তেলাওয়াত যেইভাবে জোরে বা আন্তে পড়া যায় ছদকা ও তদ্রূপ প্রকাশ্যে বা গোপনে করা চলে।

বেশীর ভাগ ওলামাদের মতে প্রথম আয়াতে জাকাত এবং নফল

ছদকা উভয়ের বর্ণনাই আসিয়াছে ছদকায়ে ওরাজেব অন্যান্য ফরজের মত প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম। কেননা উহাতে অন্যকে উৎসাহিত করা ছাড়াও নিজের উপর জাকাত দেয় না বলিয়া অপবাদের গ্লানী হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। জামাতে নামাজে পড়ার মধ্যেও বিভিন্ন হেকমতের মধ্যে ইহাও একটি অন্যতম হেকমত। হাফেজ এবনে হাজার (রঃ) বলেন আল্লামা তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, ফরজ ছদকা প্রকাশ্যে করা ও নফল ছদকা গোপনে করা উত্তম সম্পর্কে ওলামারা একমত। জয়েন বিন মুন্নীর (রঃ) বলেন, অবস্থাভেদে উহার মধ্যে তারতম্য হয়। যেমন শাসনকর্তা অত্যাচারী হইলে আর জাকাতের মাল গোপনীয় হইলে জাকাত গোপনে দেওয়াই উত্তম। আবার কোন ব্যক্তি যদি সমাজের এইরূপ নেতৃস্থানীয় হয় যে লোক তার অনুসরণ করিয়া থাকে তবে তার জন্য নফল ছদকা ও প্রকাশ্যে করা উত্তম। উল্লেখিত আয়াত শরীফের তাফহীরে হজরত এবনে আব্বাহ (রাঃ) বলেন গোপনে নফল ছদকা করা প্রকাশ্যে ছদকা করার উপর সত্তর গুণ বেশী ফজীলত রাখে। আর ফরজ ছদকা প্রকাশ্যে করা গোপনে করার উপর পঁচিশ গুণ বেশী ফজীলত রাখে। এইভাবে ফরজ এবং নফলের ব্যাপারে অন্যান্য এবাদতের অবস্থা, অর্থাৎ ফরজ এবাদত প্রকাশ্যে করাই উত্তম। কারণ উহাতে অন্যের অপবাদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তছপরি পাড়া প্রতিবেশী মনে করিবে যে লোকটা এই এবাদত করে না। ইহাতে তাহাদের অন্তর হইতেও সেই এবাদতের গুরুত্ব কমিয়া যাইবে। আর নফলের মধ্যে ও যদি অন্যের অনুকরণ ও অনুসরণ উদ্দেশ্য হয় তবে প্রকাশ্যে হওয়াই উত্তম। অন্য হাদীছে আসিয়াছে নফল এবাদত গোপনে করাই উত্তম তবে অন্যের তাবেদারী মাকছূদ হইলে প্রকাশ্যে করা ভাল। হজরত আবুজর (রাঃ) হজুরের নিকট উত্তম ছদকা কি জিজ্ঞাস করিলে হজুর (ছঃ) বলেন অতাব গ্রন্থকে গোপনে কিছু দান করা, আর গরীব লোকের ছদকা করা। মূল কথা নফল ছদকা গোপনে করাই ভাল তবে কোন দ্বীনী হেকমতে প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম। কিন্তু মনে রাখিবে নফল এবং শয়তানের ধোঁকা পড়িয়া যেন ছদকা বরবাদ না হয়। তাই প্রকাশ্যে দেওয়ার সময় গভীর ভাবে চিন্তা ফিকির করিয়া দিবে। আবার গোপনে ছদকা করিয়াও লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইলে উহা আর

গোপন থাকে না। একটি হাদীছে আছে মানুষ গোপনে ছদকা করিলে উহা গোপন আমল হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু কাহারও নিকট বলিয়া ফেলিলে উহা প্রকাশ্য আমলে রূপান্তরিত হয়। আবার যখন সে লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায় তখন প্রকাশ্য আমল হইলে লোক দেখানো আমলে পরিণত হইয়া যায়।

### সাত ব্যক্তি আরশের ছায়ার নীচে স্থান পাইবে

হজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, সাত ব্যক্তি এমন রহিয়াছে যাহা দিগকে আল্লাহ পাক সেই দিন আপন ছায়াতলে রাখিবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া হইবে না, (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) ১ম আয় বিচারক বাদশাহ। ২য় ঐ নওজোয়ান যুবক যার সময় সর্বদা আল্লাহর এবাদতেই কাটে। ৩য় যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে লাগিয়া থাকে। ৪র্থ ঐ ছই ব্যক্তি যাদের মহব্বত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয় পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নয়। উভয়ের মিলন এবং বিচ্ছেদ শুধু মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হয়। ৫ম ব্যক্তি যাহাকে কোন উচ্চ বংশীয় সুন্দরী নারী নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে পরিকার বলিয়া দেয় যে আমি আল্লাহকে ভয় করি। তদ্রূপ কোন পুরুষ ডাকিলেও যুবতী বলিয়া দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬ষ্ঠ যে ব্যক্তি দান খয়রাতের ব্যাপারে এত বেশী গোপনীয়তা অবলম্বন করে যে তার বাম হাত ও টের পায় না যে, ডান হাত কি খরচ করিল। ৭ম ঐ ব্যক্তি যে গোপনে আল্লাহর জিকির করিতে থাকে ও কাঁদিতে থাকে এই হাদীছে সাত ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে, অন্যান্য হাদীছে বিভিন্ন গুণাবলীর লোকজনের ও উল্লেখ আসিয়াছে। এতহাফ গ্রন্থে আরশের নীচে ছায়া প্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা বিরাশী পর্যন্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। একাধিক হাদীছে বর্ণিত আছে গোপনে ছদকা করা আল্লাহ পাকের রাগকে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়।

হজরত ছালেম বিন আবিল জা'দ বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা স্বীয় বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়া কোথাও যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটি নেকড়ে বাঘ থাবা মারিয়া তাহার বাচ্চাকে নিয়া গেল, সে বাঘের পিছনে ধাওয়া করিল ইত্যবসরে এক ভিক্ষুক তাহার নিকট কিছু চাহিলে সে নিজের একমাত্র রুটিখানা ভিক্ষুককে দান করিয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ে বাঘ ও তাহার বাচ্চাকে তাহার সামনে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হুজুরে পাক (হঃ) এরশাদ করেন, তিন প্রকারের মানুষকে আল্লাহ পাক অত্যন্ত ভালবাসেন আর তিন ধরনের মানুষের উপর তিনি ভীষণ অনন্ত। যাহাদিগকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন তাহাদের মধ্যে প্রথম ঐ ব্যক্তি, কোন এক স্থানে সমবেত লোকদের নিকট জনৈক ব্যক্তি আসিয়া আল্লাহর নামে কিছু ভিক্ষা চাহিল অথচ সমবেত লোকদের সহিত তাহার আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি সবার অজ্ঞাতসারে সেই ভিক্ষুককে কিছু দান করিল, যার দান সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারে নাই, এই দান শীল ব্যক্তি। ২য়, একদল মোহাকের রাত চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া যখন নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়ে, তার পর কিছুক্ষণের জন্ত ছওয়ারী হইতে অবতরণ করিয়া দিশান করিতে থাকে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বিশ্বাসের পরিবর্তে নামাজে দণ্ডায়মান হইয়া পরওয়ারদেগারের সম্মুখে বিনিতভাবে আরজ নিয়াজ করিতে লাগিল এই ব্যক্তি। ৩য়, একদল মোজাহেদ কাকেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রায় পরাস্ত হইবার উপক্রম হইল ও লোকজন পিঠ দেখাইয়া পালাইতে লাগিল ঠিক তখনই এক বীর মোজাহেদ বুক পাতিয়া বীর বিক্রমে কাকেরদের মোকাবেলা করিতে লাগিল অতঃপর সে শহীদ হইয়া যার অথবা বিভিন্ন নিশান উড়াইয়া দেয়, এই বীর মোজাহেদ।

যে তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট খুব নাপছন্দনীয় তাহারা হইল ১ম যে বৃদ্ধকালে জিনা করে, ২য় গরীব হইয়া অহঙ্কার করে, ৩য় ধনী হইয়া জুলুম করে।

হজরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে আকরাম (হঃ) একবার এই মর্মে খোতবা করেন যে, হে লোক সকল! মৃত্যুর আগে আগে গুনাহ হইতে তওবা করিয়া লও, নেক কাজে তাড়াতাড়ি কর যেন অন্য কাজে লিপ্ত হইয়া উহা ফউত না হইয়া যায়। আল্লাহর সহিত সম্পর্ক জোরদার কর তাঁহাকে অতি মাত্রায় স্মরণ করিয়া এবং গোপনেও প্রকাশে ছদকা করিয়া, কেননা ইহা দ্বারা তোমাদিগকে রিজিক দেওয়া হইবে, তোমাদের সাহায্য করা হইবে, তোমাদের দূরাবস্থাকে শোধরাইয়া

দেওয়া হইবে। একটি হাদিছে আছে কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন ছদকার ছায়ার নীচে থাকিবে অর্থাৎ সূর্য যখন একেবারেই নিকটবর্তী হইবে তখন প্রত্যেকেই আপন ছদকা পরিমাণ ছায়া পাইতে থাকিবে। অত্র একটি হাদীছে বর্ণিত আছে ছদকা কবরের উত্তাপকে নিরসন করে আর প্রত্যেক ব্যক্তি কেয়ামতের দিন ছদকার ছায়াতলে থাকিবে। অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে ছদকা বালা মছিবতকে প্রতিরোধ করে।

বর্তমান যুগে যখন মুছলমান নিজ কৃত কর্মের ফলে বিভিন্ন রকম বালা মছিবতে জর্জরিত তখন তাহাদের বেশী বেশী করিয়া ছদকা করা উচিত। বিশেষতঃ সারা জীবনের সঞ্চিত ধন সম্পদ যখন নিমেষে ত্যাগ করিয়া সর্বস্ব হইতে বাধ্য হইতেছে তখন গুরুত্বসহকারে অতিমাত্রায় ছদকা করিতে থাকিলে উহার বরকতে মালও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং নিজের উপর হইতেও বালা মছিবত হটিয়া যায়। কিন্তু এসব ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পরও আমরা ছদকার ব্যাপারে তৎপর হই না। হাদীছে আদিয়াছে ছদকা অমঙ্গলের সত্তরটি দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়, ছদকা হায়াত বৃদ্ধি করিয়া দেয়, অপমৃত্যুকে রোধ করে। অহঙ্কারও গর্বকে বিনাশ করে।

একটি হাদীছে আছে আল্লাহ পাক রুটির একটি টুকরার দ্বারা অথবা একমুঠি খেজুর দ্বারা অথবা অমন কিছু সাধারণ বস্তু দ্বারা ফকীরের প্রয়োজন মিটে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতবাসী করেন। প্রথম ঐ গৃহস্থামী যে ছদকার নির্দেশ দেয়, দ্বিতীয় ঐ ঘরওয়ালী যে রুটি ইত্যাদি তৈয়ার করে, তৃতীয় ঐ চাকর যে ভিক্ষুকের নিকট ছদকা পৌছায়। এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া প্রিয় নবী (হঃ) এরশাদ করেন সমস্ত তারীফ আমাদের ঐ খোদায়ে পাকের জন্য যিনি ছওয়ারাবের ব্যাপারে আমাদের চাকর নওকরকেও ভুলেন নাই।

একদিন হুজুরে পাক (হঃ) ছাহাবাদিগকে প্রশ্ন করেন, তোমরা জান কি শক্তিশালী বীর পুরুষ কে? ছাহাবারা আরজ করিলেন যে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধারাসায়ী করিয়া দেয়। হুজুর ফরমাইলেন প্রকৃত বীর পুরুষ হইল ঐ ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সামলাইয়া নিতে সক্ষম। হুজুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা জান কি বন্ধ্য নারী বা পুরুষ কে?



ছাহাবারা বলিলেন যে নিঃসন্তান, হজুর (হঃ) ফরমাইলেন ‘না’ বরং যে ব্যক্তি কোন শিশুকে নিজের যত্নের পূর্বে পাঠাইয়া দিতে পারে নাই। অতঃপর হজুর জিজ্ঞাসা করেন তোমরা জান কি সর্বহারা কে? ছাহাবারা আরজ করিলেন, যার ধন-সম্পদ কিছুই নাই। হজুর এরশাদ ফরমাইলেন, প্রকৃত সর্বহারা ঐ ব্যক্তি যার ধন দৌলত থাকা সত্ত্বেও হৃদক খয়রাত করিয়া ভবিষ্যতের জন্য কিছুই পাঠাইতে পারিল না। (কারণ মহাসংকটের দিন সে খালি হাতেই দাঁড়াইয়া থাকিবে)।

হজরত আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হজুর (হঃ) মা আয়েশাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন এক টুকরা খেজুর দিয়া হইলেও নিজকে আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা কর। আল্লাহ তারালার কোন জিজ্ঞাসাবাদ হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। হে আয়েশা! কোন ভিক্ষুক যেন তোমার দ্বার হইতে খালি হাতে ফিরিয়া না যায়। বকরীর ক্ষুরই বা হউক না কেন। ইনাম গাজালী (রঃ) লিখিয়াছেন আগেকার লোকেরা কোন একটা দিন হৃদকা হইতে খালি যাক তা তাহারা পছন্দ করিতেন না। চাই সেটা খেজুর হউক বা এক টুকরা রুটি হউক। কারণ হজুর (হঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, হাসরের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ হৃদকার ছায়াতলে আশ্রয় লইবে।

### হৃদকায় মাল বাড়ে আর স্তূদে ধবংস হয়

(১০) يَمْحَقُ اللَّهُ الْغَنَى وَالْغَنَى يَصُدَّقَاتِ ۝ بقره

অর্থঃ আল্লাহ গরীবকে ধবংস করিয়া দেন এবং হৃদকাকে বঞ্চিত করিয়া দেন।

ফায়েদাঃ অনেক রেওয়াজে দ্বারাই প্রমাণিত যে হৃদকা আখেরাতে বঞ্চিত হইয়া পর্বত সমান হইয়া যাইবে। কিন্তু এখলাছের সহিত দান করিলে উহা অনেক সময় ছুনিয়াতেও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যদি কাহারও ইচ্ছা হয় তবে সে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। তবে শর্ত হইল এখলাছ, রিয়া অথবা গর্বের নিয়তে যেন না হয়। পক্ষান্তরে স্তূদ আখেরাতে ত উহার ধবংস অনিবার্য, ছুনিয়াতেও প্রায়ই ধবংস হইয়া যায়। প্রিয় নবী (হঃ) এরশাদ করেন, স্তূদ যতই বাড়তি দেখা যাক না কেন কিন্তু উহার পরিণাম হইল কমতির

দিকে। হজরত মা'মার (রঃ) বলেন ৪০ বৎসরের মধ্যে স্তূদ ধবংস হইতে আরম্ভ করে। হজরত জহাক (রঃ) বলেন স্তূদ ছুনিয়াতে বাড়িলে ও আখেরাতে উহার ধবংস অনিবার্য। হজরত আবু মারজাহ বলেন হজুর (হঃ) ফরমাইয়াছেন মানুষ একটা টুকরা মাত্র দান করে কিন্তু আল্লাহর দরবারে বাড়িতে বাড়িতে উহা অল্প পাহাড় সমতুল্য হইয়া যায়।

### প্রিয়তম বস্তু দান না করিলে প্রকৃত নেকী পাওয়া যায় না

(১১) لَيْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۝ آل عمران

অর্থঃ হে মুহলমানগণ! যে পর্যন্ত তোমরা প্রিয়বস্তু হইতে আল্লাহর রাস্তায় দান না করিবে সে পর্যন্ত তোমরা কখন ও পূর্ণ নেকী হাসিল করিতে পারিবে না।

হজরত আনাহ (রাঃ) বলেন, আনহারদের মধ্যে হজরত আবু তালহা নিকট খেজুরের বাগান ছিল সবচেয়ে বেশী। তাহার সবচেয়ে প্রিয় বাগানের নাম ছিল বাইরাহা যাহা মসজিদে নববীর একেবারে সন্নিহিত ছিল। হজুর (সঃ) প্রায়শঃ সেই বাগানে যাইতেন ও সেখানকার কুপ হইতে স্তূদ পানি পান করিতেন। উক্ত আয়াত শরীফ যখন অবতীর্ণ হয় তখন হজরত আবু তালহা (রাঃ) হজুরের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল ইয়া রাছুল্লাহ! প্রিয় বস্তু দান না করিলে নেকী লাভ করা অসম্ভব তাই আমি সবচেয়ে প্রিয় বস্তু বাগে বাইরাহা আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিলাম। আল্লাহর দরবারে আমি উহার হওয়ারের আশা রাখি, আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে উহা ব্যয় করিতে পারেন। হজুর (হঃ) আনন্দ চিত্তে বলিয়া উঠিলেন লাভজনক সম্পদই বটে। আমি ভাল মনে করি উহা তুমি আপন আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও আবু তালহা বলিলেন বেশ ভাল কথা। অতঃপর তিনি উহা আপন চাচত ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন, অন্য রেওয়াজে আছে হজরত আবু তালহা বলেন, হজুর আমার এত টাকা মূল্যের বাগান হৃদকা করিলাম কিন্তু যদি সম্ভব হইত তবে সবার অগোচরেই করিতাম কিন্তু বাগানের ব্যাপার, যাহা অগোচরে করার সুযোগ নাই।

হজরত এব্নে ওমর (রাঃ) বলেন আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার পর

পর আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম খোদা প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি? অবশেষে দেখিলাম আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হইল বাদী মারজানা। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আজাদ করিয়া দিলাম। যদিও আজাদ করার পর তাহাকে বিবাহ করা আমার জন্য জারাজ ছিল কিন্তু হৃদকার মধ্যে বাহিক নজরে নফ্‌হের কিছু দখল আসিয়া যায় নাকি এই ভয়ে তাহা ও ত্যাগ করিয়া আমার গোলাম নাকের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলাম। একটি হাদীছে আসিয়াছে হজরত আবু ওমর নামাজ পড়া অবস্থায় যখন উক্ত আয়াতে পৌছিয়া ছিলেন তখন নামাজের হালতেই ইশারায় নিজের একজন বাদীকে আজাদ করিয়া দেন। বাস্তবিক পক্ষে ঐসব মহাপুরুষগণই প্রিয় হাদীবের ছাহাবী হইবার উপযুক্ত ছিলেন। হজরত ওমর (রাঃ) আবু মুহা আশাআরীকে লেখেন যে জলুলা হইতে একজন বাদী যেন খরিদ করিয়া তাহার জন্য পাঠাইয়া দেয়। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দাসী খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন হজরত ওমর তাহাকে নিকটে ডাকিয়া উক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করিয়া তাহাকে আজাদ করিয়া দিলেন।

হজরত জায়েদ বিন হারেছার নিকট একটি ঘোড়া ছিল বাহা তাহার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু ছিল হজুরের খেদমতে উহা হাজির করিয়া দিলেন ইহা আল্লাহর রাস্তায় হৃদক। হজুর (হঃ) কবুল করিয়া ঘোড়াটি তাহার পুত্র ওসামাকে দান করিয়া দিলেন। হজরত জায়েদ ইহাতে মনক্ষুণ্ণ হইলেও মনে মনে বলিলেন ঘরের মাল ঘরেইত রহিয়া গেল, প্রিয় নবী (হঃ) বুঝিতে পারিয়া এরশাদ করমাইলেন, তোমার হৃদক কবুল হইয়া গিয়াছে, এখন সেটা আমার ইচ্ছা তোমার ছেলেকে দেই অথবা অন্য কাহাকেও দেই। ইহাতে তোমার ত কোন স্বার্থপরতা নাই। যেহেতু তুমি আমার হাওরাল করিয়া দিয়াছ।

### হজরত আবুজর গেফাবীর বদান্যতা

বনি ছোলাইম বংশের জনৈক ব্যক্তি বলেন, হজরত আবুজর গেফারী (রাঃ) বরজাহ নামক গ্রামে বাস করিতেন। তাহার প্রচুর উট ছিল। আমি তাহার সন্নিকটে কোন একস্থানে বাস করিতাম। একদিন আমি তাহার

খেদমতে হাজির হইয়া বলিলাম, হজুর আমি আপনার কয়েজ হাছেল করার জন্য আপনার খেদমতে থাকিতে চাই ইহাতে আমি আপনার বৃদ্ধ রাখালের সাহায্যও করিতে পারিব। হজরত আবু জর (রাঃ) বলিলেন আমার সহিত তো এ ব্যক্তি থাকিতে পারে যে আমার কথা মত চলিতে পারিবে। আমি বলিলাম হজুর কোন বিষয়ে আপনার হুকুম মত চলিতে হইবে? তিনি বলিলেন আমি যখন কোন জিনিস কাহাকেও দান করিতে বলিব তখন সর্বোত্তম বস্তুই দান করিতে হইবে। আমি তাহার শর্ত কবুল করিয়া লইলাম (ইত্যবসারে তিনি জানিতে পারিলেন যে প্রতিবেশী লোকেরা ভীষণ অভাবের মধ্যে রহিয়াছে। তিনি আমাকে উটের পাল হইতে একটা উট আনিতে নির্দেশ দিলেন। আমি সর্বোত্তম উটটি বাছাই করিয়া লইলাম। তারপর হঠাৎ চিন্তা করিলাম এই নর উটটি প্রজননের কাজে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কাজেই উহাকে ছাড়িয়া আমি দ্বিতীয় সর্বোৎকৃষ্ট একটি উটনী তাহার খেদমতে পেশ করিলাম। হঠাৎ করিয়া হজরতের নজর সেই উটটির উপর পড়িয়া গেল যাহাকে আমি বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, হজরত আবুজর (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমার সহিত ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছ। আমি ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলাম। তিনি সেই মাদা উটনীটা রাখিয়া নর উটটা লইয়া গেলেন ও উপস্থিত লোকজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন তোমাদের মধ্যে এমন দুই ব্যক্তি কেহ আছে কি যাহারা এই উটকে জবেহ করিয়া এখানে বত ঘর রহিয়াছে তত টুকরা করিয়া প্রত্যেক ঘরে এক এক টুকরা এবং আমার ঘরেও সমপরিমাণ টুকরা পৌছাইয়া দিবে। তাহার এই প্রস্তাব দুই ব্যক্তি কবুল করিয়া যথারীতি উট জবেহ করিয়া বন্টন করিয়া দিলেন।

জবেহ ও বন্টনের পালা শেষ হওয়ার পর হজরত আবুজর আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না যে তুমি আমার সন্ধি কৃত ওয়াদা ভুলিয়া গিয়াছ নাকি তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার কথা অবহেলা করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ উট পেশ কর নাই। আমি আদবের সহিত আরজ করিলাম হজরত! আমি তালাশ করিয়া সর্ব প্রথম সেই উটটাই লইয়া উহাকে রাখিয়া অশ্রুটা পেশ করিয়াছি! তিনি বলিলেন সত্যি



সত্যিই তুমি আমার প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিয়া এইরূপ করিয়াছ? আমি বলিলাম জী-হাঁ সেই জন্তই করিয়াছি। হজরত আবুজর বলিলেন তোমাকে আমার প্রয়োজনের সময় বলিতেছি শুন। আমার প্রয়োজনের সময় ত হইল তখন যখন আমাকে কবরের গহ্বরে ফেলিয়া রাখা হইবে। সেই দিনই হবে আমার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনের দিন।

মনে রাখিবে; তোমার মালের মধ্যে তিনজন অংশীদার রহিয়াছে, প্রথম তোমার তাকদীর, ইহা কাহারও জানা নাই যে, তাকদীর কোন মুহুর্তে কার মাল চাহিয়া বসে অর্থাৎ যেই যেই মালকে আমি ভাল মনে করিয়া অনেক সময় হেফাজত করিয়া রাখি উহাই হঠাৎ করিয়া অদৃষ্টের পরিহাসে বিভিন্ন উপায়ে হাত ছাড়া হইয়া যায়, কাজেই সময় থাকিতে উহাকে এখনই কেন আমি আল্লাহর ব্যাংকে জমা করিয়া রাখিব না। ২য় অংশীদার হইল ওয়ারিশগণ তাহারা সব সময় তাক লাগিয়া রহিয়াছে যে কখন তুমি কবরের গর্তে পৌঁছিয়া যাইবে আর সমস্ত মাল তাহারা আপোষে বণ্টন করিয়া লইবে। তৃতীয় অংশীদার হইলে তুমি। অর্থাৎ তুমি স্বয়ং ধনসম্পদকে এখনই নিজের কাজে লাগাইতে পার। অতএব তুমি এই চেষ্টা কর যেন তিন অংশীদার হইতে তোমার অংশ কোন ক্রমেই কম না হয়। কারণ এমনওতো হইতে পারে যে অদৃষ্ট তোমার সর্বস্ব ধ্বংস করিয়া দিবে, অথবা ওয়ারিশগণ তোমার সব কিছু বণ্টন করিয়া নিবে, তার চেয়ে ভাল তুমি উহাকে যত শীঘ্র পার আল্লাহর সুরক্ষিত ভাণ্ডারে জমা করিয়া রাখ। তা ছাড়া পরওয়ারদেগার ফরমাইতেছেন লান্ তানালুল বেররা অর্থাৎ “সবচেয়ে প্রিয় বস্তু দান না করিলে তোমরা কখনও আসল নেকী হাঙ্গল করিতে পারিবে না” আর এই উট যখন আমার সব চেয়ে প্রিয় মাল, তখন কেন উহাকে আমি নিজের জন্ত খাচ্ করিয়া আল্লাহর ব্যাংকে পাঠাইয়া দিব না।

আম্মাজান আরেশা (রাঃ) বলেন এক সময় প্রিয় নবীজীর খেদমত একটি জানোয়ারের কিছু গোশত হাদিয়া স্বরূপ আসিয়াছিল। হুজুর (ছঃ) উহা নিজেও খাইলেন না, আর অপরকে খাইতেও নিষেধ করিলেন না। আমি বলিলাম ইহা ফকির মিস্কীনদেরকে দিয়া দিব?

হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন এমন বস্তু যা তুমি নিজে পছন্দ কর না অথকেও তা দিওনা।

বর্ণিত আছে হজরত এবনে ওমর (রাঃ) গুড় খরিদ করিয়া গরীবদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন, খাদেম বলেন, হজরত! গরীবের জন্ত গুড়ের চেয়ে খাদ্যের প্রয়োজন বেশী; তিনি বলিলেন ঠিক বলিয়াছ আমি ও ইহা মনে করি, তবে রাব্বুল আলামীন বলিয়াছেন প্রিয়বস্তু দান না করিলে প্রকৃত চণ্ডাব পাওয়া যায় না। যেহেতু আমি গুড় পছন্দ করি তাই গুড়ই দান করিলাম। ইহাকেই বলে মহব্বত ও প্রেমের চরম নিদর্শন, ওহ! মাহবুবের জবান হইতে বাহির হওয়া কথার উপর আমল করিবার কত বড় জব্বা। চাই প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট জিনিস অথ কিছুই হউক না কেন।

(১২) وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ

فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ

النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ০

অর্থ : “এবং তোমরা স্বীয় প্রভুর তরফ হইতে ক্ষমা প্রাপ্তির দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে দৌড়াইতে থাক বাহার প্রশস্ততা হইবে সপ্ত আছমান ও জমীনের সমতুল্য যাহা প্রস্তুত রাখা হইয়াছে এমন সব মোত্তাকীনের জন্ত যাহারা সুখ দুঃখ উভয় হালতেই আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করিয়া থাকে এবং রাগ আসিলে উহাকে হজম করিয়া লয় আর মাহবুবের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয়। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক পরোপকারী লোকদেরকে ভালবাসেন”। (আল এমরান)

ওলামাগণ লিখিয়াছেন ছাহাবাদের মধ্যে কেহ কেহ বনি ইস্রাঈলের এই কথার উপর ঈর্ষা করিয়াছিল যে, যখন তাহাদের মধ্যে কেহ পাপ করিত তখন তাহার দরওয়াজার সামনে উহা লেখা হইয়া যাইত এবং

সেই পাপের কাফ্‌কারা যেমন নাক কাটা এবং কান কাটা ইত্যাদি শাস্তিও সাব্যস্ত হইয়া যাইত। ছাহাবাদের অন্তরে পাপের ভয় এত অধিক ছিল যে আখেরাতে শাস্তি ভোগ করার মোকাবেলায় ঐ সব গুরুতর শাস্তি সমূহকেও তাহারা হালকা মনে করিতেন। হাদীছের কিতাবে এরূপ অসংখ্য ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। পুরুষ ত পুরুষ মেয়েরা পর্যন্ত পাপ করিয়া আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার আশায় হজুরের দরবারে আসিয়া স্বেচ্ছায় ধর্না দিয়া শাস্তি ভোগ করিতে আবেদন করিতেন। জৈনকা মহিলার ঘটনা, ঘটনাচক্রে শয়তানের ধোঁকায় তিনি জিনায় লিপ্ত হইয়া পড়েন। গুনাহ হইতে পবিত্র হইবার নেশায় প্রিয় নবীর খেদমতে হাজির হইয়া তাহাকে শরীয়তের বিধান মোতাবেক পাথর মারিয়া ছস্বেছার করিবার দরখাস্ত করেন। তাঁহাকে ছস্বেছার করা হইল। কী আশ্চর্যজনক ছিল উক্ত মহাপুরুষদের তওবা। গুনার বোঝা নিয়া আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার চেয়ে প্রস্তর নিক্ষেপে নিষ্পেসিত হওয়া তাহাদের নিকট অধিকতর সহজ ছিল। রাজিয়াল্লাহু আনহুম।

নামাজ পড়ার সময় হজরত আবু (রাঃ) তালহার অন্তরে স্বীয় বাগানের খেয়াল আসার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে ছদকা করিয়া দেন শুধু এই অভিমানে যে নামাজের মধ্যে ছনিয়ার খেয়াল কেন আসিল তাকে আর কিছুতেই নিজের করিয়া রাখা যায় না। অতঃপর এক ছাহাবী নামাজ পড়িতেছিলেন। খেজুর পাকার পুরা মোহম তখন, পাকা খেজুরওয়ালা চমৎকার বাগানের দৃশ্য অন্তরে আসা মাত্রই নামাজান্তে হজরত ওহমানের খেদমতে হাজির হইয়া পুরা ঘটনা বর্ণনা করিয়া উহাকে আল্লাহর রাস্তায় ছদকা করিয়া দিলেন। হজরত ওহমান (রাঃ) উক্ত বাগান পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রী করিয়া দ্বীনের কাজে লাগাইয়া দেন। হজরত আবু বকর ছিদ্বীক (রাঃ) ভুলবশতঃ সন্দেহজনক কিছু জিনিস খাইয়া সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণ পানি পান করিয়া এই ভয়ে বসি করিয়া ফেলেন যে, কি জানি সেই লোক মা শরীরের অংশ বনিয়া যায় নাকি। এই প্রকার অনেক ঘটনাবলী হেফাজতে ছাহাবা নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এইসব ভয়-ভীতি ছাহাবাদের অন্তরে তাঁহারা যদি বনি ইস্রাঈলের মত ছনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করিয়া পাপমুক্ত হইয়া যাওয়ার আকাংখা করে তবে তা কিছুতেই অযৌক্তিক নহে। ইঁ আনাদের মত অপদার্থদের অন্তরে

কল্পনাও আসে না যে গুনাহ কত বড় কঠিন বস্তু। প্রিয় ছাহাবায়ে কেরামদের এইরূপ উৎকর্ষার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই স্বীয় মাহবুবের উম্মতের জন্য উক্ত আয়াত নাজেল করিয়া মুক্তির নোঙ্খা বাতলাইয়া দিলেন যে, নেক কাজ করিয়া ক্ষমা ও জ্ঞানাত পাওয়া যায়। বনি ইস্রাঈলের মত শাস্তি ভোগ করিতে হয় না।

হজরত এব্নে আব্বাহ (রাঃ) বলেন, সপ্ত আছমান ও জমীনকে পাশাপাশি রাখিয়া জোড়া দিয়া দিলে যতটুকু হইবে বেহেশতের পরিধি হইল ততটুকু। হজরত এব্নে আব্বাহ (রাঃ) তাঁহার গোলাম কোরায়েবকে জৈনক ইছদী পণ্ডিতের নিকট বেহেশতের প্রশস্ততা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। সে হজরত মুহা (আঃ) এর ছহীকা সমূহ দেখিয়া বলিয়া দিলেন যে সপ্ত আকাশ ও জমীনের সমতুল্য হইল বেহেশতের পাশ আর লম্বা কতটুকু একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে হজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন হে লোক সকল! এইরূপ জ্ঞানাতের দিকে অগ্রসর হও যাহার পাশ হইল জমীন ও আসমান সমতুল্য। হজরত ওমায়ের বিন হামাম (রাঃ) আনছারী তাজ্জব হইয়া আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! বেহেশতের পাশই কি এত অধিক হইবে? হজুর (ছঃ) বলিলেন নিশ্চয়। হজরত ওমায়ের বলিলেন সাবাস সাবাস হজুর! আমি সে বেহেশতে নিশ্চয় প্রবেশ করিব। হজুর (ছঃ) ফরমাইলেন ইঁ ইঁ নিশ্চয় তুমি সেই জ্ঞানাতের অধিবাসী হইবে। তারপর হজরত ওমায়ের (রাঃ) পুটলী হইতে কিছু খেজুর বাহির করিয়া যুদ্ধে শক্তি লাভের জন্য খাইতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর বলিয়া উঠিলেন এই সব খেজুর খাইতে খাইতে ত অনেক দেবী হইয়া যাইবে। এই বলিয়া ঐগুলি ছুঁড়িয়া মাগিয়া রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ও যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন।

উক্ত আয়াত শরীফে নোমেনদের আর একটি বিশেষ প্রশংসা এই করা হইয়াছে-তাহারা রাগ আসিলে উহাকে সংবরণ করিয়া লয় এবং কেহ অপরাধ করিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেয়। ওলামারা লিখিয়াছেন তোমার ভাই যদি কোন অপরাধ করিয়া বসে তবে তাহাকে ক্ষমা করার নিয়তে সন্তরটা ওজর দাঁড় করাওয়া লও, তবু ও যদি তোমার মনে প্রবোধ না পায় তবে মনকে এই বলিয়া শাসাও যে তুমি কত নির্দয়, তোমার ভাই

শ্রীয দোষের জন্য সত্তর প্রকার ওজর পেশ করিতেছে, অথচ তুমি তাহা কবুল করিতেছ না। কেননা প্রিয়নবী (ছঃ) এরশাদ করমাইয়াছেন কাহারও নিকট ওজর পেশ করিলে সে যদি উহা কবুল না করে তবে তার গুনাহের পরিমাণ হইবে অবৈধ ভাবে গুল্ক উম্মুলকারীর গুনাহের সমান। হুজুর (ছঃ) মোমেনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন যে, হঠাৎ রাগ আসে আবার তৎক্ষণাৎ রাগ থামিয়া যায়। রাগ একেবারে না আসাকে মহৎগুণ বলা হয় নাই। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন রাগের স্থলে রাগ না করিলে সে হইল শয়তান, এই কারণেই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, যে রাগকে হজম করিয়া লয়, এই কথা বলেন নাই যে, যার রাগই আসে না। প্রিয়নবী (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি রাগ করিয়া প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ নেয় না, আল্লাহ পাক তাহাকে ঈমান-আমানের দ্বারা ভত্তি করিয়া দেন। অর্থাৎ মজবুরী অবস্থায় ত প্রতি ক্ষেত্রেই ছবর হইয়া যায়, প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেওয়ার নামই হইল ছবর। আর একটি হাদীছে আসিয়াছে, মানুষ রাগের পেয়ালা পান করিয়া লয় এর চেয়ে পান করার জন্য উত্তম বস্তু আল্লাহর নিকট আর কিছুই নাই। তিনি উহা দ্বারা অন্তরকে ঈমানের দ্বারা ভত্তি করিয়া দেন। অতঃ হাদীছে আছে যে ব্যক্তি শক্তি থাকা সত্ত্বেও রাগ হজম করিয়া লইল কেয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে আল্লাহ পাক তাহাকে ডাকিয়া বলিবেন তোমার পছন্দ নই যে কোন একটি ছর নির্বাচন করিয়া লইয়া যাও। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি নয় যে অত্বে ধরাশায়ী করিয়া দেয়, বরং বীর ঐ ব্যক্তি যে রাগের মুহুর্তে আত্মসংবরণ করিতে সক্ষম।

হুজুরত আলী এবনে হোছায়নের (রাঃ) এক বান্দী তাহাকে অজু করা ইতিহাসে, হঠাৎ বান্দীর হাত হইতে লোটা পড়িয়া তাহার চেহারায় ভয় হইয়া যায়। তিনি এই বান্দীর প্রতি দীর্ঘ দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিলে বান্দী বলিয়া উঠিল, আল্লাহ পাক করমাইতেছেন “যাহারা রাগের সময় আত্মসংবরণ করে”। হুজুরত আলী বলিলেন আমি রাগ হজম করিয়া গেলিলাম। বান্দী আবার বলিল “যাহারা মাল্লকে ক্ষমা করিয়া দেয়” হুজুরত আলী বলেন আল্লাহ তোমার ক্রটি মার্জন্য করুন। বান্দী পুনরায় বলিয়া উঠিল “আল্লাহ দয়ানদের ভালবাসেন” হুজুরত আলী উত্তরে বলিলেন যাও তোমাকে আজাদ করিয়া দিলাম। অতঃ এক সময় তাহার

গোলাম মেহমানের জন্য পেয়ালা ভত্তি গরম ক্রটি আনিতেছে হঠাৎ পেয়ালা তাহার ছোট ছেলের মাথায় পড়িল। ছেলে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। হুজুরত আলী তৎক্ষণাৎ গোলামকে বলিলেন তুমি আজাদ, অতঃপর স্বয়ং আপন ছেলের কাফন দাফনে লাগিয়া গেলেন।

### প্রকৃত ঈমানদারের নিদর্শন

(১৩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَاوَاتِهِمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا - لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ انفال

অর্থঃ নিশ্চয় মোমেন ঐসব লোক যাহাদের নিকট আল্লাহর নাম জিকির করা হইলে তাহাদের অন্তর ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠে। এবং তাহাদের নিকট আল্লাহর আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হইলে উহা তাহাদের ঈমানকে বদ্ধিত করিয়া দেয় আর তাহারা আপন প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করিয়া থাকে। তাহারা নামাজ কয়েম করিয়া থাকে ও আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে খরচ করিয়া থাকে। তাহারাই প্রকৃত মোমেন। তাহাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুউচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমা এবং সম্মানিত রিজিকের ব্যবস্থা রহিয়াছে। (আনফাল)

হুজুরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া এইরূপ যেমন খেজুরের গুল্কনা পাতার আগুন লাগিয়া যাওয়া। তারপর তিনি শ্রীয সাগরের শাহর বিন হাওশাবকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি শরীরের কম্পন বুঝিতে পার? শাহর বলেন হাঁ আমি বুঝিতে পারি। তিনি বলেন সেই সময় দোয়া করিবে, কারণ তখন দোয়া কবুল হওয়ার সময়। হুজুরত ছাবেত বানানী (রাঃ) বলেন জনৈক বুজুর্গ বলিতেছেন আমার কোন কোন দোয়া কবুল হয় তা আমি বুঝিতে পারি। লোকে বলিল হুজুর

তা কি করিয়া পারেন, তিনি বলেন আমার শরীয়ে যখন কম্পন আসিয়া যায়, অন্তরে ভয় ভীতির সঞ্চার হয়, এবং চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে। তখনকার দোয়া কবুল হয়।

হজরত ছুদ্দী (রঃ) বলেন যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহর জিকির আসিয়া যায় ইহার অর্থ হইল এই যে, কোন ব্যক্তি যদি কাহার ও উপর জুলুম করার ইচ্ছা করে বা অথ কোন গুনাহের এরাদা করে এমতাবস্থায় যদি কেহ তাহাকে বলে যে তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হইয়া যায়। হারেছ বিন মালেক (রঃ) নামক জনৈক অনছারী ছাহাবী প্রিয় নবীজীর খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হজুর (ছঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন হারেছ তোমার অবস্থা কি? তিনি আরজ করিলেন ইয়া রাছুল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি একজন সাচ্চা মোমেন। দয়ার নবী এরশাদ করমাইলেন দেখ কি বলিতেছ চিন্তা করিয়া বল। প্রত্যেক বস্তুর একটা হাকীকত রহিয়াছে, তোমার ঈমানের হাকীকত কি, তুমি ফয়ছালা করিয়া নিলে যে তুমি একজন সাচ্চা মোমেন? হারেছ বলিলেন, আমি স্বীয় নছফকে ছুনিয়ার মোহ হইতে ফিরাইয়া লইয়াছি। রাত্রি বেলায় জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহর এবাদত করি আর দিনের বেলায় রোজা রাখি, বেহেশতীদের পরস্পর মেলামেশা আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে। দোজখীদের শোরগোল আর হুঃখ হৃদশার দৃশ্য সর্বদা বিদ্যমান। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করমাইলেন হারেছ নিশ্চয় তুমি ছুনিয়া হইতে মুখ ফিরাইয়াছ। ইহাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। হজুর (ছঃ) এই কথা তিনবার করমাইলেন। প্রকৃত পক্ষে যার সামনে সর্বদা বেহেশত ও দোজখের দৃশ্য ভাসমান থাকে সে ছুনিয়াতে কি করিয়া লিপ্ত হইতে পারে?

(১৪) وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ

لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ۝

انفال

অর্থঃ “এবং তোমরা যাহারা আল্লাহর রাস্তায় দান করিবে উহার প্রতিদান তোমাদিগকে পুরাপুরি দেওয়া হইবে। আর তোমাদের উপর কোন প্রকার জুলুম করা হইবে না”।

যেই সমস্ত আয়াত এবং হাদীছে ছাওয়াব বাড়াইয়া দেওয়া হইবে বর্ণিত হইয়াছে এই আয়াত উহাদের বিপরীত নয়। ইহার অর্থ হইল কাহার ও নেক কাজের ছওয়াব কম করা হইবে না। তবে ছওয়াবের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে স্থান, দাতার দিয়ত ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। ইহা ত আখেরাতের ছওয়াব সম্বন্ধে বলা হইল, অনেক সময় ছুনিয়াতে ও পুরাপুরা বদলা মিলিয়া যায়। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা ২ নং আয়াতে ও ৮ নং হাদীছে আসিতেছে।

(১৫) قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن

يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٍ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ۝

অর্থঃ আপনি আমার ঐ সমস্ত খালেছ বান্দাদেরকে বলিয়া দিন যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা যেন নামাজ কয়েম করে এবং আমার প্রদত্ত রিজিকসমূহ হইতে প্রকাশ্যে এবং গোপনে এমন দিন আসার পূর্বেই যেন দান করে যে দিন কোন প্রকার কেনাকাটা ও বন্ধুত্ব কাজে আসিবে না”।

অর্থাৎ যখন যেই প্রকারের ছদকা প্রকাশ্যে হউক বা গোপনে তখন সেই প্রকারই দান করিতে হইবে। হজরত জাবের (রাঃ) বলেন একবার প্রিয় নবী (ছঃ) খোতবার মধ্যে করমাইলেন যে, হে লোক সকল! তোমরা মৃত্যুর আগে আগেই তওবা করিয়া লও। এমন যেন না হয় যে, মৃত্যু আসিয়া যাইবে অথচ তওবা থাকিয়া যাইবে। আর বিভিন্ন ঝামেলায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই নেক কাজ করিয়া লও। কারণ হয়ত ঝামেলার লিপ্ত হইলে নেক কাজ করার আর সুযোগ থাকিবে না। আর বেশী বেশী জিকির করিয়া আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করিয়া লও! এবং গোপনেও প্রকাশ্যে ছদকা করিয়া লও, যেহেতু উহা দ্বারা তোমাদের রিজিক বাড়াইয়া দেওয়া হইবে তোমাদের সাহায্য করা হইবে, এবং তোমাদের দুঃাবস্থা দূর হইয়া যাইবে।

(১৬) وَبَشِّرِ الْمُكْمِلِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ  
 قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِينَ  
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

অর্থ : আপনি এই সমস্ত বিনয়ী মুছলমানদিগকে সুখবর দিয়া দিন যাহাদের নিকট আল্লাহর জিকির করা মাত্রই তাহাদের অন্তর ভয়ে ভীত হইয়া যায়, আর তাহাদের উপর কোন মহিবত আসিয়া পৌঁছিলে তাহারা উহার উপর ছবর করিয়া থাকে, এবং তাহারা নামাজ কায়েম করে ও আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে তাহারা ছদকা করিয়া থাকে।

উল্লেখিত আয়াতে “মোখবেতীন” শব্দের কয়েক প্রকার ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে, কেহ বলিয়াছেন যাহারা আল্লাহর হুকুম আহকামের সামনে মাথা নত করিয়া দেয়। কেহ বলিয়াছেন বিনয়ী, ইজরত মুজাহেদ বলিয়াছেন অবিচলিত ও প্রশান্ত অন্তরওয়ালা, আমার বিন আওছ (রাঃ) বলেন যাহারা অন্তর উপর জুলুম করে না, তাহাদের উপর কেহ জুলুম করিলেও উহার প্রতিশোধ নেয় না। যহাক (রাঃ) বলেন বিনয়ী, এবনে মাছউদ যখন হজরত রবি বিন খায়ছামকে দেখিতেন, বলিতেন তোমাকে দেখিলে আমার মোখবেতীন স্মরণ পড়ে।

(১৭) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقَلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ  
 أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ - أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي  
 الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۝

অর্থ : “আর যাহারা আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া থাকে, দান করা সত্ত্বেও তাহাদের অন্তর কম্পিত থাকে এই ভয়ে যে, তাহাদিগকে আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাভর্তন করিতে হইবে, তাহারা নেক কাজে প্রতিযোগিতা করে ও তাহার দিকে অগ্রসর হয়।

ফায়েদা : অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়াও এই জ্ঞত ভীত

হইয়া পড়ে যে, আল্লাহ পাক উহাকে কবুল করিলেন কি না করিলেন। যে যত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তার অন্তরে আল্লাহর ভয়ও তত বেশী হইয়া থাকে। তত্‌পরি এই জ্ঞত ও ভয় হইয়া থাকে যে আমাদের নিয়তের মধ্যে কতটুকু এখনাছ রহিয়াছে তাহা জানা নাই। কারণ অনেক সময় মানুষ নফছও শয়তানের ধোঁকায় কোন কাজকে নেকী মনে করিয়া করে অথচ প্রকৃত পক্ষে উহা নেকী নয়। ছুরায়ে কাহফের শেষ রুকুতে আল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন—

“আপনি বলিয়া দিন হে মোহাম্মদ (ছঃ) ! আমি তোমাদিগকে এমন লোকের সন্ধান বাতলাইয়া দিব কি যাহারা আমল হিসাবে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ অর্থাৎ যাহাদের পাখিব হুনিয়ার যাবতীয় নেক আমল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে অথচ তাহারা মনে করিত যে আমরা নেক কাজই করিতেছি।”

হজরত হাছান বহরী (রাঃ) বলেন—মোমেন নেক কাজ করিয়াও ভয় পাইতে থাকে, আর মোনাফেক অন্যায় কাজ করিয়াও নির্ভীক থাকে। যেমন ফাজায়েলে হজ্বের মধ্যে এইরূপ অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে যে, যাহাদের অন্তরে আল্লাহর আজমত এবং বুজুর্গীর অনুভূতি রহিয়াছে তাহারা লাঝায়ক বলিতে ভীত হইয়া যায় এই ভয়ে যে আমার হাজেরী আল্লাহ পাক কবুল করিলেন কি না করিলেন। আশ্মাজন আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইয়া রাছুল্লাহ! **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ** এই আয়াত কি ঐসব লোকের শানে নাড়েল হইয়াছে যাহারা চুরি করে, জিনা করে, এবং অশান্ত পাপ করিয়া আল্লাহর দরবারে কি ভাবে হাজির হইবে বা মুখ দেখাইবে ইহার ভয় পায়? হজুর (ছঃ) এরশাদ ফরমাইলেন, না; বরং যাহারা নামাজ রোজা ছদকা খয়রাত করিয়াও ভয় পায় যে উহা মাওলার দরবারে কবুল হইল কি না? হজরত এবনে আব্বাছ, ছারীদ বিন জোবায়ের, হাছান বহরী (রাঃ) প্রমুখ বুজুর্গান বলেন আয়াতের উদ্দেশ্য হইল যাহারা নেক কাজ করিয়াও হিসাব কিতাবের ভয়ে কম্পিত থাকে।

হজরত জয়নুল আবেদীন যখন অজু করিতেন চেহারার রং হলুদ বর্ণ হইয়া যাইত, আর যখন নামাজে দাঁড়াইতেন শরীরে কম্পন আসিয়া যাইত, কেহ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন তোমাদের কি জানা আছে যে আমি কার সন্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছি? ফাজায়েলে নামাজ

এবং হেঁকায়েতে ছাহাবা গ্রন্থে এইরূপ বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

(১৮) وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى

الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا

وَلِيُمْغُفُوا لَا تَحْبِرُونَ أَنْ يُغْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

**অর্থ:** “এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বৃজুগ ও সম্পদশালী তাহার আত্মীয় স্বজন, গরীব এবং আল্লাহর ওয়াস্তে হিজরতকারীদিগকে দান খরচাতনা করার ব্যাপারে যেন কছম না খাইয়া বসে, বরং তাহাদের অপরাধীগণকে ক্ষমা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ পাক মহান ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

### কোরআনে পাকে মা আয়েশার (রাঃ) পবিত্রতা ঘোষণা

ষষ্ঠ হিজরীতে গাজওয়ানে বনি মোস্তালেক নামীয় একটা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে নবীয়ে করীম (ছঃ) এর সহিত হজরত আয়েশা (রাঃ) ও শরীক ছিলেন। হজরত মা আয়েশার উট ছিল-পৃথক, তাহার উপর হাওদাজ লাগানো ছিল। তিনি তাহার হাওদাজেই অবস্থান করিতেন। যাত্রা কালে কয়েকজন লোক সেই হাওদাজকে উটের পিঠে উঠাইয়া দিত। যেহেতু তিনি অল্পবয়স্কা এবং খুব হাল্কা পাতলা ছিলেন তাই চারজন মিলিয়া হাওদাজ উঠাইবার সময় টের ও পাইত না যে উহার বদ্যে কেহ আছে কি নাই। অভ্যাস মোতাবেক কোন একস্থানে কাফেলা বিশ্রাম গ্রহণ পূর্বক পুনরায় যাত্রা শুরু করিলে কয়েকজন লোক হজরত আয়েশার হাওদাজ উটের পিঠে উঠাইয়া বাঁধিয়া দিল, ঘটনা ক্রমে মা আয়েশা (রাঃ) তখন খানিকটা দূরে এস্তেজা করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ গলায় হার না দেখিয়া উহার তালাশে আবার চলিয়া গেলেন। ইত্যবসারে কাফেলা রওনা হইয়া গেল। তিনি এই উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে একাই রহিয়া গেলেন। তিনি চিন্তা করিলেন পথিমধ্যে আমার না থাকার বিষয় যখন হজুর (ছঃ) জানিতে পারিবেন তখন কাহাকেও নিশ্চয় আমার সন্ধানে পাঠাইবেন। এই ভাবিয়া তিনি সেখানে বসিয়া গেলেন ও

ঘুমাইয়া পড়িলেন। ভাবিলে আশ্চর্য লাগে আল্লাহ পাক নেক আমলের বরকতে তাহাদিগকে কত প্রশান্ত অন্তর দান করিয়াছিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র ও বিচলিত হইলেন না। এই যুগের নারী হইলে সে নির্জন প্রান্তরে ঘুমানতো দূরের কথা কান্নাকাটি করিয়াই রাত্রি কাটাইয়া দিত।

হজরত হুফওয়ান বিন মোয়ান্তাল নামক ছাহাবীকে এই জন্ত নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল যে; কাফেলা কোন জিনিস ফেলিয়া গেলে তিনি তাহা কুড়াইয়া নিবেন, তিনি ভোর বেলা ঐ স্থানে পৌছিয়া একজন লোককে সেখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সজোরে ইমালিল্লাহ পড়িয়া উঠিলেন, যেহেতু পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি মা আয়েশাকে দেখিয়াছিলেন তাই তাহাকে মুহর্তেই চিনিয়া ফেলিলেন। হুফওয়ানের আওয়াজ শুনিয়া আন্মাজানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। হজরত হুফওয়ান উটের রজু ধরিয়া টানিয়া চলিল। ও কাফেলার মধ্যে পৌছাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সারা মদিনায় এক অশুভ কথার ঝড় বহিয়া গেল। আবদুল্লাহ বিন-উবাই মোনাফেকদের নেতা ও মুহলমানদের চরম শত্রু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মা আয়েশা ও হজরত হুফওয়ানের নামে এক জঘন্য কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করিল। এই মিথ্যা অপবাদে কয়েকজন সরল প্রাণ মুহলমানও যোগ দিল, দীর্ঘ একমাস যাবত ইহাই একমাত্র আলোচ্য বস্তুতে পরিণত হইল। রাছুল্লাহ (ছঃ) ও মোমেনগণ দারুণ ভাবে মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। হজুর (ছঃ) নারী পুরুষ সকলের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন প্রকারেই মানষিক শান্তি আসিতেছিল না।

দীর্ঘ একমাস পর মা আয়েশার পরিভ্রতা ঘোষণা করিয়া ছুরায়ে নূরের পুরা একটা ঝকু নাজেল হইল। এবং যাহারা বিনা প্রমাণে কুৎসা রটনা করিয়া থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহ পাক কঠোর ভাষায় সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। মেহতাহ্-নামক জনৈক ছাহাবী এই কাজে জঘন্য ভাবে অংশ গ্রহণ করেন অথচ তিনি হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হইতে নিয়মিত ভাতা পাইতেন ও তাহার নিকটাত্মীয় ছিলেন। কিন্তু তাহার প্রিয়তমা কন্যা ও ছরকারে দোজাহানের পাক পবিত্র বিবির বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদে অংশ গ্রহণ করায় হজরত ছিদ্দীকে আকবার (রাঃ) রাগে ও ক্ষোভে কছম খাইয়া বসেন যে তিনি আর মেহতাহ্কে সাহায্য করিবেন



না। ইহার উপরেই উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন রেওয়াজেত দ্বারা প্রমাণিত হয় আরও কয়েক জন ছাহাবী এই অপবাদে অংশ গ্রহণ করায় লোকদের সাহায্য সহযোগিতা স্বীকৃত করিয়া দিয়াছিল। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আব্বাজান হজরত মেহতার সাহায্য দ্বিগুণ করিয়া দেন।

### তাহাজ্জুদ নামাজের মজলিস।

(১৯) تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

خَوْذًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - ذَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

অর্থঃ “রাত্রি বেলায় তাহাদের পার্শ্বদেশ আরামের শয্যা হইতে পৃথক হইয়া যায়। তাহারা আপন প্রভুকে ভয় এবং আশার মধ্যে ডাকিতে থাকে। আর আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে তাহারা দান ছদকাও করিয়া থাকে। সুতরাং কোন মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না যে তাহাদের জন্ত অদৃশ্য জগতে চকুর তৃপ্তিদায়ক কত সব বস্তুর ব্যৱস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে এই সব শুভ পরিণাম একমাত্র তাহাদের নেক আমলের বরকতেই করা হইয়াছে।”

ফায়েদাঃ ‘রাত্রি বেলায় তাহাদের পার্শ্বদেশ আরামের শয্যা ত্যাগ করে’ মোফাচ্ছেরীনগণ এই আয়াতের দুইটি অর্থ করিয়াছেন। প্রথমতঃ উহার অর্থ হইল মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়। হজরত আনাছ বলেন এই আয়াত আমাদের আনহারদের শানে নাজেল হইয়াছে, কারণ আমরা মাগরিবের পর হজুর (ছঃ) এর সাথে এশা না পড়িয়া ঘরে ফিরিতাম না। অতঃপর হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, ইহা মোহাজেরদের এক জামাতের শানে নাজেল হইয়াছে কারণ তাহারা মাগরিবের পর এশা পর্যন্ত নফল কাটাইয়া দিতেন। হজরত বেলাল এবং আব্বাহুয়াহ বিন সৈদা হইতেও এইরূপ বর্ণনা আসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আয়াতের উদ্দেশ্য তাহাজ্জুদের নামাজ। হজরত মোয়াজ (রাঃ) বলেন,

প্রিয় নবী (ছঃ) ফরমাইয়াছেন উহার উদ্দেশ্য হইল রাত্রি বেলায় নামাজ। মোজাহেদ (রাঃ) বলেন হজুর (ছঃ) রাত্রি জাগরনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন ও হজুরের চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল, তার পর হজুর এই আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেন।

হজরত আব্বাহুয়াহ বিন মাছুউদ (রাঃ) বলেন, তৌরীত কিতাবে লিখিত আছে যাহাদের জন্ত পরওয়ারদেগারে আলম এমন সব সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কণ্ঠ শ্রবণ করে নাই এবং কোন লোকের অন্তরে উহার কল্পনাও পয়দা হয় নাই, না কোন নিকটবর্তী ফেরেশতা উহা জানে, না কোন নবী রাখুল উহার খবর রাখে। আয়াত শরীফে উহাই বর্ণিত হইয়াছে। রওজুর রাইয়াহীন ইত্যাদি গ্রন্থে শত শত ঘটনা এমন সব বুজুর্গানের উল্লেখ আছে যাহারা সারা রাত্রি মাওলার স্মরণে কান্নাকাটি করিয়া কাটাইয়া দিতেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) চল্লিশ বৎসর যাবত এশার অঙ্ক দ্বারা ফজর পড়ার রেওয়াজেত বর্ণিত আছে, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রমজান মাসে প্রতি দিবা রাত্রির মধ্যে নাকি তিনি কোরান শরীফ দুই খতম করিতেন। হজরত ওহমান (রাঃ) সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া একই রাকাতে পুরা কোরান শরীফ পাঠ করিতেন। হজরত ওমর (রাঃ) অনেক সময় এশার নামাজ পড়িয়া ঘরে গিয়া নফলে দাঁড়াইয়া ফজর করিয়া দিতেন। বিখ্যাত ছাহাবী তামীমে দারী (রাঃ) কোন সময় এক রাকাতে পুরা কোরান পড়িতেন আবার কোন সময় একটি আয়াত রাতভর পড়িতে থাকিতেন। হজরত শাদ্দাদ বিন আওছ (রাঃ) বিছানায় শুধু এপাশ ওপাশ ফিরিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকেন অবশেষে এই বলিয়া দাঁড়াইয়া বাইতেন যে হে খোদা ! জাহান্নামের ভয় আমার নিজাকে উড়াইয়া দিয়াছে, অতঃপর ফজর পর্যন্ত নামাজে লিপ্ত থাকিতেন। হজরত ওমায়ের (রাঃ) দৈনিক এক হাজার রাকাত নফল ও একলক্ষ বার তাহবীহ পাঠ করিতেন। বিখ্যাত তাবয়ী ওয়েছ করনী (রাঃ) স্বয়ং হজুর (ছঃ) যাহার প্রশংসা করিতেন এবং যাহার নিকট হইতে দোয়া নিবার জন্ত লোকদিগকে উৎসাহ দিতেন, তিনি বলিতেন অতঃপর করার রাত্রি অতএব সারা রাত্রি রুকুতে কাটাইয়া

দিতেন। আবার কোন রাতে বলিতেন অথ ছেজদা করিবার রাত্রি, তাই সারারাত ছেজদায় কাটাইয়া দিতেন। আল্লাহর ঐ সব বান্দার। সারা রাত মালিকের স্মরণে ছটফট করিয়া কাটাইয়া দিতেন। করিবার ভাষায়—

“আমাদের কাজই হইল সারা রাত্রি নাহবুকের স্মরণে কাটাইয়া দেওয়া, আর আমাদের নিজা হইল বন্ধুর স্মরণে বিভোর হইয়া যাওয়া।

হায়! তাঁহাদের জম্বা ও উৎকর্ষার সামান্যতম অংশ ও যদি এই নাপাক অধমকে দান করা হইত।

(২০) قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ غَافِرٌ زَوِيلٌ

অর্থঃ আপনি বলিয়া দিন আমার প্রভু আপন বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা রিজিকের প্রশস্ততা দিয়া দেন। আর বাকি ইচ্ছা অভাব এত্বে বানাইয়া দেন, এবং তোমরা যাহা খরচ কর তিনি উহার প্রতিদান দিবেন, বস্তুতঃ তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ রিজিক দাতা। (ছাঃ)

অর্থঃ-সম্পদ এবং দরিদ্রতা আল্লাহর তরফ হইতে আসে। কার্পণ্য ধন সম্পদ বাড়ায় না বা অধিক দান করিলে দরিদ্র আসে না বরং আল্লাহর রাস্তায় দান করিলে উহার প্রতিদান আথেরাতে ত পাইবেই অনেক সময় ছুনিয়াতে ও পাওয়া যায়। একটি হাদিছে আসিয়াছে হজরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ পাকের এরশাদ বর্ণনা করিতেছেন যে, হে আমার বান্দাগণ! আমি স্বীয় মেহেরবানীতে তোমাদিগকে দান করিয়াছি এবং তোমাদের কাছে বর্জ চাহিয়াছি, সুতরাং যে সন্তুষ্ট চিত্তে দান করিবে আমি ছুনিয়াতেও তাহাকে প্রতিদান দিব, পরন্তু আথেরাতে তার জন্ত ভাগ্যের ভদ্রিয়া রাখিব। আর যে খুশী খুশী দান করিবে না বরং আমার দেওয়া ধন আমি ছিনাইয়া লই, তখন সে যদি ধৈর্য ধারণ করে ও ছওয়ারের আশা রাখে তার জন্ত আমার রহমত অবশ্যস্বাবী, তার নাম

হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে লিখিব আর আমার দীদার তার জন্ত সহজ করিয়া দিব। আল্লাহ পাকের রহমতের কোন সীমারেখা নাই, স্বেচ্ছায় না দিলে জবরদস্তি কাড়িয়া নেওয়া হইলেও যদি ছবর করে তবুও উহার উপর প্রতিদান রাখিয়াছেন।

হজরত হাছান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবীয়ে করিম (ছঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা অপব্যয় ও কুপনতা না করিয়া যাহা তোমাদের পরিবার পরিজনদের জন্ত খরচ কর উহাই আল্লাহর রাস্তায় গণ্য হইবে। হজরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, মানুষ শরীয়ত সম্মত যাহাই ব্যয় করে আল্লাহর দরবারে উহার প্রতিদান সুনিশ্চিত, হ্যাঁ অট্টালিকা নির্মাণে বা পাপের কাজে ব্যয় করিলে উহার প্রতিদান নাই। তিনি আরও এরশাদ করেন পরোপকার ছদকা, মানুষ নিজের জন্ত, পরিবার পরিজনদের জন্ত, নিজ মান ইজ্জত রক্ষার জন্ত যাহা ব্যয় করে সবই ছদকা। হজরত আবু হোরায়ারা (রাঃ) হজ্জুরে পাক (ছঃ) এর এরশাদ বর্ণনা করেন—প্রতি দিন ছইজন ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন, একজন বলেন হে খোদা! যে ব্যক্তি ছহি তরীকায় ব্যয় করে তাহাকে প্রতিদান দাও। অপরজন বলে হে খোদা! যে সম্পদ আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহার মাল ধ্বংস করিয়া দাও।

ইহা পরীক্ষিত সত্য যে, যাহারা অকাতরে ছাখাওয়াত বা দান করে আল্লাহর দানের দরওয়াজা তাহাদের জন্ত খোলা হইয়া যায় আর যাহারা বখিলি করিয়া শুধু জমা করিতে থাকে অসমানী বাংলা, রোগ ব্যাধি, মানমা মোকদ্দমা ও চুরি ইত্যাদিতে তাহাদের কয়েক বৎসরের সঞ্চিত ধন সম্পদ নিমেষে শেষ হইয়া যায়। আর যদি কাহারও অনেক আমল বা নেক নিয়তির বরকতে আকস্মিক কোন বিপদ আসিয়া তাহার সম্পদ নষ্ট নাও করিয়া ফেলে তবু কিন্তু তাহার অর্থব উত্তরাধীকারীরা পিতার সারা জীবনের ধনরাশী কয়েক মাসের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

হজরত আহম্মা (রাঃ) কে প্রিয়নবী (ছঃ) অধিযত করেন, হে আহম্মা খুব খরচ কর, গুনিয়া গুনিয়া দান করিও না তবে আল্লাহ পাকও তোমাকে গুনিয়া গুনিয়া দান করিবেন, এবং জমা করিয়া রাখিও না



তা হইলে তিনিও তোমার দান করাকে স্থগিত করিয়া দিবেন। তোমার সাধ্যমত দান করিতে থাক। একবার হজুর (ছঃ) হজরত বেলালের ঘরে তাশরীফ নিয়া দেখিলেন তথায় খেজুরের স্তূপ পড়িয়া আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন, বেলাল ইহা কি? তিনি বলিলেন ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্ত রাখিয়াছি। হজুর (ছঃ) কহমাইলেন তুমি কি ভয় কর না যে, ইহার ধূঁয়া দোজখের আগুনে দেখিবে। বেলাল। বেশী করিয়া খরচ কর, আরণের মালিকের পক্ষ হইতে কম হওয়ার আশংকা করিও না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই হাদীছে আপাম জরুরতের জন্ত সক্ষম করার উপরও নারাজী ও দোজখের ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, অবশ্য ইহা হজরত বেলালের মত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের বেলায় প্রযোজ্য, সাধারণ লোকদের জন্ত নহে। ইহাকেই বলা হয় ‘হাছানা-তুল আবরাহে ছায়োয়াতুল মোকাররাবীন’ অর্থাৎ সাধারণ নেক বান্দাদের জন্ত যাহা ছওয়াবের কাজ, আল্লাহর মাকবুল বান্দাদের জন্ত উহাও দোষণীয়। যাহা হউক মাল জমা করার বস্তু নহে, উহার সৃষ্টিই হইল খরচ করার জন্ত, নিজের উপর হউক বা অপরের উপর, নেক নিয়তে মাল আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করার শুভ পরিণাম অবশ্যস্বাবী, আর যেখানে বদনয়িত, লোক দেখানো, বা ছনিয়াবী স্বার্থের জন্ত ব্যয় করা হয় সেখানে নেকী বরবাদ গোনাই লাজেম, বরকতের ত প্রশ্নই নাই।

(২১) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَآتَوْا زَكَاةً مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَهُمْ لَا يُبْتَغُونَ

تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ لِيُؤْتُوا لَهُمُ الْجَوَارِحَ وَيَزِيدَهُم مِّنْ

فَضْلِهِ إِنَّهُمْ يَغُفُّونَ شُكْرًا

অর্থঃ “নিশ্চয় যাহারা কোরান তেলাওয়াত করে ও নামাজ কায়েম করে এবং আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে গোপনে ও প্রকাণ্ডে

দান খয়রাত করে তাহারা এমন ব্যবসায়ের আশা করিতে পারে যাহার কোন ঘাটতি নাই। ইহা এইজন্য যে আল্লাহ পাক তোমাদের বদলা পুরা পুরা দান করিবেন এবং স্বীয় মেহেরবানীর দ্বারা তাহাদিগকে আর ও অধিকতর দান করিবেন নিশ্চয় তিনি কমাশীল ও কাজের মর্যাদা দানকারী।”

হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন ঘাটতিমুক্ত ব্যবসায়ের অর্থ হইল জ্ঞানাত। যাহা ধ্বংসও হইবে না বিকৃতও হইবে না। “স্বীয় মেহেরবানীতে আর ও অধিকতর দান করিবেন” মোফাচ্ছেরীনগণ ইহার অনেক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ বস্তু হইল আল্লাহর রেজামন্দীর ঘোষণা এবং বারংবার আল্লাহর দীদার নছীব হওয়া। এত বড় দৌলত কত সহজ পন্থায় লাভ করা যায়। বেশী বেশী ছদকা খয়রাত করিলে, নিয়মিত নামাজ আদায় করিলে ও বেশী বেশী তেলাওয়াত করিলে। এইসব আমল ছনিয়াতেও অপূর্ব লজ্জতের সামগ্রী। এ সম্পর্কে কতিপয় ঘটনা ফাজায়েলে কোরান নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(২২) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

অর্থঃ “যাহারা আপন প্রভুর হুকুম মান্য করিয়াছে ও নামাজ কায়েম করিয়াছে আর তাহাদের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপোষ পরামর্শের সহিত হইয়া থাকে এবং আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে তাহারা দান খয়রাত করে” (তাহাদের জন্ত খোদার দরবারে যেই সব সামগ্রীর ব্যবস্থা রহিয়াছে উহা ছনিয়ার নাজ নেয়ামত হইতে সহস্র গুণে উত্তম)।

এই আয়াতে খোলাফায়ে রাশেদীন বরং হযরত হাছান হোছায়েন পর্যন্ত সকলের বিশেষ বিশেষ আখলাক ও চরিত্রের প্রতি ধারাবাহিক ভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। যদিও ইশারার ইঙ্গিতে খোলাফাদের জন্ত সংরক্ষিত নেয়ামতের বর্ণনা রহিয়াছে তবুও ঐ সমস্ত গুণাবলী যাহারা অর্জন করিবে তাহারাও উহার অধিকারী হইবে। আফছোহ! আমরা মুহলমানেরা যদি কোরান হাদীছের নির্দেশ মোতাবেক চরিত্র গঠন করিতাম। কিন্তু ছুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের

আমল আখলাক এত নিম্নস্তরে পৌঁছিয়াছে যে অমুহলিমরা ইসলামকে ঘৃণা করে, তাহারা জানে না যে আজ ইছলামের সহিত মুছলমানদের সম্পর্ক খুব কমই রহিয়াছে, তাহারা মুছলমানের যেই চরিত্র দেখে উহাকেই ইসলামী আখলাক মনে করে। আল্লাহর দরবারেই যাবতীয় করিয়াদ !!

### নফল ছদকা পাওয়ার উপযুক্ত কারা ?

(৩০) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অর্থ : “এবং তাহাদের ধন সম্পদে ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত সকলেরই হক রহিয়াছে।”

হজরত এবনে আব্বাহ (রাঃ) বলেন, তাহাদের মালের মধ্যে হক রহিয়াছে অর্থাৎ জাকাত ছাড়াও তাহারা ধন সম্পদ আল্লীর স্বজনকে দান করে মেহমানদের মেহমানদারী করে আর নিঃস্ব বঞ্চিত লোকদের সাহায্য করে। হজরত মোজাহেদ এবং ইব্রাহিমও বলেন হক অর্থ জাকাত ছাড়া। অতঃ সব নফল ছদকা ! এবনে আব্বাহ (রাঃ) বলেন বঞ্চিত ঐ ব্যক্তি যে ছনিয়াকে চায় অথচ ছনিয়া তাহাকে চায় না আর লোকের নিকট সে সাওয়ালও করে না। অতঃ হাদীছে আছে বঞ্চিত ঐ ব্যক্তি যার বায়তুল মালে কোন অংশ নাই। আয়েশা (রাঃ) বলেন বঞ্চিত ঐ ব্যক্তি যাহার উপার্জন তাহার পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়। হজরত আবু কোলাবা (রাঃ) বলেন ইয়ামামার মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বস্ত্রায় সর্বহারা হইয়া গিয়াছিল, একজন ছাহাবী বলেন এই ব্যক্তিকেই বলা হয় মাহরুম, বঞ্চিত, উহার সাহায্য করা উচিত। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন মিছকীন ঐ ব্যক্তি নয়, যে ছই একটি লোকমার জন্ত দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া ফিরে বরং মিছকীন ঐ ব্যক্তি যার নিকট প্রয়োজন মিটে পরিমাণ মাল নাই, তার অবস্থা লোকেও জানে না যে সাহায্য করিবে, এই ব্যক্তিই প্রকৃত মাহরুম বঞ্চিত। হজরত কাতোমা বেত্তে কয়েছ (রাঃ) উক্ত আয়াত সম্পর্কে হজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলে হজুর বলেন মালের মধ্যে জাকাত ছাড়াও অন্যান্য হক রহিয়াছে। তারপর হজুরে পাক (ছঃ) লাইহাল বেররা —এই আয়াত পাঠ করেন যার মধ্যে জাকাতের ভিন্ন বর্ণনা এবং মিছকীনদের সাহায্যের ভিন্ন বর্ণনা আসিয়াছে যাহার মধ্যে এইরূপ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে যে শুধু জাকাতের উপর নির্ভর করা উচিত নয় বরং বেশী বেশী করিয়া নফল ছদকাও করা উচিত ! কিন্তু

বর্তমান জামানায় ত আমরা জাকাত কেও বিপদ মনে করিয়া থাকি অথচ বিয়ে শাদী খাতনা বা জন্ম তিথিতে বাড়ী বন্দক রাখিয়াও খরচ করিতে পারি যেখানে ছনিয়াতে মাল বরবাদ আখেরাতে পাপের বোঝা।

### উত্তরাধীকার সূত্রে পাওয়া মাল হইতে দান করার নির্দেশ

(২৪) اِمْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ

مِمَّا تَخْلُفُوْنَ فِيْهِ ذٰلِكَ يَنْزِلُ اِلَيْكُمْ وَاَنْفِقُوا لَكُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁহার রাসুলের উপর ঈমান আন, এবং উত্তরাধীকার সূত্রে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে যাহাদের মালের উপর স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন সেখান হইতে দান কর।

বস্তুত : তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়াছে তাহাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রহিয়াছে।

ফায়েদা : স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন তাহার অর্থ হইল এই যে, ধন সম্পদ প্রথমে অতঃ কাহারও নিকট ছিল, কিছু দিনের জন্য তোমাকে দান করা হইয়াছে, তোমার চক্ষু বন্ধ হইলে আবার অতঃ হাতে চলিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় উহাকে জমা করিয়া রাখা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিশ্বাস ঘাতক ধন দৌলত স্থায়ীভাবে না কাহারও হাতে রহিয়াছে না কাহারও হাতে থাকিবে। সুতরাং বড়ই ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে উহাকে স্থায়ীভাবে নিজের কাছে লাগাইবার ফিকিরে লাগিয়াছে, অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিয়াছে, যেখানে না ধ্বংস হইবার আশংকা রহিয়াছে না চুরি ডাকাতির ভয় রহিয়াছে। ছনিয়াতে থাকিলেই হাজার আশংকা। যার অসংখ্য প্রমাণ চোখের সামনে বিদ্যমান। অতঃ যার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিরাট জমিদারী, অগণিত সাজ সরঞ্জাম রহিয়াছে নিমেষে উহা অতঃ হস্তগত হইয়া যায়। আফছোছ ! তবুও উহা হইতে আমরা শিক্ষা লাভ করি না।

(২৫) وَمَا لَكُمْ اَنْ لَا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ

مَّرَاثُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ - لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَنْ

أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلْ أُولَئِكَ أَكْثَرُكُمْ دَرَجَةً  
مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ  
الْحَسَنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

**অর্থ :** এবং তোমাদের কী হইল যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতেছে না, অথচ আসমান জমিনের সবই ত আল্লাহর সম্পত্তি। যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে ও জেহাদ করিয়াছে তাহারা কখনও সমান নহে ঐ সমস্ত লোকের যাহারা পরে খরচ করিয়াছে ও জেহাদ করিয়াছে। প্রথমোক্ত লোকেরা সর্ব শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, এবং আল্লাহ তায়ালা উভয় দলের জন্যই ছওয়াবের ওয়াদা করিয়া রাখিয়াছেন। তবে আল্লাহ পাক তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকুফহাল।

আল্লাহ পাকের সম্পত্তি হওয়ার অর্থ হইল—এই দুনিয়ার সমস্ত লোক যখন একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে তখন যাবতীয় ধনসম্পদের একমাত্র তিনিই মালিক থাকিয়া যাইবেন। কাজেই সবাইকে যখন সব কিছু ছাড়িয়াই যাইতে হইবে তখন নিজের হাতে থাকিতে কেন খরচ করিবে, না। আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে যাহারা মক্কা বিজয়ের আগে খরচ করিয়াছে ও যাহারা পরে খরচ করিয়াছে উভয়ে সমান নহে অর্থাৎ ইছলামের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন যখন অধিক ছিল তখন যাহারা জান ও মাল নিয়া আগাইয়া আসিয়াছে, তাহাদের সমকক্ষ পরবর্তী কালে সাহায্যকারীরা হইতে পারে না।

(২৬) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ

لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ (হাদিদ)

**অর্থ :** “কে আছে এমন যে আল্লাহ তায়ালাকে কর্জে হাছানা দিবে? অঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহার ছওয়াবকে বহুগুণে বর্ধিত করিবেন এবং তাহার জন্য সম্মানিত পরিণামের ব্যবস্থা রহিয়াছে।” পক্ষম আয়াতের মর্মও প্রায় ইহাই ছিল। বারংবার বলার উদ্দেশ্য হইল

আজই ব্যয় করার সময়। যত্নের পর আকছোছ ব্যতীত আর কোন ফায়দা নাই।

(২৭) إِنَّ الْمَصْدَقَيْنِ وَالْمَصَدَقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا - يضاعف لهم ولهم أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ (হাদিদ)

**অর্থ :** “নিশ্চয় ছদকা দাতা পুরুষ ও ছদকা দাতা নারীগণ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়ালাকেই কর্জে হাছানা দিয়া থাকে। তাহাদের ছওয়াব বহুগুণে বর্ধিত করিয়া দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের জন্য সম্মান জনক পরিণামের ব্যবস্থা রহিয়াছে।”

অর্থাৎ যাহারা দান খয়রাত করে তাহারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়ালাকেই কর্জ দিয়া থাকে। কেননা ইহাও কর্জের মতই দাতার হাতে আসিয়া পৌঁছে এবং ইহা বহুগুণে বর্ধিত হইয়া দাতার ভীষণ প্রয়োজনের সময়ই তাহার কাছে আসিবে, মার্বিষ বিয়ে-শাদী, ছফর বা অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য অল্প অল্প করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখে। ছেলে মেয়ের বিয়ের জন্য চিন্তা ফিকিরে লাগিয়া থাকে। সুযোগ সুবিধা মত কিছু কিছু কাপড় চোপড় সংগ্রহ করিতে থাকে এই আশায় যে সময় মত অধিক বেগ পাইতে না হয়। অথচ আখেরাত এত মহাসংকটপূর্ণ যে সেখানে না আছে কোন কেনা কাটা, না আছে ভিক্ষাবৃত্তি, না আছে কোন ধার কর্জ। এমন কঠিন দিনের জন্য যত বেশী সম্ভব সঞ্চয় করা বহু হ্রদশিতার পরিচায়ক। এখানে অল্প অল্প করিয়া দান করিলেও টেরও পাওয়া যায় না অথচ সেখানে পরিতাকার হইয়া দাঁড়াইবে।

**পবিত্র কোরআনে আনছারদের প্রশংসা**

(২৮) وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْآيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
يَهْبُونَ مِنْ هَاجِرِ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً  
مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ  
وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (حشر)

**অর্থ :** “যাহারা দারুল ইছলাম অর্থাৎ মদীনায়ে মোনাওয়ারায়

মোহাজেরগণের আগমনের পূর্ব হইতে ঈমান নিয়া অবস্থান করিতেছিল। তাহারা এত ভাল লোক যে তাহাদের নিকট যাহারা হিজরত করিয়া আসে তাহাদিগকে মহব্বত করে। এবং মোহাজেরদিগকে কিছু দান করা হইলে তাহাদের মনে কোন সংকীর্ণতা আসে না বরং নিজেরা ভীষণ উপবাস থাকিয়াও মোজাহেরদিগকে অগ্রাধিকার দান করে। বস্তুতঃ লোভ লালসা হইতে যাহারা মুক্ত তাহারাই কামিয়াব। উপরের আয়াতে বায়তুল মালে যাহারা অংশীদার তাহাদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তছপরি আনছারদের আদর্শ চরিত্রাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথমতঃ আনছারগণ মাতৃভূমি মদিনায় থাকিয়া ঈমান ও সংগণাবলী সমূহ অর্জন করেন, যাহা স্বাভাবিকভাবে ঘরে বসিয়া সম্ভব হয় না, দ্বিতীয়তঃ আনছারগণ মোহাজেরদিগকে অপরিসীম ভালবাসিতেন, যাহার অনেকগুলি ঘটনা হেকায়াতে ছাহাবা নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করা যাইতেছে।

যখন হুজুরে আকরাম (ছঃ) হিজরত করিয়া মদিনায়ে মোনাওয়ারায় তাশরীক নিয়া গেলেন। তখন আনছার ও মোহাজেরদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব কয়েম করাইয়া দেন। কেননা মোহাজেরগণ ছিলেন বিদেশী। আর আনছারগণ ছিলেন স্থানীয়। প্রিয় নবী (ছঃ) কি সুন্দর ব্যবস্থা করেন, যেহেতু একজনের জ্ঞাত একজনের খবর খবর নেওয়া বড়ই সহজ। এই প্রসঙ্গে হজরত আবদুর রহমান বিন আওপ (রাঃ) আপন কেছা এই ভাবে বর্ণনা করেন—

আমরা যখন মদীনা শরীফে হিজরত করিয়া গেলাম তখন হুজুর (ছঃ) আমার সহিত হজরত ছায়াদ বিন বারী (ছঃ) মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া দেন। ছায়াদ বিন বারী (রাঃ) বলেন আমি আনছারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী লোক, আমার সম্পত্তি হইতে অর্ধেক আপনি নিয়া নিন আর আমার দুই বিবি রহিয়াছে তন্মধ্যে আপনি যাহাকে পছন্দ করেন তাহাকে তালাক দিয়া দিব। ইদ্রত পুরা হইবার পর আপনি তাহাকে শাদী করিয়া লইবেন।

এজিদ বিন আছাম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আনছারগণ রাছুলে আকরাম (ছঃ)-এর খেদমতে এই প্রস্তাব পেশ করেন যে, আমাদের

সাবতীয় ভূসম্পত্তি মহাজের ভাইদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিয়া দেওয়া হউক। প্রিয় নবী (ছঃ) এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন তাহাদেরকে ভূমি দেওয়া হইবে না বরং তাহারা তোমাদের সহিত ক্ষেতখামারে কাজ করিবে, কৃষি কর্মে তোমাদের সাহায্য করিবে এবং ফসলের মধ্যে তাহারা অংশ পাইবে। দ্বীনের নেছবতে এই ভাবে পরস্পর বন্ধুত্বের বন্ধন বর্তমান জমানায় কল্লনাও করা যায় না। খোদার কি মহিমা, মহানুভূতি ও আত্মত্যাগ যেই জাতির বৈশিষ্ট ছিল আজ তাহারা স্বার্থপরতার শৃংখলে আবদ্ধ। অস্তুর গলা কাটিয়া হইলেও নিজের সুখ শান্তিই তাহাদের কাম্য।

জনৈক বুজুর্গের স্ত্রী অত্যন্ত বদমেজাজী ছিল। কেহ তাহার স্ত্রীকে ‘তালাক দেওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বলেন আমার ভয় হইতেছে সে অস্ত্র কাহারও স্ত্রী হইয়া সেই লোকটাকে কষ্ট দিবে। কত বড় সুন্দরদর্শিতা? বর্তমান যুগে আমাদের কাহারও পক্ষে কি ইহা সম্ভব?

বর্ণিত আয়াতে আনছারদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, মোহাজেরদিগকে গনিমতের মাল ইত্যাদিতে কোন অগ্রাধিকার দেওয়া হইলে আনছারদের মনে কোন ইর্ষা হইত না। হাছান বছরী (রাঃ) বলেন মোহাজেরদের অগ্রাধিকারের ব্যাপারে আনছারদের মনে কোন হিংসা ছিল না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য তাহাদের এই ছিল যে তাহারা দারুণ অভাব অনটনের মধ্যে ও নিজেদের উপর অস্ত্রদেরকে প্রদাত্য দিতেন। এই সব ঘটনাবলী দ্বারা ইসলামের ইতিহাস ভর্তী। (হেকায়াতে ছাহাবা দ্রষ্টব্য) আয়াতের শানে হুজুরে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

### মেহমানদারীর অপূর্ব ঘটনা

একবার জনৈক কুখ্যাত ব্যক্তি আসিয়া প্রিয় নবীর খেদমতে স্বীয় ক্ষুণ্ণিপাসার অভিযোগ করিল। হুজুর (ছঃ) প্রথমে সমস্ত বিবিদের ঘরে সন্ধান লইলেন কিন্তু কোথাও কোন খাবার পাইলেন না, হুজুর (ছঃ) উপস্থিত ছাহাবাদেরকে লোকটার মেহমানদারী করার জ্ঞাত উৎসাহ দিলেন, তখন আবু তালহা নামীয় ছাহাবী সাড়া দিয়া তাহাকে ঘরে নিয়া গেলেন ও বিবিকে বলিলেন ইনি আমার প্রিয় নবীজীর মেহমান, কোন কিছু না লুকাইয়া তাহার উপযুক্ত মেহমানদারী করিও

বিবি বলিলেন ঘরেত ছেলেদের খাওয়ার মত কিছু খাবার ছাড়া অণু কিছুই নাই। হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন ছেলেদেরকে কুসলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দিও, তারপর আমরা যখন খাইতে বসিব, ঠিক করার ভান করিয়া তুমি চেরাগটা নিভাইয়া দিও এই ভাবে অন্ধকারে মেহমান খাইতে থাকিবেন ও আমরা শুধু মুখ নাড়া চাড়া করিব, ব্যাপারটা তাহাই হইল। তোর বেলায় আবু তালহা যখন হুজুর (ছঃ) এর দরবারে হাজির হইলেন সুসংবাদ শুনিলেন যে, আল্লাহ পাক মিয়া বিবির এই ভানকে খুবই পছন্দ করিয়াছেন ও তাহাদের শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তারপর আল্লাহ পাক বলেন যাহারা লোভ-লালসা হইতে মুক্ত, তাহারা কামিয়াব। **ش** শোহ শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বভাব জাত লোভ এবং কুপণতা, উহা নিজের মালেও হইতে পারে অপরের মালেও হইতে পারে। আবু হুন্না বিন্ মাছউদের খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল আমার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন কি ব্যপার! লোকটি বলিল আল্লাহ পাক বলিতেছেন যাহারা শোহ হইতে মুক্ত তাহারা কামিয়াব, আমার মধ্যে কিন্তু সেই রোগ রহিয়াছে কারণ আমার দিল চায় না যে আমার নিকট হইতে কোন জিনিস চলিয়া যাক। হযরত এবনে মাছউদ (রাঃ) বলেন ইহা শোহ নহে বরং ইহা হইল কুপণতা, কারণ শোহ হইল অণুর সম্পদ অণুর ভাবে প্রাস করা। এবনে ওমর (রাঃ) বলেন মালের উপর লোভ হওয়ার নামই হইল শোহ। হুজুরত তালহা (রাঃ) বলেন কুপণতা হইল যে নিজের মাল খরচ না করে, শোহ হইল যে অপরের মালেও কুপণতা করে অর্থাৎ অপরের খরচ করাটাও তার মন বরদাশত করিতে চায় না। একটি হাদীছে আছে যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে শোহ হইতে মুক্ত, যে মালের জাকাত আদায় করে, মেহমানদারী করে এবং বিপদের সময় লোকের সাহায্য করে। একটি হাদীছে আছে শোহ ইছলামকে যেইরূপ ক্ষতি পৌছায় অণু কোন বস্তু তা পারে না। হাদীছে আছে খোদার রাস্তার ধুলি ও দোজখের ধূয়া এক পেটে জমা হইতে পারে না আর ঈমান ও শোহ কাহার ও অন্তরে একত্রিত হইতে পারে না। হাদীছে আসিয়াছে তোমরা জুম্ম হইতে বাঁচিয়া থাক, কেননা উহা রোজ কেয়ামতে ভীষণ অন্ধকারে

পরিণত হইবে এবং শোহ হইতে বাঁচ কেননা উহাই আগের উম্মত গণকে ধ্বংস করিয়াছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, মহররম নারীদের সহিত ব্যভিচার করাইয়াছে অণুকে হত্যা করিতে বাধ্য করিয়াছে। হুজুরত আনাছ (রাঃ) বলেন এক ব্যক্তির এতেকাল হইলে কেহ বলিল সে-ত জানাতী। হুজুর (রাঃ) ফরমাইলেন তাহার সব অবস্থা কি তোমাদের জানা আছে? হযরত সে এমন বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে যাহা অনর্থক অথবা এমন বস্তু লইয়া বখিলী করিয়াছে যাহা তাহার কোন কাজে আসে নাই। কোন কোন হাদীছে ইহা অহদ যুদ্ধের জনৈক শহীদ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে সামান্ততম জিনিস দ্বারা কুপণতা বা লোভ করাও মারাত্মক অপরাধ।

**মৃত্যুর সময়ে আল্লাহর দরবারে বান্দার আখেরী করিয়াদ**

(২৯) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا**  
**أَوْلَادُكُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاِلكَ ذِلكَ**  
**الْخَسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ**  
**أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ**  
**قَرِيبٍ ذَا صَدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ**  
**ذُنُوبًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**

**অর্থ :** “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমাদিকে যেন আল্লাহর জিকির হইতে গাফেল না করে, যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই নোকসান উঠাইবে। আর আমি যাহা দান করিয়াছি মৃত্যুর আগেই উহা হইতে দান করিয়া লও কারণ যখন মৃত্যু আনিয়া পড়িবে তখন বলিতে থাকিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে একটুখানি সময় কেন দিলে না? তাহা হইলে আমি (আমার ধন দৌলত) ছদকা করিয়া দিতাম এবং নেক

লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইতাম। অথচ আল্লাহ পাক কাহারও মৃত্যুর সময় আসিয়া গেলে কখনও উহাকে আর পিছাইয়া দেন না, তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। (ছুরে গোনাফেকুন)

ধন সম্পদ ও আওলাদ ফরজনের সম্পর্ক অনেক সময় মানুষকে আল্লাহর হুকুম পালন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে। অথচ মানুষের জানা নাই যে, কোন্ মুহর্তে তাহাকে সর্বহারা করিয়া চৌ মারিয়া নিয়া যাওয়া হইবে, কাজেই সময় থাকিতে যাহা করিবার এখনই করিয়া লও।

প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করমাইয়াছেন যাহার নিকট হুজ্ব করিবার মত মাল আছে অথচ হুজ্ব করিল না আর যাহার উপর জাকাত করজ হইয়াছে অথচ জাকাত দিল না সে মৃত্যুর সময় ছুনিয়াতে ফিরিয়া আসার জন্য প্রার্থনা করিবে। কেহ হজরত এব্নে আব্বাসকে (রাঃ) প্রশ্ন করিল ছুনিয়াতে ফিরিয়া আসার আকাঙ্ক্ষা তো কাকের করিবে, তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন ইহাত মুসলমানের শানে নাজেল হইয়াছে। কোরানে পাকে বারংবার বলা হইয়াছে যত্ন মানুষের নিদিষ্ট সময়ে আসিবেই, বিন্দু মাত্রও এদিক ওদিক হইবে না, অথচ মানুষ পরিকল্পনা করে যে অমুক জিনিস দান করিব, অমুক জমি ওয়াকফ করিব, অমূকের নামে অছিয়ত করিব, কিন্তু তার পরিকল্পনা শেষ হইতে না হইতেই সুইচ টিপিয়া দেওয়া হয় আর সে চলা অবস্থায় অথবা শোয়া অবস্থায় বিদায় হইয়া যায়। কাজেই পরিকল্পনা ও পরামর্শে সময় নষ্ট না করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব খোদাই ব্যাকে জমা করিয়া দেওয়াই উত্তম।

(৩০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ

مَا قَدَّمَتْ لِقَاءِ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (حشر)

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই যেন চিন্তা করিয়া দেখে যে আগামী কালের জন্য সে অগ্রিম কি পাঠাইয়াছে। আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয় তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আর তোমরা ঐসব লোকের মত হইও না যাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে যার ফলে আল্লাহ তায়ালা ও তাহাদিগকে আত্মভোলা করিয়া দিয়াছেন। তাহারাই ফাছক। জাহান্নামী এবং জান্নাতীরা এক হইতে পারে না, কারণ জান্নাতীরাই এক মাত্র কামিয়াব।

ফায়দাঃ আল্লাহ পাক তাহাদিগকে আত্ম ভোলা করিয়া দিয়া ছেন তার অর্থ হইল এই যে, তাহারা এইরূপ কাওজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে যে, নিজের ভাল মন্দও বুঝিতে পারে না, আর যা ধংসকারী তাহাই অবলম্বন করে। হজরত জারীর (রাঃ) বলেন আমি ছুপুর বেলায় প্রিয় নবী (ছঃ) এর খেদমতে হাজির ছিলাম। এমতাবস্থায় মোযার গোত্রের নগ্ন পদ, নগ্ন দেহ ও ক্ষুণ্ণ পিপাসায় কাতর একদল লোক হাজির হইল, তাহাদের মুখমণ্ডলে দুরাবস্থার লক্ষণ দেখিয়া দয়ার সাগর নবীজির চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বিবি ছাহেবানদের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। সেখানে কিছু না পাইয়া আবার মসজিদে আসিয়া হজরত বেলালকে বলিলেন আজান দাও। তারপর জোহরের নামাজ পড়িয়া মিশরে উঠিয়া আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিলেন ও কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন তন্মধ্যে উপরের আয়াতটি ও ছিল। অতঃপর হজুর (ছঃ) করমাইলেন তোমরা এমন সময় আসিবার আগে আগেই ছদকা কর যখন আর ছদকা করিতে সক্ষম হইবে না, যে যাহা পার চাই দীনার হউক; দেহরাম হউক কাপড় হউক, গম হউক বা ঘব হউক অথবা খেজুর হউক ছদকা করিতে থাক। এমনকি খেজুরের একটা টুকরা হইলেও ছদকা কর। জনৈক আনছারী খুব ভারী এক থলে খেজুর নিয়া হাজির হইলেন, হজুরের চেহারায় আনন্দের আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন যে কেহ কোন নেক কাজ শুরু করিয়া দিবে তার ছওয়াবত সে পাইবে তত্পরি তার দেখাদেখি যত লোক দান করিবে সেই পরিমাণ ছওয়াব ও সে লাভ করিলে। অথচ তাহাদের ছওয়াব ও



কম হইবে না। তদ্রূপ কেহ পাপ কাজ আরম্ভ করিলেও তার পাপ ছাড়াও তার অনুগামীদের পাপও তার আমল নামায় লেখা যাইবে, অথচ তাদের পাপও কম হইবে না। তার পর সবাই চলিয়া গেল ও একে একে কেহ আশরাকী কেহ দেহান, কেহ খাদ্য আবার কেহ কাপড় ছোপড় নিয়া হাজির হইল, এইভাবে দ্রব্য সামগ্রী ছই স্তপ জমা হইয়া গেল। হুজুর (হঃ) মোমার বংশীয় লোকদের মধ্যে সব বর্কন করিয়া দিলেন।

অন্য এক হাদীছে প্রিয় রাছুল (হঃ) এরশাদ করেন, হে মানুষ তোমরা নিজের জন্ত আগাম কিছু পাঠাইয়া দাও। এমন এক দিন আসিবে যখন তোমাদের ও আল্লাহ তালায়ালার মাঝখানে কোন পর্দা থাকিবে না, কোন প্রকার দোভাষী থাকিবে না। তিনি বলিবেন তোমাদের নিকট কি আমার রাছুল এবং আহকাম আসে নাই? আমি কি তোমাদিগকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল দান করি নাই? তুমি অগ্রিম কি পাঠাইয়াছ? প্রশ্ন শুনিয়া সে এদিক ওদিক অসহায় অবস্থায় দেখিতে থাকিবে। কিছুই নজরে আসিবে না, চোখের সামনে শুধু ভয়ংকর দোজখই দৃষ্টি গোচর হইবে। সুতরাং তোমরা সেই দোজখ হইতে এক টুকরা খেজুর ছদকা করিয়া হইলেও বাঁচিতে চেষ্টা কর।

ভয়ানক দৃশ্য, কঠিন জিজ্ঞাসা, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, প্রতি মুহূর্তেই উহাতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশংকা। তখন আকছোহ করিবে হার। ছুনিয়াতে সর্বস্ব কেন আল্লাহর রাস্তায় বিলাইয়া আসিলাম না। আজ খরচ করিতে হাত অগ্রসর হয় না, কিন্তু চক্ষু যখন বন্ধ হইয়া যাইবে তখন যাবতীয় প্রয়োজন খতম হইয়া একটি মাত্র প্রয়োজন থাকিবে। তাহা হইল জাহান্নামের ভীষণ আজাব হইতে আশ্রয়লাভ করার প্রয়োজন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) একদিন খোতবার মধ্যে এই আয়াত—

وَلَا تَكُونُوا الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَاُنْسَاهُمْ اَنْفُسُهُمْ ۝

পাঠ করিয়া বলিলেন কোথায় তোমাদের ঐসব ভাই সকল রাহাদিগকে তোমরা চিনিতে জানিতে, নিজ নিজ কাজ শেষ করিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে। যদি তাহারা সৎকাজ করিয়া থাকে তবে তার

সুফল ও ভোগ করিতেছে। কোথায় সে অত্যাচারী রাজা বাদশারা বাইরা বড় বড় শহর ও আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিল আজ তাহারা পাথরের তলায়, টিলার নীচে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহা আল্লাহ পাকের কালাম বাহার সৌন্দর্যের শেষ নাই, বাহার আলোর কোন অন্ত নাই, উহা হইতে আলো সংগ্রহ কর, আধার দিনে কাজে আসিবে, উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। আল্লাহ পাক কোন এক দলের প্রশংসায় বলিয়াছেন—

كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا  
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ۝ (انبیاء)

“তাহারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করিত, আশা ও ভয়ভীতি সহকারে আমাদের ডাকিত ও আমার সামনে জড়সড় হইয়া যাইত”। যেই কথায় আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে না এমন কথায় কোন সার্থকতা নাই। যে সম্পদ খোদার রাস্তায় ব্যয় হইবে না উহার কোন মূল্য নাই, যেই লোকের ধৈর্য তাহার রাগের উপর জয়যুক্ত নয় সে উত্তম লোক নয়, আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মোকাবেলায় কাহার ও অপবাদে পরওয়া করে সেও ভাল লোক নয়।

(৩৫) اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فَتَنَةٌ - وَاللَّهُ مَعْدَةٌ اَجْرٍ

عَظِيمٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمِعُوا وَاَطِيعُوا وَانْفِقُوا

خَيْرًا لَا نَفْسَكُمْ وَمَنْ يُوَقِّ شَحْمَ نَفْسِهِ ذَاوَلِكِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

অর্থঃ “তোমাদের ধন দৌলত এবং সন্তানগণ তোমাদের জন্ত পরীক্ষার বস্তু। (যাহারা উহাতে লিপ্ত হইয়াও আল্লাহকে স্মরণ রাখে) আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রহিয়াছে। সুতরাং সাধ্যানুসারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁহার কথা স্মরণ কর তাঁহার আদেশ মানিয়া চল, তাঁহার পথে খরচ কর, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম।

বাহারা নফছের লোভ লালসা হইতে মুক্ত উহারাই একমাত্র কামিয়াব।”

কুপনতার উচ্চস্তরের নাম শোহ। মাল দৌলত পরীক্ষার বস্তু হওয়ার অর্থ হইল কাহারো উহাতে লিপ্ত হইয়া আল্লাহর হুকুম মত চলে ও তাঁহাকে স্মরণ করে, আর কাহারো আল্লাহকে ভুলিয়া যায়। আমাদের সামনে প্রিয় নবীর জীবন্ত আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহার নয় বিবি ও আওলাদ ফরজন্দ ছিল। ছাহাবাদের মধ্যে হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন আমার নাতি পোতার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমি নিজ হস্তে ১২৫ জন সন্তান কবরস্ত করিয়াছি। জীবিতরা-ত আছেই। এতসব সন্তেও সর্বাধিক হাদীছ রেওয়ায়েত কারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। জেহাদে শরীক হইতেন। এত বেশী আওলাদ তাঁহাকে না এলেম হইতে ফিরাইয়াছে না জেহাদ হইতে। হজরত যোবায়ের (রাঃ) শাহাদাত কালে নয় বেটা নয় বেটা চার বিবি বহু নাতি রাখিয়া যান কোন চাকরী করেন নাই অথ-কোন ফিকির ছিল না, শুধু জেহাদেই জীবন কাটাইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের প্রশংসায় আল্লাহ পাক বলেন—

“তাহারা এমন লোক সাহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহর জিকির, নামাজ, জাকাত ইত্যাদি হইতে গাফেল করিতে পারে না, তাহারা এমন দিনকে ভয় করে যেই দিন মানুষের দিল ও চক্ষু উলট পালট হইয়া বাইবে। উহার পরিণামে আল্লাহ পাক তাহাদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিবেন এবং স্বীয় মেহেরবাণীতে অতিরিক্ত ও দান করিবেন।”

উক্ত আয়াত শরীফের তাফ্‌ছীরে বলা হইয়াছে যে ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের ব্যবসা আল্লাহর স্মরণ হইতে ফিরাইত না, নামাজের জন্ত দৌড়াইতেন।

(৩১) <sup>اِنَّ تَقْرُضَ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ</sup>

<sup>وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ - عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ</sup>

অর্থ : “যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে কর্জে হাছানা দাও তবে তিনি তোমাদের জন্ত উহা বহুগুণে বাড়াইয়া দিবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ তিনি বান্দার কাজের বেশী বেশী

কদর করেন এবং বহুত বড় ধৈর্যশীল, তিনি জাহের ও বাতেনের জ্ঞানি, জ্বরদস্ত প্রতাপশালীও হেকমতওয়াল।”

পিছনে কয়েকটি আয়াতে এইরূপ বর্ণনা গিয়াছে, আল্লাহ পাকের বড়ই মেহেরবানী বান্দার জন্ত গুরুত্ব পূর্ণ জিনিসকে তিনি বারং বার দোহরাইয়া থাকেন। আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম পড়িয়া ছাওয়াব হাছেল করার জন্য পাঠান হয় নাই বরং উহা বোধগম্য করিয়া আমল করার জন্ত পাঠান হইয়াছে। কেহ যদি বলেন যে, আমি আমার মহান প্রতিপালক, রাজাধিরাজ, মেহেরবান মাওলার কালাম পড়িয়া লইয়াছি তবে উহা কত বড় জুলুমের কথা।

(৩৩) <sup>وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاْتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرُؤُوا اللّٰهَ</sup>

<sup>قُرْءًا حَسَنًا وَمَا تَقْدُمُوْا لَا نُنْفِسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ</sup>

<sup>اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ وَّاَعْظُمُ اَجْرًا وَاَسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ</sup>

<sup>غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ</sup>

অর্থ : এবং তোমরা নামাজ কয়েম কর জাকাত আদায় কর ও আল্লাহ তায়ালাকে কর্জে হাছানা দান কর, আর যেই সব সংকর্ম তোমরা নিজেদের জন্ত অগ্রিম পাঠাইয়া দিবে আল্লাহর নিকট উহা হইতে বঞ্চিত ছাওয়াব সহকারে লাভ করিবে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”

ছনিয়ার বদলার সহিত আখেরাতের বদলার কোন তুলনাই হইতে পারে না। এখানে তো এক টাকার পরিবর্তে সামান্য কিছু জিনিস পাওয়া যায় আর সেখানে এখলাছের সহিত একটা খেজুর দান করিলেও উহা অহুদ পাহাড় পরিমাণ হইয়া দাঁড়াইবে। এক একবার ছোবহানাল্লাহ, আল হামজুলিল্লাহ অথবা আল্লাহ আকবার এখলাছের সহিত পড়িলে অহুদ পাহাড় সমান ছাওয়াব পাইবে। সেখানেতো এখলাছ ছাড়া কোন আমলেরই মূল্য নাই। তবে সেই এখলাছ কোন আল্লাহ ওয়াল বুজুর্গের জুতা ঠিক করা ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয়।



তাহাদের কদমতলেই এই দৌলত পাওয়া যায়।

### বোহশতীদের নাজ নেয়ামাতের বর্ণনা

(৩৪) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ ... وَكَانَ

سَعِيكُم مَّشْكُورًا

অর্থঃ “নিশ্চয় সংকর্মশীল লোকেরা কপূরের সংমিশ্রণ যুক্ত শরাবে ভর্তী পেয়ালা পান করিবে। এই সব পেয়ালা এমন বর্ণা হইতে ভর্তী করা হইবে যাহা হইতে আল্লাহর নেক বান্দারাই পান করিবে। তাহারা এই সব বর্ণাকে নিজ নিজ ইচ্ছামত যেখানে সেখানে স্থানান্তরিত করিতে পারিবে। তাহারা কারা? যাহারা মানত পূরা করে এবং এমন একদিনকে ভয় করে যেদিনকার মিছিবত ব্যাপক হইবে। আর তাহারা আল্লাহর মহব্বতে মিছকীন এতীম ও কয়েদীদিগকে খানা খাওয়ায়। এবং বলে যে আমরা তোমাদিগকে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে খাওয়াইতেছি আমরা তোমাদের নিকট উহার কোন প্রতিদান চাহি না অথবা একটু খানিক গুরুরিয়া আদায় করিবে তাহাও চাই না। আমরা আল্লাহর তরফ হইতে এক ভয়ঙ্কর দিনকে ভয় করিতেছি। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাও তাহাদিগকে সেদিনকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন ও সন্তুষ্ট করিয়া দিবেন। যেহেতু এখানে তাহারা বিপদে আপদে বৈষ্য ধারণ করিয়াছিল তাই তাহাদিগকে বদলা স্বরূপ বেহেস্ত দান করিবেন রেশমী কাপড় পরাইবেন। তাহারা জান্নাতে সোফায় হেলান দিয়া বসিবে। সেখানে না দেখিবে সূর্যের তাপ আর না অনুভব করিবে ভীষণ শীত। বৃক্ষের ছায়া সমূহ তাহাদের মাথার উপর ঝুলিয়া থাকিবে এবং ফলের থোকা সমূহ তাহাদের অন্ত্রগত হইবে। পান করিবার জন্ত তাহাদের জন্ত তাহাদের নিকট রৌপ্যের বরতন বরং কাঁচের পেয়ালা সমূহ পেশ করা হইবে। এই সব কাঁচ কিন্তু রূপার কাঁচ হইবে এবং উহাদিগকে পরিমাণ গত ভর্তী করা হইবে। কপূর মিশ্রিত শরাব ছাড়াও আর এক প্রকার শরাবের পেয়ালা পান করানো হইবে যাহাতে আদার সংমিশ্রণ থাকিবে। ছালছাবীল নামক বর্ণা হইতে ভর্তী করা হইবে। (কপূর ঠাণ্ডা হয় এবং আদা গরম হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন রকম শরাবের ব্যবস্থা থাকিবে)

এই সব পেয়ালা এমন সব ছেলেরা নিয়া আসিবে যাহারা অনন্তকাল ছেলেই থাকিয়া যাইবে। তোমরা যখন তাহাদিগকে দেখিবে তখন মনে করিবে যেন এলোমেলো মুক্তা সমূহ ছড়াইয়া আছে। শুধু মাত্র উপরে বর্ণিত বস্তুসমূহ নহে বরং এই সব ছাড়া আরও তুমি দেখিতে পাইবে যে সেখানে অসংখ্য নেয়ামত এবং এক বিরাট রাজত্ব। জান্নাতের অধিবাসীদের পোষাক হইবে ঝর ঝরে পাতলা সবুজ রেশমের, আবার মোটা রেশমেরও হইবে। সেখানে তাহাদের কে বাক্বাকে রূপার বালাসমূহ পরানো হইবে। এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে পুত পবিত্র শারাবান তাহরা পান করাইবেন। তাহাদিগকে বলা হইবে যে এই সব তোমাদিগকে তোমাদের নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে আর তোমাদের পরিশ্রমের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে”।

ফাযুদাঃ উল্লেখিত আয়াতের তিন জায়গায় তিন প্রকার শরাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে তাহারা স্বয়ং পান করিবে, দ্বিতীয় স্থানে বলা হইয়াছে খাদেমগণ পান করাইবে, তৃতীয় স্থানে বলা হইয়াছে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন পরিবেশন করাইবেন। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা জান্নাতীরা যে নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চ দরজার উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই আয়াতে নেককারদের যেই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে আমাদের ঈমান যদি কামেল হইত তবে উহা অনুধাবন করিয়া হজরত আবু বকরের (রাঃ) মত ঘরে আল্লাহ রাছুল নাম ছাড়া সর্বস্ব বিলাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। উল্লেখিত আয়াতে কয়েকটা বিষয় লক্ষণীয়।

১। প্রথমে বর্ণা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে জান্নাত বাসীরা উহাকে বথা ইচ্ছা তথায় নিয়া যাইতে পারিবে। হজরত মোজাহেদ এবং কাতাদা ইহাই বলেন। এবনে শাওয়াব বলেন তাহাদের নিকট স্বর্ণের ছড়ি থাকিবে উহা দ্বারা যেরূপ ইশারা করিবে নহর সেদিকেই চলিতে থাকিবে।

২। মানত পূরা সম্পর্কে হজরত কাতাদা বলেন উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আহকামকে বুঝায়। মোজাহেদ বলেন আল্লাহর নামে যে সব মানত করা হয় যেমন নামাজ রোজা ইত্যাদির মানত। একরামা (রাঃ) বলেন, মানত অর্থ শোকরানার মানত। আবু হুলাইহ বিন

আব্বাহ (রাঃ) বলেন জনৈক ছাহাবী হুজুরের খেদমতে আসিয়া বলিলেন আমি আল্লাহর নামে জবেহ হইয়া যাওয়ার মানত করিয়াছি। হুজুর (ছঃ) তখন অগ্ন মনস্ক ছিলেন! লোকটি হুজুরের মৌনতাকে এজাযত মনে করিয়া কিছু দূর গিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইল। হুজুর (ছঃ) টের পাইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন ও উহার পরিবর্তে কাফ্ ফারা স্রুপ একশত উট জবেহ করিতে নির্দেশ দিলেন। তারপর বলিলেন, আল্লাহর শোকর তিনি আমার উম্মতের মধ্যে মানত আদায় করিতে এত বড় উৎসাহ ওয়ালা লোক পয়দা করিয়াছেন।

৩। আয়াত শরীফে কয়েদী দিগকে খাওয়ানোর অর্থ হইল মোশরেক কয়েদী, যেহেতু সেই জমানায় মুছলমান কয়েদী ছিল না। মোজাহেদ বলেন বদরের যুদ্ধে ধৃত কয়েদীদের উপর হজরত আবু বকর, ওমর, আলী, জোবায়ের, আবছুর রহমান বিন আউফ, ছায়াদ, আবু ওবায়দা (রাঃ) খুব খরচ করিয়াছিলেন। উহা দেখিয়া আনহার গণ বলিতে লাগিলেন, আমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়াছি এখন আপনারা তাহাদের উপর এত বেশী খরচ করেন ইহার উপর উল্লেখিত উনিশ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল কাকের কয়েদীর উপর খরচ করিলে যখন এত ছওয়াব মুছলমান কয়েদীর উপর ব্যয় করিলে তার চেয়ে অনেক বেশী ছওয়াব হইবে।

৪। দান করিয়া উহার প্রতিদান বা শোকরিয়া চাহিতেন না। মা আরেশাও মা উম্মে ছালমার (রাঃ) অভ্যাস ছিল ফকীরের হাতে কিছু দিলে ফকীর যেই দোয়া করিত তাহারা ও ফীরেকে সেই দোয়া করিয়া দিতেন তবে যেন দানটা খালেছা আল্লাহর জন্য থাকিয়া যায়। হজরত ওমর ও তদীয় পুত্র আবছল্লাহ (রাঃ) এইরূপ করিতেন।

হজরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দান করার জন্য প্রার্থীর অপেক্ষায় থাকে সে প্রকৃত দাতা নহে বরং যে ভিক্ষুক খুঁজিয়া খুঁজিয়া দান করে ও ফকীর হইতে দোয়ার আশাও করে না শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে সে-ই প্রকৃত দাতা।

৫। জান্নাতের ফল তাহাদের অনুগত হইবে। বর্ণিত আছে জান্নাতের মাটি হইবে রূপার, এবং মেশকের গাছের নিকড় হইবে স্বর্ণের শাখা এবং পাতা হইবে জবরজদের, উহার মধ্য হইতে ফল লট্কিয়া থাকিবে।

দাঁড়ানো, বসায় এবং শোয়া অবস্থায় উহা নিকটেই ঝুলিয়া থাকিবে।

৬। চাঁদীর কাঁচ হইবে অর্থাৎ এব্নে আব্বাহ (রাঃ) বলেন জান্নাতে চাঁদীর পেয়ালায় পানি দেখা যাইবে অথচ ছনিয়াতে মাছির পরের মত পাতলা হইলে ও চাঁদীর পেয়ালায় পানি দেখা যায় না। কাতাদা (রাঃ) বলেন সারা ছনিয়ার লোক একত্রিত হইলেও সেই রকম পেয়ালা বানাইতে পারিবে না। এব্নে আব্বাহ বলেন উক্ত আয়াত হজরত আলী ও ফাতেমার (রাঃ) শানে নাজেল হইয়াছে! উক্ত ঘটনা এই কিতাবের শেষ দিকে বর্ণিত হইবে?

(৩৫) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

بَلْ تُوَثِّرُونَ الْخَيْرَ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

অর্থঃ “নিশ্চয় যে ব্যক্তি পাক হইয়াছে বা আত্মতর্কি করিয়াছে। সে-ই কামিয়াব হইয়া গিয়াছে। আর আপন প্রভুর নাম স্মরণ করিয়া নামাজ পরিয়াছে, তোমরা এই ছনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিতেছ অথচ আখেরাত সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী।

ওলামাগণ ‘পাক হওয়ার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, কেহ বলেন উহার অর্থ হইল ঈদল ফেতরের ছদকা, কেহ বলে উহার অর্থ হইল যে কোন প্রকারের পবিত্রতা। কাতাদা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাল দ্বারা আল্লাহকে রাজী করিয়াছে। আবুল আহওয়াজ বলেন এই ব্যক্তির উপর আল্লাহ রহম করেন যে নামাজ পড়ার আগে কিছু ছদকা করে। হযরত আরফাজা বলেন হযরত এব্নে মাছউদ (রাঃ) ছুরায়ে ছাবেহিছমা পড়ার সময় بَلْ تُوَثِّرُونَ الْخَيْرَ وَالْآخِرَةَ যখন পড়েন তখন পড়া বন্ধ করিয়া উপস্থিত লোক জনের দিকে চাহিয়া বলিলেন আমরা ছনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়াছি। আমরা ছনিয়ার চাকচিক্য, নারী ও ভোগ্য বস্তু সমূহ দেখিতেছি আর আখেরাতের ওয়াদাকৃত বস্তুর প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই। হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন যাদেরকে আল্লাহ পাক হেফাজত করিয়াছেন তারা ব্যতীত সমস্ত মানুষ এই ক্ষণস্থায়ী ছনিয়া লইয়া ব্যস্ত। হযরত আনাছ হইতে বর্ণিত প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ছনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য না দেয় কালেমায়ে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ তাহাকে আল্লাহ না-রাজী হইতে

হেফাজত করে, আর যখনই ছনিয়াকে প্রাধান্য দেয় তখন কালেমা অগ্রাহ করিয়া তাহাদের প্রতি ফেরত দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, তুমি মিথ্যাবাদী। অতঃ হাদীছে আছে যে কালেমায়ে শাহাদাত নিয়া আসিবে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করিবে যতক্ষণ এই কালেমার সহিত অতঃ কিছু ভেজাল না করে। প্রিয় নবী (ছঃ) এই কথা তিনবার বলেন। সবাই নিস্তব্ধ ছিল, দূর হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাহুল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনাদের উপর কোরবান হউক ভেজাল অর্থ কি? প্রিয় হাবীব বলেন ছনিয়ার মকবহত, স্বীনের উপর ছনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। ধন-সম্পদ জমা করিয়া রাখা, জ্বালেমের মত ব্যবহার করা। হুজুর (ছঃ) আরও বলেন যে ছনিয়াকে ভালবাসিল সে আখেরাতের ক্ষতি করিল আর যে আখেরাতকে ভালবাসিল সে ছনিয়ার ক্ষতি করিল। তিনি আরও বলেন ছনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর যার আখেরাতে কোন ঘর নাই, ঐ ব্যক্তির মাল যার আখেরাতে কোন মাল নাই, উহার জন্য ঐ ব্যক্তি সঞ্চয় করে যার বিবেক বুদ্ধি কিছুই নাই।

একটি হাদীছে আসিয়াছে সমস্ত সৃষ্ট জগতের মধ্যে ছনিয়ার চেয়ে দুগুণ বস্ত্র আল্লাহর নিকট আর কিছুই নাই। আর যেই দিন হইতে ইহাকে পরদা করিয়াছেন সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত উহার দিকে ফিরিয়াও দেখেন নাই। অতঃ হাদীছে আছে ছনিয়ার মহক্বত যাবতীয় পাপের মূল। উল্লেখিত আয়াত সমূহ ছাড়াও আরও বহু আয়াতে ধন দৌলত অকাতরে দান করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। মালিক যদি সেই স্বীয় ভৃত্যকে কিছু টাকা দিয়া বলেন যে, ইহা নিজের প্রয়োজনে খরচ করিও তবে আমার কথামত যদি অমূল্য জায়গার কিছু ব্যয় কর তা হইলে তার চেয়ে শতগুণ বেশী আমি তোমাকে আরও দিয়া দিব। এমতাবস্থায় বেশী পাওয়ার আশায় চাকর সেই স্থানে ব্যয় করিতে মোটেই ইতস্ততঃ করিবে না। আল্লাহ পাকের এতগুলি এরশাদের পর হাদীছের তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না তবুও হাদীছ যেহেতু কালামুল্লাহ ব্যাখ্যা স্বরূপ তাই নিয়ে কয়েকটি হাদীছও বর্ণনা করা যাইতেছে।

১। হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, আমার নিকট যদি অহুদ

পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ও থাকে তবু ও আমি ইহা পছন্দ করিব না যে উহার কিছু মাত্রও আমার নিকট তিন দিনের অধিক থাকে। ইহা কর্ত্ত পরিশোধের জন্য হয়তঃ রাখা যাইতে পারে। (মেশকাত)

হাদীছে তিন দিন এই জন্য বলা হইয়াছে যে, অহুদ পাহাড় সমতুল্য এত বড় বস্ত্র বর্জন করিতে কিছু সময়েরওতো প্রয়োজন। এখানে হুইট। জিনিস লক্ষণীয়। প্রথমতঃ অনেক বেশী বেশী ছদকা করার প্রতি উৎসাহ দান। দ্বিতীয়তঃ কর্ত্ত পরিশোধের গুরুত্ব। হুজুরের খাছ খাদেম হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, হুজুরের খেদমতে যাহা কিছুই আসিত আগামী কালের জন্য উহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। তিনি আরও বলেন, হুজুর (ছঃ) এর খেদমতে একবার কোথা হইতে হাদিয়া স্বরূপ তিনটি পাখী আসিয়াছিল। হুজুর উহা নিজের খাদেমকে দিয়া দেন। পরের দিন খাদেম সেই পাখী নিয়া হাজির হইল। হুজুর এরশাদ করিলেন আমি কি তোমাকে নিষেধ করি নাই যে আগামী কালের জন্য কিছুই জমা করিয়া রাখিবে না, কারণ রুজী আল্লাহর জিম্মায়।

হজরত ছামুরা বলেন হুজুর (ছঃ) ফরমাইতেন, আমি ভাঙার ঘরে মাঝে মাঝে এই জন্য যাই যে তথায় কোন বস্ত্র যদি পড়িয়া থাকে আর ওদিকে আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। দিখ্যাত সংসার ত্যাগী ছাহাবী হজরত আবু জর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি একবার হুজুরের সঙ্গে ছিলাম, তিনি অহুদ পর্বতের প্রতি ইশারা করিয়া ফরমাইলেন যদি এই পর্বত স্বর্ণে পরিণত হয় তবু আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, তিন দিনের বেশী আমার নিকট উহার একটি স্বর্ণ মুদ্রাও থাকুক, তবে কর্ত্ত পরিশোধের জন্য হয়তঃ কিছু থাকিতে পারে। তারপর ফরমাইলেন; অধিক দৌলতওয়ালাই কম ছওয়াবের অধিকারী হইবে, ইহা যাহারা এইরূপ করে অর্থাৎ ডান হাতে ডান দিক ওয়ালাদিগকে এবং বাম হাতে বাম দিক ওয়ালাদেরকে বিলাইয়া থাকে।

হজরত আবু জর একদিন হজরত ওহমানের নিকট উপস্থিত ছিলেন। হজরত ওহমান (রাঃ) হজরত কা'বকে জিজ্ঞাসা করেন হজরত আবহর রহমান এন্তেকালের সময় কিছু মাল রাখিয়া গিয়াছেন কিছু অন্যায়ত করেন নাই। হজরত কা'ব বলেন যদি তিনি আল্লাহর হুক আদায়

করিয়া থাকেন তবেত কোন ক্ষতি নাই। হজরত আবু জরের হাতে একটা ছড়ি ছিল। উহা দ্বারা তিনি হজরত কা'বকে মারিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন কি বলিতেছ গুন; আমি স্বয়ং হুজুরের (হঃ) নিকট গুনিয়াছি তিনি বলেন যদি এই পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হয় আর আমি উহা দান করিয়া দেই এবং উহা কবুল হইয়া যায় তবুও আমি ইহা পছন্দ করি না যে আমার নিকট মাত্র ছয় রত্তি স্বর্ণও থাকিয়া যাক। তারপর হজরত ওহমানকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি নিজ কানে হুজুরের কাছে তিনবার এই হাদীছ শুনে নাই? হজরত ওহমান (রাঃ) বলিলেন হাঁ। গুনিয়াছি।

বোখারী শরীফে হজরত আহনাফ বিন্ কয়েছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমি একদিন মদীনা শরীফে কোরায়েশ বংশী লোকের সংগে বসি ছিলাম। এমতাবস্থায় একব্যক্তি মোটা কেশ মোটা কাপড় পরিহিত, সাধারণ বেশে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রথমে ছালাম করিয়া বলিতে লাগিল, যাহারা টাকা পরস্যা জমা করে তাহাদিগকে ঐ পাথর খণ্ডের স্তম্ভ সংবাদ দাও যাহাকে আগুনে উত্তপ্ত করিয়া তাহার স্তনের উপর রাখিয়া দেওয়া হইবে ইহাতে তাহার মাংস সিদ্ধ হইয়া গলিয়া পড়িবে। ইহা বলিয়া তিনি মসজিদের একটি খুঁটির কাছে বসিয়া পড়িলেন। এই বৃজ্জকে আমি প্রথমে চিনিতাম না। তাহার কথা শুনিয়া আমিও তাহার কাছে বসিয়া পড়িলাম ও বলিলাম, এখানের লোকজন আপনার কথার তেমন কোন দাম দিল না, মনে হয় তাহারা কথাটা না পছন্দ করিয়াছে। তিনি উত্তর করিলেন তাহারা বেওকুফ, কিছুই বুঝে না। আমি ইহা আমার মাহবুবের নিকট গুনিয়াছি। আহনাফ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার মাহবুব কে? তিনি বলিলেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (হঃ), আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন হে আবু জর! তুমি কি অহুদ পাহাড় দেখিতেছ? আমি ভাবিলাম হয়ত তিনি আমাকে সে দিকে কোন কাজে পাঠাইবেন। তাই বলিলাম হী হাঁ দেখিতেছি। প্রিয় মাহবুব ফরমাইলেন, আমার নিকট যদি এই পর্যন্ত পরিমাণ স্বর্ণ হইত তবে আমার দিল চায় উহার সব টুকু ব্যয় করিয়া দেই তবে কর্জ পরিশোধের জন্ত হয়ত তিন দিনার রাখিতে

পারি। তারপর হজরত আবু জর (রাঃ) বলেন কিন্তু তবুও ইহারা বুঝে না শুধু মাল জমা করিয়া যাইতেছে। আল্লাহর কছম আমি ইহাদের কাছে না ছনিয়ার ভিখারী না দিনের কোন ফতুয়ার মোহতাজ, তাই পরিস্কার কথা বলিতে আমার ভয় কিসের।

### দাতা ও বখিলের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া ও বদদোয়া

২। হজরত আবু হোরাইরা হইতে বর্ণিত আছে হুজুর (হঃ) বলেন ভোর বেলায় আহমান হইতে হুইজন ফেরেশতা অবতরণ করে তন্মধ্যে একজন দোয়া করেন হে আল্লাহ! যে তোমার পথে দান করে তাকে প্রতিদান দাও আর যে কৃপণতা করে তার মাল ধ্বংস করিয়া দাও। (মেশকাত)

কোরান শরীফে আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন “তোমরা যাহা খরচ করিবে আল্লাহ তায়ালা উহার বদলা দিবেন।” হুজুরে পাক (হঃ) এরশাদ করেন যখন সূর্য উদিত হয় উহার দুই পার্শ্বে দুইজন ফেরেশতা ঘোষণা করিতে থাকে যাহা জিন এবং ইনছান ব্যতীত সমস্ত মাখলুক শুনিতে পায়, বলে যে, হে লোক সকল আপন প্রভুর দিকে চল। প্রয়োজন মোতাবেক সামান্য বস্তু অনেক উত্তম ঐ প্রচুর ধন হইতে যাহা আল্লাহ হইতে গাকেল করিয়া দেয়। আবার সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় উহার দুই ধারে দুই ফেরেশতা জোরে জোরে দোয়া করিতে থাকে আয় আল্লাহ! যারা দান করে তাদের প্রতিদান দাও আর যারা বখিলি করে তাদের মাল ধ্বংস করিয়া দাও। অন্য হাদীছে আসিয়াছে আহমানে হুইজন ফেরেশতা শুধু এই কাজেই নিযুক্ত আছে যে এক জন বলে যে আল্লাহ! দাতাকে দান কর অপরজন বলে কৃপণের মাল ধ্বংস কর।

অভিজ্ঞতাও দেখা যায় যাহারা মাল সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহারা অনেক সময় মামলা মোকদ্দমায়, উশুংখলতায় অথবা চোর ডাকাতির উপদ্রবে মাল ধ্বংস করিয়া দেয়। এব্নে হাজ্জার বলেন কোন সময় মাল ধ্বংস হইয়া যায় এবং কোন সময় মাল ওয়ালা বিদায় লইয়া যায়। আবার কোন সময় মালে লিপ্ত হইয়া নেক আমল ধ্বংস করিয়া দেয়, পক্ষান্তরে মাল ব্যয় করিলে উহাতে বরকত দেখা যায়, উপযুক্ত নেক বখত উত্তরাধিকারী পয়দা হয়।

আল্লামা নববী বলেন সংকাজে ব্যয় করার নামই ছদকা। পরিবারের

ভরণ পোষণ, মেহমানদারী, অন্যান্য এবাদত ইহাতে শামিল। আল্লামা করতবী বলেন উদ্দেশ্য হইল ফরজ এবাদত, নফল ছদকা না করিলে ফেরেস্তার বদদোয়ার আওতায় পড়ে না। তবে ফরজ ছদকা করিতে যদি বোঝা মনে হয় তবে বিপদ হইতে মুক্ত নয়।

৩। হুজুর (ছ:) এরশাদ করেন হে আদম সন্তান তুমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল ব্যয় করিয়া দাও, ইহা তোমার জন্য মঙ্গল জনক, আর উহা জমা করিয়া রাখা তোমার পক্ষে অমঙ্গল জনক।

(মোহলেম, মেশকাত)

প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল জমা রাখার জন্য আসেই নাই উহাকে আল্লাহর ব্যাঙ্কে জমা করা উচিত যেখানে কোন ধবংস নাই, বিপদ নাই।

প্রয়োজন মোতাবেক শব্দের অর্থ হইল যাহা না হইলে চলা যায় না, অশ্বের ছয়রে ভিক্ষা করিতে হয় না। এই পরিমাণ রাখা কোন অনায়াস নয়। গৃহ পালিত পশু পক্ষীর খোরাকীও প্রয়োজনের মধ্যে শামিল। প্রিয় নবী (ছ:) এরশাদ করেন মানুষের পাপের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, যাহার জীবিকা তাহার জিন্মায় আছে উহাকে ভূষা রাখিয়া ধবংস করিয়া দেওয়া। হুজুরত আবু হুলাইহ বিন্ ছামেত (রা:) বলেন, হুজুরত আবু জুর (রা:) একদিন বায়তুল মাল হইতে তাঁহার ভাতা উঠাইয়া স্বীয় বাদীকে নিয়া বাজারে গেলেন। সदाই পত্র করিয়া আরও সাতটা আশরাফী বাঁচিয়া গেল। তিনি বাদীকে বলিলেন এইগুলি দান করিবার জন্য ভাঙি করিয়া লও। আমি বলিলাম হুজুর এইগুলি এখন রাখিয়া দিলে মেহমানদারী ইত্যাদি প্রয়োজনে কাজে আসিবে। তিনি বলিলেন আমাকে আমার হাবীব (ছ:) করমাইয়াছেন যে টাকা পয়সা বাঁধিয়া রাখিবে উহা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না হওয়া পর্যন্ত মালিকের জন্য আগুনের ফুলকি হইয়া থাকিবে।

নবীয়ে করীম (ছ:) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করার উপর এত জোর দিতেন যে, ছাহাবারা মনে করিতেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের মধ্যে তাহাদের যেন কোন অধিকারই নাই।

হুজুরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রা:) বলেন আমরা কোন এক ছফরে হুজুর (ছ:) এর সাথে ছিলাম। কোন এক জায়গায় গিয়া হুজুর দেখিলেন

যে এক ব্যক্তি আপন ছওয়ারীকে এদিক ওদিক শুধু ঘুরাইতেছে। দেখিয়া হুজুর করমাইলেন যাহার কাছে অতিরিক্ত ছওয়ারী বা রসদ আছে সে যেন উহা ঐ ব্যক্তিকে দিয়া দেয় যাহার নিকট ছওয়ারী বা রসদ নাই। শুনিয়া আমরা ভাবিলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের উপর যেন আমাদের কোন হুকুম নাই।

উটকে এদিক সেদিক ঘুরাইবার উদ্দেশ্য যদি গর্ব বা অহংকার হয় তবে হুজুর (ছ:) বলেন যে উহা অহংকারের জন্য নয় বরং যাহার নাই তাহাকে দান করা উচিত। আর যদি নিজের করণ অবস্থা প্রকাশ করা মাকছূদ হয় তবে হুজুরের উদ্দেশ্য হইল তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে তার এই ব্যক্তিকে দান করা উচিত।

(৪) হুজুরত ওকবা (রা:) বলেন, আমি মদীনায়ে মোনাওয়ারায় হুজুর (ছ:) এর পিছনে আছরের নামাজ পড়িয়াছিলাম, নামাজের ছালাম ফিরাইয়া একটু পরেই হুজুর খুব তাড়াতাড়ি মানুষের কাঁধের উপর দিয়া কোন এক বিবি ছাহেবার ঘরে তাশরীফ নিয়া গেলেন। হুজুরের এইরূপ তাড়াহুড়া দেখিয়া সকলেই বিচলিত হইয়া গেল। প্রিয় নবী (ছ:) বাহিরে তাশরীফ আনিয়া মানুষের পেরেশান হাল দেখিয়া বলিলেন, একটা স্বর্ণের টুকরার কথা মনে পড়িল যাহা ঘরে রক্ষিত ছিল। ভাবিলাম ইত্যবসারে যদি আমার স্ত্রী আসিয়া যায় আর উহা ঘরে থাকিয়া যায় তবে কাল ময়দানে হাশরে কি জওয়াব দিব। এই জন্য, উহা বটন করিয়া দিবার জন্য বলিয়া আসিলাম। (বোখারী, মেশকাত)

আশ্মাজান হুজুরত আয়েশা (রা:) বলেন, হুজুরে পাক (ছ:) এর অসুস্থতার সময় তাঁহার নিকট ছয় সাতটা আশরাফী ছিল, হুজুর আমাকে নির্দেশ দিলেন তাড়াতাড়ি এইগুলি বটন করিয়া দাও হুজুরের গুরুতর অসুস্থতার দরুণ আমি বটন করার সুযোগ ছিল না। পরে হুজুর করমাইলেন এইগুলি আমার হাতে দাও, হুজুর (ছ:) হাতে নিয়া বলিলেন, আল্লাহর নবীর জন্য কত বড় লজ্জার কথা এইগুলি ঘরে রাখিয়া যদি নে আল্লাহর সাথে মিলে। অন্য হাদীছে আছে, এইগুলি রাত্রি বেলায় কোথা হইতে আসিয়াছিল উহাতে হুজুরের নিদ্রা উড়িয়া গেল, শেষ রাত্রে দান করিয়া দেওয়ার পর ঘুম আসে। অন্য হাদীছে আসিয়াছে হুজুর (ছ:) বলেন উহা আলীর নিকট পাঠাইয়া দাও, তারপর হুজুর (ছ:) বেহাশ হইয়া

যান। জ্ঞান ফিরার পর আবার বলেন আলীর নিকট পাঠাইয়া দাও  
**প্রিয় নবীজীর এন্তেকালের রাত্রে ঘরে বাতি  
 জ্বলাইবার তৈল ছিল না।**

এইভাবে বারংবার বলার পর মা আয়েশা হজরত আলীর নিকট পাঠাইয়া  
 দেন ও তিনি বর্জন করিয়া দেন। ইহা দিনের বেলায় ঘটনা ছিল,  
 সন্ধ্যা বেলায় সোমবার রাত ছিল যাহা প্রিয় নবীজীর জীবনের শেষ  
 রাত ছিল, হজরত আয়েশার ঘরে চেরাগে তৈল ছিল না, একজন  
 মেয়েলোকের নিকট চেরাগ পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন হজুরের শরীর  
 খুব বেশী অসুস্থ, সম্ভবতঃ সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে; বাতি জ্বলাইবার  
 জন্ত চেরাগটায় কিছু ঘি ঢালিয়া দাও। হজরত আশ্রাজ্ঞান উন্মে ছালমা  
 (রাঃ) হইতেও এইরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে। মূলকথা প্রিয় নবীর  
 দরবারে সব সময় হাদিয়া তোহফা আসিতেই থাকিত, হজুর যতক্ষণ  
 পর্যন্ত ঐগুলি ছদকা করিয়া না দিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত স্থির থাকিতে  
 পারিতেন না। মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা বিলাইয়া দিলেন  
 অথচ মৃত্যু পথ যাত্রীর জন্ত বাতি জ্বলাইবার প্রয়োজনে তৈলের পয়সাও  
 রাখিলেন না আর বিবি সাহেবানও স্মরণ করাইয়া দিলেন না।

হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন, আমার বাবাজানের খেদমতে দিনের  
 বেলায় যাহা জমা হইত রাত্রে শয়নের পূর্বেই সব খরচ করিয়া দিতেন।  
 তিনি করজদার ছিলেন, বেশীর ভাগ কর্জ আদায়ে ব্যয় করিতেন, কিছু  
 পয়সা থাকিলে বাচ্চাদেরকে দিয়া দিতেন এবং বলিতেন মউতের কোন  
 ঠিকানা নাই, কাজেই এই গান্ধা বস্তুগুলি কাছে রাখিতে মন চায় না।  
 হজরত শাহ আবছুর রহীম রায়পুরী (রঃ) দৈনন্দিন যাহা কিছু আসিত  
 সব কিছুই বিলাইয়া দিতেন, আবার যখন আসিত তাহার  
 ছেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত আর বলিতেন এই দেখ আবার আসিয়া  
 গিয়াছে। শেষ সময় তিনি পরনের কাপড় পর্যন্ত দান করিয়া দেন  
 এবং তাহার খাছ খাদেম মাওলানা আবছুর কাদের ছাহেব হইতে  
 দান করিয়া কাপড় পরিধান করিলেন ও ঐ অবস্থায় এন্তেকাল করেন।  
 আল্লাহর অলিদের আশ্রয় শান, কী এক অত্যাচার্য্য জম্বা? যেই ভাবে  
 হুনিয়াতে আসিয়াছিলেন সেইভাবে খালি খালি চলিয়া গেলেন।

(৫) عن أبي هريرة (رف) قال قال رجل يا رسول الله  
 أي الصدقة أعظم أجرا

এক ব্যক্তি আরজ করিল ইয়া রাছুল্লাহ! ছওয়াব হিসাবে কোন  
 ছদকা সব চেয়ে বেশী উত্তম। হজুর ফরমাইলেন যেই ছদক। তুমি  
 এমন অবস্থায় আদায় কর যে তুমি সুস্থ আছ, মালের লোভ আছে,  
 ফকীর হইবার ভয় আছে, মানদার হইবার আকাঙ্ক্ষা আছে। রুহ  
 হলক পর্যন্ত পৌছা পর্যন্ত ছদকাকে পিছাইও না। অর্থাৎ মৃত্যুর দ্বারায়  
 দাঁড়াইয়া বলিও না যে, আমার এত মাল মসজিদে, এত মাল মাদ্রাসায়  
 বা অমুকের। কারণ এখনত মাল ওয়ারিশানেরই হইয়া গেল।”

**ফায়দা :** ওয়ারিশানের হইয়া গেল। অর্থাৎ ওয়ারিশানের হক  
 সাব্যস্ত হইয়া গেল। তাইত মৃত্যুর পূর্বক্ষণে এক তৃতীয়াংশের অধিক  
 অছিয়ত করা যায় না। একটি হাদীছে আছে হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন  
 মানুষ বলে যে, আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মাল হইল মাত্র  
 তিনটি; যাহা সে খাইয়াছে, যাহা সে পরিধান করিয়াছে আর যাহা  
 সে ছদকা করিয়া আল্লাহর ব্যকে জমা করিয়াছে। বাকী সব ওয়ারিশানের  
 অথ হাদীছে আসিয়াছে হায়াত থাকিতে এক টাকা খরচ করা মৃত্যুর  
 সময় একশত টাকা খরচ করার চেয়ে উত্তম। কারণ এখনত মাল তাহার  
 আর রহিল না, অতঃপর মাল খরচ করিয়া লাভ কি? প্রিয় রাছুল (ছঃ)  
 আরও বলেন, মৃত্যু শয্যায় ছদকা করা যেমন কেহ খুব পেট ভরিয়া  
 খাইয়া যাহা বাঁচিল উহা দান করিয়া দিল।

বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা হজুরের এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে  
 ছদকার আসল সময় হইল সুস্থাবস্থা, কারণ তখন দান করিবার কালে  
 নফছের সহিত মোকাবেলা করিতে হয়, তবে উহার নতলব এই নয় যে,  
 মৃত্যুর সময় ছদকা করা সম্পূর্ণ বৃথা, বরং উহাও আখেরাতের জন্ত পুঁজি  
 হইয়া দাঁড়াইবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইতেছেন—

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ  
 خَيْرَانَ الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
 حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٥

“তোমাদের কাহারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, যদি সে কোন সম্পত্তি  
 ছাড়িয়া যায় তাহার উপর মাতা-পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের জন্ত  
 তাহা অংশের অছিয়ত করা ফরজ করা হইয়াছে। মোত্তাকীনের জন্ত



ইহা অবশ্য করণীয় কর্তব্য”।

মীরাছ সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। পরে মাতা-পিতার অংশ যখন নির্দিষ্ট হইয়া যায় তখন এই আয়াত মান্য হইয়া যায়। তবে যে সব আত্মীয়ের অংশ নির্দিষ্ট নয় তাদের বেলায় আছয়তের এই আয়াত এখনও প্রযোজ্য। তবে আগের মত ফরজ নয়। একটি হাদীছে আসিয়াছে, আল্লাহ পাক বলেন হে আদম সন্তান! হায়াত অবস্থায় তুমি ছিলে বখিল, মৃত্যুর সময় এখন তুমি খুব খরচ করিতেছ, ছই অস্থায় একত্র করিও না। প্রথম স্ত্রীস্বত্বায় কৃপণতা, দ্বিতীয় মরণকালে অতিরিক্ত দান। যাহারা তোমার উত্তরাধীকারী নয় এইরূপ আত্মীয়দের জন্ত কিছু অহিয়ত করিয়া যাও।’ অতঃপর একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর নাজাজ যে জীবনকালে ছিল বখিল আর মরণকালে দাতা। এই জন্ত মৃত্যুর সময় দান খয়রাত করিবে এই ভরসায় থাকা ঠিক নয়, কারণ মউতের কোন ঠিকানা নাই যে কখন আসিয়া পড়িবে, তত্পরি অনেক সময় দেখা যায় মানুষ দান খয়রাত করার অনেক আশা ভরসা নিয়া থাকে কিন্তু গুরুতর কোন রোগ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে, যেমন কাহারও প্যারালাইসিস হইয়া যায়, শরীর ও মুখ বন্ধ হইয়া যায়, অথবা অনেক সময় সেবা শকযার নামে উত্তরাধী-কারীগণ দান খয়রাতের সামনে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, এত সব সত্ত্বেও যদি কিছুটা স্বেচ্ছায় পাওয়া যায় তবুও যৌবনে ছদকা করার সমতুল্য ছওয়ার কখনও পাইবে না। ইহা যদি কেহ আগে ক্রটি করিয়া থাকে তবে সে এতটুকু সময়কেও গণ্যমত মনে করিয়া দান করিয়া দাইবে। কারণ মৃত্যুর পর আর কেহ কারো নয়, ছ-চার দিন কান্নাকাটি করিয়া সকলেই ভুলিয়া যাইবে, কাজেই যাহা কিছু করার নিজের হাতে করিয়া যাওয়াই ভাল, কাজে আসিবে।

(৬) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ ... .. ০

অর্থঃ বণি ইশ্রাঈলের জনৈক ব্যক্তি একদিন মনে মনে এরাদা করিল অতঃপর রাতে আমি ছদকা করিব। সেই মতে সে রাত্রি বেলায় চুপে

চুপে এক ব্যক্তির হাতে কিছু মাল রাখিয়া আসিল। সকাল বেলা খবর হইয়া গেল যে, রাত্রে কোন এক ব্যক্তি চোরকে ছদকা দিয়া গিয়াছে। লোকটি শুনিয়া বলিল খোদা! তোমার প্রশংসা, চোরের চেয়ে অধমের হাতে দেওয়া হইলেও বা আমি কি করিতাম। আবার সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে অতঃপর রাত্রে ও ছদকা করিব, রাত্রে এক মেয়ে লোককে ছদকা দিয়া আসিল, ভোর বেলায় প্রকাশ হইয়া গেল যে, কেহ একটা কাহেশা নারীকে ছদকা দিয়া গিয়াছে। লোকটি এবারও আল্লাহর তা'রীফ করিয়া বলিল খোদা! আমার মাল তাহার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকের হাতে যাওয়ার উপযুক্ত ছিল, তৃতীয় দিনও এরাদা করিল যে অতঃপর রাত্রেও ছদকা করিব, সেই রাত্রে একজন ধনী লোকের হাতে ছদকা পড়িল, সকাল বেলায় বলাবলি হইতে লাগিল যে রাত্রে কেহ মালদারকে ছদকা দিয়া গেল, সে লোকটি বলিল হে খোদা! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্ত, আমার মাল পাইল চোরে, কাহেশা মেয়েলোকে আর ধনী লোকে! রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল তোমার ছদকা কবুল হইয়া গিয়াছে, কেননা হইতে পারে উহার বরকতে চোর চুরি হইতে তওবা করিবে, জিনাকার জিনা হইতে তওবা করিবে (কারণ সে চিন্তা করিবে যে বে-ইজ্জত না করিয়া আল্লাহ পাক দান করিতে পারেন) আর ধনী ব্যক্তিও মনে করিবে যে, আল্লাহর বান্দারা কিভাবে গোপনে ছদকা করিয়া থাকে, আমারও এই ভাবে দান করা উচিত।

হযরত তাউছ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মানত করিয়াছিল যে প্রথমে ঐ বস্তিতে যার উপর নজর পড়িবে তাকে সে দান করিবে, ঘটনাচক্রে সে ছিল একটা জিনাকার মেয়েলোক। দ্বিতীয় দিনও এই ভাবে মানত করিয়াছিল, সে ছিল একটা ভীষণ খারাপ লোক, তৃতীয় দিন মানত করিয়া যাহাকে দিয়াছিল সে ছিল একজন বড় লোক, অবশেষে সে স্বপ্নে দেখে যে তার ছদকা কবুল হইয়া গিয়াছে। মেয়েলোকটা অভাবের তাড়নায় নিরুপায় হইয়া ঐ ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিল। ছদকার টাকা পাইয়া সে উক্ত গহিত কাজ হইতে তওবা করিয়া ফেলিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি অভাবের দরুণ চুরি করিত, দানের টাকা পাইয়া সেও চুরি হইতে তওবা করিল। তৃতীয় ব্যক্তি ছিল ভীষণ কৃপণ, ছদকার টাকা পাইয়া তার শিক্ষা হইয়া গেল যে আমারও এইভাবে দান খয়রাত করা

উচিত।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে দাতার নিয়তের এখলাছ দ্বারা ঐ বুজুর্গের ফজীলত সাব্যস্ত হইয়া গেল, কেননা সঠিক স্থানে পৌঁছে নাই বশতঃ মনকুর না হইয়া তিনি বার বার ছদকা করিতে থাকেন।

অবশেষে তার নেকনিয়তের দরুণ সব কয়টা ছদকাই কবুল হইয়া যায়। এবনে হাজার বলেন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল ছদকা যথাস্থানে না পৌঁছিলে উহা আবার দেওয়া মোস্তাহাব, আল্লাম আইনী বলেন ইহা দ্বারা বুঝা গেল মানুষের নিয়ত ঠিক থাকিলে আল্লাহ তার লা উহার প্রতিদান নিশ্চয় দিয়া থাকেন।

(৭) عَنْ عَلِيٍّ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَدْرَاكَ بِالْصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَنْتَخِلُهَا إِلَّا مَشْكُورٌ

“হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন ছদকা দেয়ার ব্যাপারে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ কর কেননা মহিবত ছদকাকে ফাড়ায়া অগ্রসর হইতে পারে না।

(মেশকাত)

একটি দুর্বল হাদিছে বর্ণিত আছে ছদকা মহিবতের সত্তরটা দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়। অত্ হাদিছে হজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন আপন মালকে জাকাতের দ্বারা পবিত্র কর, এবং ছদকা দ্বারা রুগীর চিকিৎসা কর, আর মহিবতের চেউ সমূহকে দোয়া দ্বারা অভ্যর্থনা কর। একটি হাদিছে বর্ণিত আছে ছদকা দ্বারা রুগীর চিকিৎসা কর, ছদকা ইজ্জতও রক্ষা করে রোগও দমন করে। নেকী বাড়াইয়া দেয় হায়াত বন্ধি করে। একটি হাদিছে আসিয়াছে সত্তরটা বিপদ দূর করিয়া দেয় তন্মধ্যে ছোট বিপদ হইল কুষ্ঠ রোগ শ্বেত রোগ। আর একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে ছদকার দ্বারা নিজের চিন্তা ফিকিরের এলাজ কর, উহা দ্বারা আল্লাহ তার লা তোমাদের বাল্য মহিবতও কাটাইয়া দিবেন আর শত্রুর মোকা-বেলায় ও সাহায্য করিবেন। একটি ছহী হাদিছে আসিয়াছে যখন কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাপড় পরায়, এই কাপড়ের একটা টুকরাও যতদিন পর্যন্ত তাহার শরীরে থাকিবে দাতা আল্লাহর হেফাজতে থাকিবে। বর্ণিত আছে ছদকা খারাবীর সত্তর দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়। হজুর (ছঃ) আরও এরশাদ করেন ছদকা খোদাতায়ালায় রাগকে দূর করিয়া

দেয় এবং অপমৃত্যুকে হটাইয়া দেয়।

ওলামাগণ লিখিয়াছেন ছদকা মৃত্যুর সময় শয়তানের ওয়াছওয়াছ হইতে হেফাজত করে, রোগের ভাড়ায়া মুখ হইতে নাশোকরীর শব্দ বাহির হওয়া হইতে বাঁচাইয়া রাখে, হঠাৎ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। মূল কথা মরনকালে শুভ-পরিণামে সাহায্য করে। অত্ হাদীছে আছে ছদকা কবরের গরমকে দূর করিয়া দেয়, এবং মানুষ কেয়ামতের দিন স্বীয় ছদকার ছায়াতলে থাকিবে। অর্থাৎ ছদকা যত বেশী হইবে ছায়াও তত অধিক হইবে।

হজরত মোয়াজ্জ (রাঃ) প্রিয় নবীকে জিজ্ঞাসা করেন হজুর! আমাকে এমন জিনিস বাতলাইয়া দিন যাহা আমাকে জাহান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবে এবং জাহান্নাম হইতে দূরে রাখিবে। হজুর ফরমাইলেন তুমি বহুত বড় একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেটা বড় সহজ বস্তু, অবশ্য সাহায্য জাহান্নাম পাক সহজ করিয়া দেন। তাহা হইল এই যে—

‘এখলাছের সহিত আল্লাহ পাকের এবাদত কর, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিওনা, নামাজ কাসেম কর, যাকাত আদায় কর, রমজান শীর্কের রোজা রাখ এবং বায়তুল্লাহ শীফের হব্ব আদায় করিও। তারপর হজুর (ছঃ) বলেন, আমি তোমাকে যাবতীয় নেক কাজের দরওয়াজা সমূহ বাতলাইতেছি শুন তাহা হইল এই যে, রোজা শয়তানের হামলা হইতে বাঁচিবার জন্ত ঢাল স্বরূপ; ছদকা গুনাহ সমূহকে এই ভাবে মিটাইয়া দেয় পানি যেই ভাবে আগুনকে নিভাইয়া দেয়। মধ্য রাত্রির নামাজ ও এইরূপ। অতঃপর প্রিয় নবী (ছঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

نَتَجَا نِي جَنَرِهِمْ

তারপর হজুর (ছঃ) ফরমাইলেন আমি তোমাকে যাবতীয় কাজের নাধা, উহার খুঁটি এবং উহার চূড়া বাতলাইতেছি শুন, যাবতীয় কাজের নাধা হইল ইছলাম, যেহেতু উহা ব্যতীত কোন কাজই গ্রহণযোগ্য নয়। উহার খুঁটি হইল নামাজ। উহার চূড়া হইল জেহাদ, আর যাবতীয় কাজের শিকড় হইল জবান, হজুর (ছঃ) জবান মোবারককে ধরিয়া বলিলেন ইহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবে। হজরত মোয়াজ্জ বলিলেন আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুল্লাহ! এই জবানের কারণে কি আমা-দিগকে পাকড়াও করা হইবে? হজুর এরশাদ ফরমাইলেন হে মোয়াজ্জ।



তোমার মা তোমার জন্ত কান্নাকাটি করুক; মানুষকে উপুড় করিয়া জাহান্নামের মধ্যে জ্বালান ব্যতীত অত্ৰ কোন বস্তু কি নিষ্কেপ করিবে?

তোমার মা তোমার জন্ত কাঁদুক বা শোক প্রকাশ করুক, আরবদের ব্যবহারে ইহা একটি সতর্কতা মূলক শব্দ, মোট কথা আমরা কাঁচির মত যেই ভাবে জিহ্বাকে চালনা করিয়া থাকি উহার সব কয়টাই আমলনামায় ওজন দেওয়া হইবে। যতসব অত্যাচার ও বেহুদা কথাবার্তা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হইবে।

একটি হাদীছে আছে মানুষ অলক্ষ্যে আল্লাহর সন্তোষ জনক এমন কথা বলিয়া ফেলে যদ্বারা বেহেশতে তার মর্যাদা বাড়িয়া যায়, আবার মুখে এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহাকে সে খুব সাধারণ মনে করিয়া থাকে অথচ উহার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে, মাশরিক মাগরিবের সমপরিমাণ দূরত্বে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। অত্ৰ একটি হাদীছে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন “কোন ব্যক্তি যদি দুইটি জিনিসের জিহ্মাদার হইতে পারে যেন অন্যায় পথে উহা ব্যবহার হইতে না পারে তবে আমিও তাহার জন্ত বেহেশতের জিহ্মাদার হইতে পারি। প্রথম যাহা দুই চোখালের মাঝখানে অর্থাৎ মুখ, দ্বিতীয় যাহা দুই রানের মধ্যখানে অর্থাৎ লজ্জা স্থান”। একটি হাদীছে আছে এই দুইটি অঙ্গই মানুষকে বেনী বেনী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে! অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে মানুষ অনেক সময় এমন কথা মুখে উচ্চারণ করে যদ্বারা ক্ষুতি করিয়া অন্যকে হাসানো উদ্দেশ্য হয় তবে সে জাহান্নামে আহমান হইতে জমীনের ছরষ বরাবর দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। হযরত ছুকিয়ান ছাকাকী হুজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর। আপনি উম্মতের জন্ত সবচেয়ে অধিক ভয় কোন জিনিসের করিতেছেন? হুজুর মুখে হাত রাখিয়া উত্তর করিলেন এই জিনিসের। বাস্তবিক মানুষের জন্ত কথা বলার সময় এই কথার লক্ষ্য করা নিতান্ত প্রয়োজন যেন উহা দ্বারা কোন উপকার না হইলেও অন্ততঃ ক্ষতি না হয়।

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ও ককীহ্ হযরত ছুকিয়ান হুজুরী বলেন, একবার একটি মাত্র পাপের দরুন তিনি পাঁচ মাস পর্যন্ত তাহাজ্জুদ হইতে বঞ্চিত হইয়া যান। কেহ জিজ্ঞাসা করিল হুজুর পাপটা কি ছিল? তিনি বলেন একটা লোক কাঁদিতেছিল আমি মনে মনে ভাবছিলাম লোকটা

দ্রিয়াকার। ইহাত মনে মনে বলার বদ্ব্যবস্থা আর আমরা প্রতিনিয়ত প্রকাশে কত গুরুতর শব্দ বলিয়া ফেলি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন।

(৮) من ابى هريرة (رف) قال قال رسول الله (ص) ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو لا عرا وما تواضع احد لله الا رزقه (رواه مسلم ومشكاة)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন ছদকা কখনও মালকে বাটাইয়া দেয় না। অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলে ক্ষমাকারীর মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্তে বিনয় এখতিয়ার করিলে আল্লাহ পাক তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছদকা দ্বারা যদিও সম্পদ কম হইতে দেখা যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা দ্বারা আখেরাতে ত উত্তম বদলা আছেই ছুনিয়াতে ও নাল বাড়িয়া যায়। যেমন আরও বর্ণিত হইয়াছে হে খোদা।

দাতাকে বদলা দাও। কৃপণকে ধ্বংস কর। হযরত আবু কাবশা রছুলে খোদার এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আমি কহম করিয়া তিনটি কথা বলিতেছি এবং আরও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিতেছি তোমরা উহার খুব হেফাজত করিবে। প্রথম, ছদকার ধন কমে না, মাজলুম সহ্য করিলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন, তৃতীয় যে ভিক্ষার দ্বার খুলিয়া রাখিলে আল্লাহ পাক তার জন্ত অভাবের দ্বার খুলিয়া রাখেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে, ছুনিয়াতে মানুষ চার প্রকার হয়, ১ম, ঐ ব্যক্তি যাকে খোদা মালও দিয়াছেন এলেমও দিয়াছেন। সে আল্লাহর ওয়াস্তে মাল দ্বারা নেক কাজ করে তার মর্যাদা নবার উপরে। ২য়, যাকে মাল দেওয়া হয় নাই এলেম দেওয়া হইয়াছে তার নিয়ত বড় ঠিক, বলে যে আমার যদি মাল থাকিত তবে যাবতীয় নেক রাস্তায় খরচ করিতাম, নিয়তের পরকতে সে প্রথম ব্যক্তির মত ছত্তাব পাইবে। ৩য়, যাকে মাল দেওয়া হইয়াছে এলেম নয়, সে মালের হক আদায় করেনা অত্যাচার পথে ব্যয় করে, আত্মীয়-স্বজনকে দেয় না কেরামতের দিন সে হইবে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। ৪র্থ, যে মাল এবং এলেম উভয় হইতে বঞ্চিত। কিন্তু সে অকোপ করিয়া বলে মাল থাকিলে সে তৃতীয় ব্যক্তির মত খরচ করিত, এ কারণে সে তৃতীয় ব্যক্তির মত

গুনাহগার হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস হুজুরের এরশাদ বর্ণনা করেন, ছদকা মালকে কখনও ঘাটায় না বরণ কেহ ছদকা করিতে হাত বাড়াইলে উহা ফকীরের হাতে যাওয়ার আগে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র হাতে পৌঁছিয়া যায় আর যে ব্যক্তি ছওয়াল না করিলেও চলিতে পারে এমতাবস্থায় ছাওয়াল করে তার জন্য হক তায়ালা অভাবের দ্বার খুলিয়া দেন। হযরত ছেলা আনছারী (রাঃ) বলেন, আমার ভাইয়েরা হুজুরের দরবারে আমার নামে অপব্যয়ের অভিযোগ করিল, আমি আরজ করিলাম হুজুর বাগান হইতে আমি আমার অংশ নিয়া নেই, উহা হইতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করি আমার সাথে যারা সাক্ষাত করিতে আসে তাদের উপর খরচ করি প্রিয় নবী আমার ছিনায় হাত রাখিয়া তিনবার বলিলেন তুমি খরচ করিতে থাক আল্লাহ পাকও তোমার উপর খরচ করিবেন। উহার কিছু দিন পর আমি এক হফরে রওয়ানা হই তখন আমার নিকট নিজস্ব ছও-রারীও ছিল এবং আমার নিকট পরিবারের সব চেয়ে বেশী সম্পদ ছিল।

হজরত জাবের বলেন একবার প্রিয়নবী (ছঃ) খোতবার মধ্যে ফরমাইলেন 'হে লোক সকল! মৃত্যু আসার আগে আগেই তওবা করিয়া লও, আজ্ঞে বাজ্ঞে কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই নেক কাজ করিয়া লও। বেশী বেশী জিকির করিয়া আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক পয়দা কর। প্রকাশ্যে এবং গোপনে অধিক পরিমাণ ছদকা কর যদ্বারা তোমার রিজিক বর্ধিত হইবে, তোমার সাহায্য করা হইবে, এবং কতিপূরণ দেওয়া হইবে। আরও আশিয়াছে ছদকার সাহায্যে রিজিক তালাশ কর, ছদকার দ্বারা রিজিক নামাইয়া আন।

হযরত হাবীবে আজমী একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন, একবার তাঁহার বিবি আটার খামীর বানাইয়া আঙনের জন্য পান্ধবতী বাসায় যান, ইতি-নধ্যে কোন ভিক্ষুক আসিলে হযরত হাবীব খামীরগুলি ভিক্ষুককে দিয়া দেন। বিবি আঙন লইয়া আসিয়া দেখেন যে আটা নাই, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন আটা রুটি তৈরীর জন্য গিয়াছে। বিবি সাহেবার বিশ্বাস না হওয়ায় বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি বলেন উহা আমি ছদকা করিয়া দিয়াছি, বিবি বলিল ছোব-হানাল্লাহ! সবটুকু আটা দিয়া দিলে? এতজন লোক কি দিয়া পেট

পরিবে? কথা শেষ না হইতেই জনৈক ব্যক্তি বড় এক পেরালার মধ্যে গোস্ত রুটি নিয়া হাজির, এবার বিবি অবাধ হইয়া বলিয়া উঠিল কত তড়াতাড়ি পাকাইয়া আসিয়াছে? দান স্বরূপ ছালুণ ও সাথে আসিয়াছে। এরূপ বহু ঘটনা পাওয়া যায় আল্লাহর সাথে যেহেতু আমাদের সম্পর্ক নাই তাই মনে করিয়া থাকি যে এইরূপ ঘটনা ইচ্ছা করিয়া হইয়া গিয়াছে অথচ চিন্তা করি না যে খরচ করার দরুণই উহা আসিয়াছে।

মেঘের মধ্যে দাতার নাম শুনা গেল

(৯) عن أبي هريرة (رض) عن النبي (ص) قال بينا رجل يغلاة من الارض ...

হজরত আবু হোরায়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করমাইয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি মাঠের মধ্যে থাকিয়া একটি মেঘের মধ্যে এই আওয়াজ শুনিতে পাইল যে, অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি দিয়া দাও। ইহার পরেই সেই মেঘ হইতে একটি প্রস্তরময় জমিতে প্রবল বৃষ্টিপাত হইল এবং সেই পানি একটি নালায় ভটি হইয়া একদিকে চলিতে লাগিল, লোকটিও পানির পিছনে পিছনে চলিল, অবশেষে পানি যেখানে পৌঁছিল সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখিল বেলচা হাতে আপন জমিতে পানি দিতেছে। লোকটি বাগান ওয়ালার সেই নাম বাতলাইল যাহা সে মেঘের মধ্যে শুনিয়াছিল। ক্ষেত ওয়ালার বলিল আপনি আমার নাম কেন জানতে চাইলেন? লোকটি পূর্বকার সব কথা বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল ভাই! আমি কি জানিতে পারি ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল? কৃষক বলিল আপনার মজবুরীতে না বলিয়া পারিলাম না। আমি এই ক্ষেতের কসলকে তিন ভাগে ভাগ করি, এক ভাগ ছদকা করি, এক ভাগ পারিবারিক খরচে ব্যয় করি, আরেক ভাগ উৎপাদনের কাজে লাগাই। (মোছলেম)

আল্লাহ পাকের কুদরতের অপার মহিমা, কসলের এক তৃতীয়াংশ দান করার ররকতে গায়েব হইতে ক্ষেতের যাবতীয় ব্যবস্থা হইতেছে। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ দানের জন্য মওজুদ রাখা উচিত। তাহা হইলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দানের সময় নাক-স কাপন্য করিতে পারে না; কারণ তখন মনে হইবে যে এই পরিমাণত আমাকে দান করিতেই হইবে। মাসিক বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ বা ব্যবসায়ের দৈনিক আয় হইতে নির্দিষ্ট অংশ কোন বাক্সে সংকিত

করিয়া রাখা যায়। ইচ্ছা হয়ত পরীক্ষা করিয়া দেখুন যে উহা কত সুন্দর এবং লাভজনক ব্যবস্থা। হযরত আবুওয়ায়েল (রাঃ) বলেন হযরত এবনে মাছউদ (রাঃ) আমাকে বনি কোরায়জা প্রেরণ কালে নছীহত করেন যে, তুমি সেখানে বনি ইছরাইলের ঐ পাক বান্দার স্থায় কাজ করিও। অর্থাৎ একভাগ ছদকা করিও একভাগ সেখানে রাখিয়া আসিও আর একভাগ আমার কাছে পেশ করিও। ছাহাবায়ে কেরাম এই নোহখা মতে আমল করিতেন।

(১০) من ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر لا امرأة مومسة ۝

### ছদকার দরুণ ফাহেশা নারীও মাফ পাইল

হজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, কোন এক কুঁয়ার ধারে ভীষণ তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হইয়া একটি কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে ছিল, জনৈক পতিতা নারী ইহা দেখিয়া পায়ের মুজা খুলিয়া উড়নায় বাঁধিয়া কুঁয়া হইতে পানি উঠাইয়া কুকুরকে পান করায়। ইহাতে তাহার ব্যবতীর গুণাহ মাফ হইয়া যায়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল হজুর? চতুস্পদ জন্তুর ব্যাপারেও কি আমরা ছওয়াব পাইব? হজুর বলেন জান ওয়ালা যে কোন মাখলুকের উপর এহছান করিলে (চাই মানুষ হউক চাই জীবজন্তু হউক) ছওয়াব রহিয়াছে।

ইহা বনি ইস্রাঈলের কোন ফাহেশা মেয়েলোকের ঘটনা। বোখারী শরীফে একজন পুরুষের ঘটনাও এই ভাবে বর্ণিত আছে। হজুর (ছঃ) বলেন ভীষণ পিপাসায় কাতর এক ব্যক্তি কুঁয়া হইতে পানি পান করিয়া দেখে যে একটা কুকুর কুঁয়ার ধারে নাখা ঠোকুরাইতেছে। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া সে আবার কুপে নামিয়া মুজায় পানি ভরিয়া কুকুরকে পানি পান করায়। ইহার বদৌলতে আল্লাহ পাক তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কিতাবের শেষ ভাগে এক জালিমের কিছা বর্ণিত আছে, সে পাঁচড়া ওয়ালা একটা কুকুরকে আশ্রয় দিয়া নাজাত পায়। উভয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল নিকৃষ্টতম জন্তু কুকুরের প্রতি সদয় হইলে যখন এই অবস্থা তখন সৃষ্টির সেরা মানুষের প্রতি সদ্যবহার করিলে কি ফল

দাড়াইবে তা কল্পনাও করা যায় না। কোন কোন আলিমদের মতে হিংস্র জন্তু এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নহে? তবে যাহাদের হত্যা করার হুকুম আসিয়াছে তাহাদের বিষয় ও জানা হইলে ক্ষুৎ পিপাসা মিটাইতে হইবে এবং কতলের ব্যাপারেও সদ্যবহার করিতে হইবে, যেমন তাহাদের হাত পা কাটিতে পারিবে না।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন আমল আল্লাহর পছন্দ হইলে উহা দ্বারা সারা জীবনের গুনাহ ও মাফ হইয়া যাইতে পারে। তবে প্রত্যেক কাজে চাই এখলাহ। এখলাহের সহিত মামুলী আমল হইলেও উহা পাহাড়ের মত ওজন ওয়ালা হইতে পারে। হজরত লোকমান হেকীম স্বীয় ছেলেকে নছীহত করেন, বেটা! যখনই কোন পাপ সংঘটিত হইয়া যায় তখনই কিছু ছদকা করিয়া দাও। যেহেতু উহা গুনাহকে খুইয়া ফেলে এবং আল্লাহ তায়ালা রাগকে দূর করিয়া দেয়।

হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, (১১) عن علي (رض) قال قال رسول الله (ص) ان نفي الجنة لغرنا يرى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها قالوا لمن هي قال لمن اطاب الكلام و اطعم الطعام و ادام الصيام و صلى بالليل و الناس نيام ۝

বেহেশ্তের মধ্যে এমন সব বালাখানা রহিয়াছে যাহার ভিতর হইতে বাহিরের সব জিনিস এবং বাহির হইতে ভিতরের সব জিনিস দেখা যায়। ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করেন হজুর! ঐ সব বালাখানা কাহাদের জন্য? প্রিয় হাবীব এরশাদ করেন যাহারা মিষ্টি কথা বলে এবং মানুষকে খাওয়ায়, প্রায় সময় রোজা রাখে, আর মানুষ যখন নিদ্রায় নয় থাকে তখন রাত্রি বেলায় তারা নানাভাবে দাঁড়ায়। (তিরমীজ)

হযরত আবুল্লাহ বিন ছালাম তখনও মুসলমান হন নাই বরং ইহুদী ছিলেন, তিনি বলেন হজুরে পাক (ছঃ) যখন মদিনায়ে মোনাওয়ার তাশরীফ আনেন খবর পাইয়া আমি তাঁহার দরবারে হাজির হই, এবং তাঁহার চেহারা মোবারকে নজর করিয়াই আমি মস্তব্য করিলাম ইহা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হইতে পারে না। সেখানে গিয়া আমি সর্ব প্রথম হজুরের জবান মোবারক হইতে এই কথা শুনিতে পাই, তিনি বলেন হে লোক সকল! আপোষে ছালাম দেওয়া নেওয়ার প্রচলন কর মানুষকে

খানা খাওয়াও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক কয়েক রাখ, রাত্রি বেলায় মানুষ যখন নিদ্রায় নগ্ন থাকে তখন তুমি উঠিয়া নামাজ পড়। তার পর সুখে শান্তিতে বেহেস্তে ঢুকিয়া পড়।

একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি আপন ভাইকে পেট ভরিয়া খান। খাওয়ায় এবং পিপাসা মিটাইয়া পান করায় আল্লাহ পাক তাহার এবং জাহান্নামের মধ্য ভাগে সাত খন্দক দূরত্ব পয়দা করিয়া দেন। এক একটা খন্দকের পরিধি হইল সাতশত বৎসরের রাস্তা। একটি হাদীছে আছে সমস্ত মাখলুক আল্লাহর একটি পরিবার, সুতরাং যে আল্লাহর পরিবারের উপকার করিল সে-ই তাহার নিকট সর্বাধিক প্রিয়, অতঃ হাদীছে আসিয়াছে, যে কোন নেক কাজই হৃদকার মধ্যে গণ্য, কোন ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত বা নিজের বাল্‌তি হইতে কিছু পানি অথের বাল্‌তিতে ঢালিয়া দেয় ইহাও হৃদকার মধ্যে গণ্য। একটি হাদীছে আসিয়াছে, উপকারের কোন অংশই নগণ্য নয়। একটি হাদীছে আসিয়াছে উপকারের কোন অংশই নগণ্য নয় চাই সেটা কাহারও সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা, নেক কাজের আদেশ দেওয়া খারাপ কাজ হইতে কিরাইয়া রাখা, পাথহারাকে সঠিক পথ দেখানো রাস্তা হইতে কঠকময় বস্তু হাটানে নিজের বাল্‌তি হইতে অন্যের বরতনে কিছু পানি দেওয়া হৃদকার মধ্যে গণ্য।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে কয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে লাইনে খাঁড়া করান হইবে তাদের সামনে দিয়া একজন জাহান্নাতী যাইতে থাকিবে এমন সময় লাইনের মধ্য হইতে জনৈক ব্যক্তি তাহাকে বলিবে ভাই তুমি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ কর, সে বলিবে তুমি কে ভাই? জাহান্নাতী বলিবে তুমি আমাকে পানি পান করাইয়াছিলে ইহার উপর সে সুপারিশ করিবে ও তাহার সুপারিশ কবুল হইবে এই ভাবে ছনিয়াতে যে কেহ কাহারও উপর এহছান করিয়া থাকিলে সেই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে তাহার জন্য সুপারিশ করিবে। প্রিয় নবী এরশাদ করেন ফকীরদের সাথে বেশী সম্পর্ক রাখিও, কেননা তাহাদের নিকট বহুত বড় দৌলত রহিয়াছে, কেহ জিজ্ঞাসা করিল সেই দৌলত কি জিনিস? ছজুর এরশাদ করেন তাহাদিগকে যে কেহ ছনিয়াতে খান।

খাওয়াইয়া থাকুক বা পানি পান করাইয়া থাকুক বা কাপড় পরাইয়া থাকুক তাহাকে সে হাত পরিয়া জাহান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিবে। হাদীছে আছে কয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ফকীরদের নিকট এইভাবে ওজর পেশ করিবে যেই ভাবে মানুষ মানুষের নিকট ওজর পেশ করে, বলিবেন আমার ইজ্জত এবং বৃজুগীর কছম, আগি ছনিয়াকে তোমা হইতে এই জন্ত দূরে রাখি নাই যে তুমি আমার নিকট অপদস্ত ছিলে বরং এই জন্ত হটাইয়াছি যে অতঃ তোমাকে সম্মানিত করিব। আমার প্রিয় বান্দা! মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবন্ত জাহান্নামিদের কাতারে গিয়া দেখ তাহাদের মধ্যে কেহ হয়তঃ তোমাকে খানা খাওয়াইয়াছে বা কাপড় পরাইয়াছে অবশেষে তাহাদিগকে চিনিয়া জাহান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিবে। একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত প্রাণীকে খাওয়াইয়াছে হক তায়লা তাহাকে জাহান্নাতে উৎকৃষ্ট খানা খাওয়াইবেন। অতঃ হাদীছে আছে যেই ঘর হইতে লোকের খাবারের ব্যবস্থা করা হয় বরকত সেই ঘরের দিকে এত দ্রুত অগ্রসর হয় যেমন উটের কুজের দিকে তীক্ষ্ণ ছুরি অগ্রসর হয়।

হয়ত অবহুলাহ বিন্ মোবারক ভাল ভাল খেজুর লোকদিগকে খাওয়ানিতেন আর বলিতেন, যে বেশী খাইতে পারিবে তাহাকে প্রত্যেক খেজুরের বিনিময়ে এক দেহরাম করিয়া দেওয়া হইবে। একটি হাদীছে আসিয়াছে কয়ামতের দিন কেহ ঘোষণা করিয়া দিবে যাহারা ফকীর মিছকিনকে সম্মান করিত তাহারা যেন নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে জাহান্নাতে প্রবেশ করিয়া যায়। অতঃ ঘোষণাকারী বলিবে যাহারা অশুষ্ক গরীব ছুঃখিদের দেখা শুনা করিয়াছে আজ যেন তাহারা নূরের মিশ্বারে বসে ও খোদার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তখন অতঃ লোক কড়া হিসাব কিতাবে ব্যতিব্যস্ত থাকিবে। একটি হাদীছে আছে এই রকম অসংখ্য ভর রহিয়াছে যাহাদের মোহর হইল এক মুষ্টি খেজুর অথবা সম পরিমাণ অতঃ কোন জিনিস দান করা। একটি হাদীছে আছে ক্ষুধিতকে অন্ন দান করার চেয়ে উত্তম হৃদক। আর কিছুই নাই, একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে উত্তম আমল হইল কোন মুহলমানকে সন্তুষ্ট করা, অথবা তাহাকে চিন্তা মুক্ত করা, অথবা তাহার বর্জ পরিশোধ করিয়া দেওয়া অথবা ক্ষুধার সময় তাহাকে অন্ন দান

করা। এইসব অর্থের উপর আরও অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে :

একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি হাজত পূরা করিয়া দেয় আল্লাহ তায়ালা তাহার তেহাওয়ারি হাজত পূরা করিয়া দিবেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে হালকা বস্তু হইল তাহার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া।

(১২) عَنْ إِسْمَاعِيلَ (رَضِيَ) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْفَقِي وَلَا تَحْصِي نِيَحْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تَوْعِي نِيَوْعِي اللَّهُ عَلَيْكَ إِنْ دَفَعْتَ مَا اسْطَعْتَ مَتَّقِ عَلَيْهِ مَشْكُورًا

হজরত আছমা (রাঃ) বলেন নবীয়ে করিম (ছঃ) এরশাদ করেন (আল্লাহর রাস্তায়) বেশী বেশী করিয়া ব্যয় করিবে গুনিয়া গুনিয়া খরচ করিবে না, কারণ এইরূপ করিলে, আল্লাহ তায়ালাও তোমাকে গুনিয়া গুনিয়া দিবেন। আর হেফাজত করিয়াও রাখিও না এই রকম করিলে আল্লাহ পাকও তোমার জন্ত হেফাজত করিয়া রাখিবেন, অর্থাৎ ক্ষম দিবেন। যতটুকু সম্ভব দান করিতে থাক।

**ফায়দা :** হযরত আছমা হইলেন আশ্রাজান হযরত আয়েশার বোন, জনাবে রাছুল্লাহ (ছঃ) এই হাদীছে পাকে কয়েক তরীকায় বেশী বেশী খরচ করার জন্ত উৎসাহ দান করিয়াছে। প্রথম হইল শরীয়ত মোতাবেক অধিক পরিমাণে খরচ করা। দ্বিতীয় গুনিয়া গুনিয়া দিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। ১নং গণনা করার অর্থ গুনিয়া গুনিয়া জমা করা, এই ছুরতে আল্লাহর তরফ হইতে তোমার জন্ত দানের দরওয়াজাও সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। ২নং ফকীরদের হাতে সংখা নিদৃষ্ট করিয়া দিও না তাহা হইলে তুমি খোদা তায়ালায় তরফ হইতে অগণিত ছওয়াব পাইতে থাকিবে। হযরত আছমা একদিন হজুর (ছঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন হজুর! আমারত কিছুই নাই, বাহা কিছু সব জোবায়েরের হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তবু ও তুমি ছদকা করিতে থাক বাখিয়া রাখিও না।

জোবায়েরের হওয়া সত্ত্বেও এই জন্ত দান করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, জোবায়ের হয়তঃ হজরত আছমাকে মালের মালিক বানাইয়া দিতেন, অথবা হজুরের জানা ছিল যে জোবায়েরের স্ত্রী দান করিলে জোবায়ের অসন্তুষ্ট হইবেন না।

হজরত জোবায়ের (রাঃ) বলেন একদা আমি প্রিয় নবীর দরবারে তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসি, রাছুলে খোদা (ছঃ) সতর্ক করনার্থে আমার পাগড়ীর লেজুড় ধরিয়া এরশাদ করেন যে জোবায়ের আমি আল্লাহ তায়ালায় বাতাবাহক বিশেষ করিয়া তোমার জন্ত ও সাধারণ ভাবে সারা বিশ্ব মানবতার জন্ত, তুমি কি জান? আল্লাহ তায়ালা কি ফরমাইতেছেন? আমি বলিলাম আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলই সবচেয়ে বেশী জানেন, অতঃপর হজুর (ছঃ) আরম্ভ করিলেন—আল্লাহ তায়ালা যখন আরশে বিরাজমান তখন সৃষ্ট জগতের প্রতি এক নজর দেখিয়া বলেন—বান্দাগণ! তোমরা আমার মাথলুখ, আমি তোমাদের প্রভু, তোমাদের রিজিক আমার হাতে; সুতরাং তোমাদের যে দায়িত্ব আমি নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছি সে সম্পর্কে তোমরা মাথা ঘামাইও না। তোমরা আমার নিকট রিজিক ভিক্ষা কর, হজুর (ছঃ) আরও বলেন তোমাদের রব আর কি বলেন জান? তিনি বলেন হে বান্দা! তুমি মানুষের উপকারার্থে ব্যয় করিতে থাক আমিও তোমাদের জন্ত ব্যয় করিতে থাকিব, মুক্ত হস্তে দান কর আমিও মুক্ত হস্তে দান করিব। তুমি জমা করিয়া রাখিও না আমিও রাখিব না, তুমি সংকোচ করিও না, আমিও সংকোচ করিব না। রিজিকের দরওয়াজা আরশ সংলগ্ন সপ্ত আছমানে সর্বদা খোলা থাকে। আল্লাহ প্রত্যেক লোকের জন্ত নিয়মানুসারে দানের ও ব্যয়ের পরিমাণের দরওয়াজা দিয়া রিজিক প্রেরণ করেন। যে অধিক ব্যয় করে তার জন্ত অধিক আর যে কম ব্যয় করে তার জন্ত কম হিসাবে নাজিল হয়। যে মোটেই খরচ করে না তার জন্ত মোটেই আসে না। জোবায়ের নিজেও খাইবে অথকেও খাওয়াইবে। বাঁচাইয়া রাখিও না তা না হইলে তোমার তরেও বন্ধ হইয়া যাইবে। গুনিয়া দিওনা, তবে তোমাকেও সেই হিসাবে দেওয়া হইবে। কৃপণতা করিও না নচেৎ তোমাকেও কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। জোবায়ের! আল্লাহ পাক খরচ করাকে পছন্দ করেন এবং কৃপণতাকে নাপছন্দ করেন। আল্লাহর উপর গভীর আস্থা থাকিলেই দানশিলতা আসে, আর অনাস্থার ফলে আসে কৃপণতা! যে আল্লাহর উপর আস্থাশীল সে জাহারামে যাইবে না আর যে সন্নিহান সে জাহারামী। জোবায়ের আল্লাহ পাক ছাখাওয়াতকে ভালবাসেন যদিও উহা এক টুকরা খেজুরই হউক না কেন, সাপ বা বিছা মারিতেও যদি বাহাজরী

প্রকাশ পায় খোদা তায়াল। উহাকেও পছন্দ করেন, জোয়াযের! দুয়ো-  
গের সময় ছবর করাকে তিনি বড় পছন্দ করেন, এবং কাম প্রবৃত্তির  
উত্তেজনার সময় এমন একীনকে তিনি পছন্দ করেন যাহা সর্বদিকে  
বিস্তার হইয়া যায় এবং রিপুকে দমন করিয়া দেয়। সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার  
সময় তিনি পরিপূর্ণ বিবেক বুদ্ধিকে পছন্দ করেন, অবৈধ এবং অপকর্মের  
সম্মুখে তাক্ওয়া ও পরহেজগারীকে পছন্দ করেন। হে জোবায়ের!  
ভাইদের সম্মান করিবে, নেক লোকদের ইজ্জত করিবে, ভদ্রলোকদের  
একরাম করিবে, প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, পাপীদের সহিত  
পথও চলিবে না। যেই ব্যক্তি এই সব বস্তুর এইতমাম করিবে সে  
আজাব এবং হিসাব কিতাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এইসব  
নহীহত আল্লাহ পাক করিয়াছেন আমাকে, আর আমি করিতেছি  
তোমাকে। এই সব কথার উপর ভিত্তি করিয়াই প্রিয় নবী (ছঃ) হযরত  
আছমাকে জোবায়েরের মাল নিঃসঙ্কোচে খরচ করার নির্দেশ দিয়াছেন।

হযরত জোবায়ের হুজুর (ছঃ)-এর ফুকাত ভাই ছিলেন। এছাড়া  
নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে হযরত জোবায়েরের দানের কোন সীমারেখা  
ছিল না। নিজস্ব এক হাজার গোলাম তাঁহার খাজনা যোগাইত  
উহার এক কপদকও ঘরে পৌঁছিত না। সর্বস্ব আল্লাহর রাস্তায়  
বিলাইয়া দিতেন, তার পরও দেখা যায় এতেকালের সময় তিনি বাইশ  
লক্ষ টাকা ধনী ছিলেন। বোখারী শরীফে হযরত জোবায়েরের  
কর্জের ব্যাপার এইভাবে বর্ণিত আছে যে তিনি একজন জবরদস্ত আমানত  
দার ছিলেন, লোকে আমানত রাখিলে তিনি বলিতেন আমার নিকট  
আমানত রাখিবার জায়গা নাই। কর্ত্ত হিসাবে রাখিয়া যাইতে পার,  
আমি খরচ করিয়া ফেলিব, প্রয়োজনের সময় নিয়া যাইও। এইভাবে  
অজস্র টাকা তিনি অকাতরে দান করিয়া দিতেন। শুধু তিনি কেন  
অধিকাংশ ছাহাবাদের ঐরূপ অভ্যাস ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এক-  
দিন চারি শত দীনারের একটি থলিয়া গোলামকে দিয়া বলিলেন যাও  
ইহা আবু ওবায়দাকে দিয়া আস এবং সেখানেই অন্য কোন কাজে লিপ্ত  
হইয়া ইশারায় দেখিতে থাকিবা তিনি কি করিতেছেন। দীনার পাইয়া  
হযরত আবু ওবায়দা ওমরকে খুব দোয়া করিলেন ও থলিয়টা গোলামের  
হাতে দিয়া বলিলেন, অমুককে সাত দীনার অমুককে পাঁচ দীনার দিয়া

দাও, এইভাবে সমস্ত দীনার ঐ মজলিসেই খতম করিয়া দিলেন।  
গোলাম আসিয়া হযরত ওমরকে খুব কেছা শুনাইলেন তিনি আবার  
সেই পরিমাণ টাকা হযরত মোয়াজ্জের নিকট পাঠাইলেন এবং গোলামকে  
সেই ভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে বলিলেন। তিনি ও দীনার পাইয়া বাঁদীর  
মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌছাইয়া শেষ করিয়া দেন, অবশেষে তাঁহার বিবি  
আসিয়া বলিলেন আমিও ত মিছকিন আমাকেও কিছু দাও। তিনি  
বিবির দিকে থলিয়টা ছুড়িয়া মারিলেন, বিবি দেখিলেন মাত্র দুই দীনার  
বাকী আছে। অবশিষ্ট সব বর্টন হইয়া গিয়াছে। গোলাম আসিয়া  
হযরত ওমরের নিকট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে  
বলিলেন ইহারা সবই একই নমুনার ভাই ভাই।

(৩) من ابى سعيد (رض) قال قال رسول الله (ص)  
ايها مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كسا الله من  
خضر الجنة وايها مسلم اطعم مسلما على اجوع اطعمه  
الله من ثمار الجنة وايها مسلم سقى مسلما على ظما سقاها  
الله من الرحيق المختوم (ابوداؤد - ترمذی)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্ত্রহীনকে  
বস্ত্র দান করে আল্লাহ পাক তাহাকে জান্নাতের সবুজ বস্ত্র পরাইবেন  
আর যদি কেহ কোন ক্ষুধার্থকে খানা খাওয়ার আল্লাহ পাক তাহাকে  
জান্নাতের ফল খাওয়াইবেন। আর যদি কেহ কোন পিপাসিতকে পানি  
পান করায় আল্লাহ পাক তাহাকে জান্নাতের মোহরযুক্ত শরাব  
পান করাইবেন। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

মোহর যুক্ত শরাব দ্বারা ঐ পবিত্র শরাব বুঝায় যাহা কোরআনে  
মজীদে বেহেশতীদের জন্য সুরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ছুরায়ে  
তাৎফীফে আছে—

“নিশ্চয় নেককারগণ আরাম আয়েশে থাকিবা তখতের উপর আরো-  
হন করিবা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জান্নাতের আজায়েব সমূহ দেখিতে  
থাকিবে। তুনি তাহাদের চেহারায় আনন্দের আভা প্রস্ফুটিত দেখিতে  
পাইবে। তাহাদিগকে মেশকের মোহরযুক্ত শরাব পরিবেশন করান  
হইবে। লোভী ব্যক্তিদের এমন বস্তুর প্রতিই লোভ করা উচিত।

হযরত মোজাহেদ বলেন, বর্ণিত রাহীক জান্নাতের বিশেষ শরাবের



নাম তাহাতে তাছনীমের আমেজ থাকিবে। তাছনীম হইতেছে বেহেশতীদের জন্য পরিবেশিত সর্বোত্তম শরাব। আল্লাহর নিকটতম বান্দার উহা পান করিবে, আর নিম্নস্তরের বেহেশতীদের শরাবে তাছনীমের কিছুটা সংমিশ্রণ থাকিবে।

উল্লেখিত আয়াতের দুইটা অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ দাতা ছুরাবস্থায় থাকিয়া ও দান করে অর্থাৎ দাতার কাপড় না থাকা সত্ত্বেও অপরকে কাপড় পরায় দাতা ভূকা পেয়াছা থাকিয়াও অপরকে খাওয়ায় এবং পান করায়। এই ছুরতে এই হাদীছ ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা-স্বরূপ দাঁড়ায়, আল্লাহ পাক সেখানে ফরমাইয়াছেন—

“আর তাহারা নিজেদের ভীষণ অভাব থাকা সত্ত্বেও অতর্কিত অগ্রাধিকার দান করেন”।

বিতীয় অর্থ হইল ফকীরের ছুরাবস্থায় উপর তাহাকে দান করে। এই ছুরতে অধিক মোহতাজকে দান করা স্বভাবিক ফকীরদেরকে দান করা অপেক্ষা উত্তম, যেমন ১০ নং হাদীছে গিয়াছে একটা মৃতপার কুকুরকে পান করাইবার দরুণ একটা পতিতা নারীর যাবতীয় পাপ মাফ হইয়া যায়। হযরত এবনে ওমর বর্ণনা করেন, যে নিজের ভাইয়ের অভাব মোচনের চেষ্টা করে আল্লাহ তায়ালা তাহার অভাব ঘুচাইয়া থাকেন, যে ব্যক্তি কোন মুহলমানকে বিপদ মুক্ত করেন হক তায়ালা তাহাকে স্বর্গের কোন মুছিবত হইতে মুক্ত করেন। আবার যে ব্যক্তি মুহলমানের দোষ ঢাকিয়া রাখিবে হক তায়ালা ফেরামতের দিন তাহার দোষের উপর পদা ঢাকিয়া দিবেন। (মেশকাত)

একটি হাদীছে আছে যদি কেহ গোপন রাখিবার যোগ্য কোন বস্তু লক্ষ্য করার পর উহাকে গোপন করিয়া ফেলে তার ছাওয়াব ঐ ব্যক্তির ছওয়াবের সমতুল্য যে জীবিত কবরস্থ ব্যক্তিকে কবর হইতে উঠাইয়া তার প্রশ্ন রক্ষা করিল। আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন “তোমাদের মধ্যে সাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে আর সাহারা পরে করিয়াছে তাহারা কখনও সমান হইতে পারে না। “তার কারণ হইল এই যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানগণ দুর্বল ছিল বিধায় তাহাদের প্রয়োজন ছিল বেশী। এসব আনন্দের মোহাজেরদের শানে হজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা অল্প পরিমাণ স্বর্ণ দান করিলেও তাহাদের এক ‘মুদ’

অথবা আধা মুদ পরিমাণ দানের সমান ছওয়াব লাভ করিতে পারিবে না। এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে নবীয়ে করীম (ছঃ) মোহতাজ ফকীরদের দানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, হজুর আরও এরশাদ করেন, ওয়ালিমা দাওয়াতে শুধু ধনীদেব দাওয়াত করা হয় এবং ফকীরদেরকে বাদ দেওয়া হয় তাই ওয়ালিমা খানা হইল নিকটতম খানা একটি হাদীছে আসিয়াছে কেহ যদি কোন মুহলমানকে এমন জায়গায় পানি পান করায় যেখানে পানি পাওয়া যায় সে একটা গোলাম আজাদ করার ছওয়াব পায়, আর যেখানে পানি পাওয়া না যায় সেখানে পান করাইলে সে যেন মৃত ব্যক্তির জীবন দান করিল। অতঃ হাদীছে আছে আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ পছন্দনীয় আমল হইল ক্ষুধাতুরকে খাবার দান করা অথবা তাহার কর্জ পরিশোধ করিয়া দেওয়া অথবা তাহার কোন দুর্দশা মোচন করা।

ওয়ায়েদ বিন ওমায়ের বলেন ফেরামতের দিন মানুষ ভীষণ ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া উলঙ্গাবস্থায় উঠিবে। অতএব যেহু নিয়াতে কাহাকেও আহ্বান করাইয়াছিল আল্লাহ পাক সেদিন তাহার পেট ভরিয়া দিবেন আর যে আল্লাহর ওয়াস্তে পানি পান করাইয়াছিল আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সেদিন পিপাসামুক্ত করিয়া দিবেন, আবার যে কাহাকেও কাপড় পরাইয়াছিল আল্লাহ পাক তাহাকে কাপড় পরাইবেন।

(১৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) السَّاعَى عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالسَّاعَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاحْسِبْهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتَرُّ وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُهُ (مَشْكُورًا)

হজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি বিধবা নারীর ও মিসকীনের জরুরত পূরা করার চেষ্টা করে সে যেন জেহাদে লিপ্ত। আমার মনে হয় আরও ফরমাইয়াছেন, সে ঐ নামাজীর সমতুল্য যে নামাজে কোন অলসতা করে না, আর ঐ রোজাদারের সমতুল্য যে কখনও রোজা ভঙ্গ করে না। (মেশকাত)

“আর মেলা” শব্দের অর্থ হইল যে স্বামী হারা হইয়া গিয়াছে বা যে এখনও স্বামী গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই; এই উভয় প্রকার নারীর উপকারের চেষ্টার একই ফজীলত, চেষ্টার ফল হউক বা না হউক। অতঃ হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি কোন মুহলমান ভাইয়ের উপকারের জন্য চলে সে আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। আর একটি



হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি কোন বিপর্যাস্ত ভাইয়ের সাহায্য করে আল্লাহ পাক এমন দিনে তাহার পদদ্বয়কে মজবুত রাখিবেন যেদিন পাহাড় পর্যন্ত আপন স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।

একটি হাদীছে এরশাদ হইতেছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের ছনিয়াবী কোন হাজত পূর্ণ করে আল্লাহ পাক তাহার সত্তরটি হাজত পূর্ণ করেন উহার মধ্যে সর্ব নিয় হইল তাহার গোনাহ মাফ করা, (কানজ) আরও এরশাদ হইতেছে যে ব্যক্তি সরকারের নিকট কাহারও প্রয়োজন পেশ করায় সাহায্য করে যদ্বারা সে উপকৃত হয় বা তার কোন সমস্যা দূর হয় কেয়ামতের দিন পুলহেরাত পার হওয়ার সময় যখন বহু লোকের পা পিছলাইয়া যাইবে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার সাহায্য করিবেন।

সুতরাং সরকারী কর্মকর্তাদের উপর যাহাদের প্রভাব রহিয়াছে বা মুনিবের নিকট যেসব নওকরের প্রতিপত্তি রহিয়াছে তাহারা যেন অধীনস্তদের প্রয়োজনাদী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে। অতঃপর কামেলায় আমি কেন লিপ্ত হইব এই ধরনের চিন্তা না করা উচিত, কারণ পুলহেরাত পার হওয়া বড়ই কঠিন সমস্যা, অতএব এই সামান্য চেষ্টায় যদি উক্ত কঠিন সমস্যার সমাধান হয় তবে কতইনা সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু যাবতীয় কাজ বশ ও খ্যাতির জন্য না হইয়া শুধু আল্লাহর জন্য হইতে হইবে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ হইলে সম্মান ও খ্যাতি আপনা আপনি হাসিল হইয়া যাইবে, যাহা ইচ্ছা সঙ্কেত হয় না।

(১৫) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ (الْعَدُوَّةُ)

“প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন আর তিন ব্যক্তিকে খুব বেশী না পছন্দ করেন, যেই তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন তাহারা হইল এই (১) জনৈক ভিক্ষুক কোন এক দলের নিকট আসিয়া আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু ভিক্ষা চাহিল, সে কোন আত্মীয়তার দোহাই দেয় নাই। উক্ত দলের লোকেরা তাহাকে কিছুই দিল না, কিন্তু এক ব্যক্তি গোপনে ভিক্ষকের হাতে কিছু দিল যাহা ফকীর ব্যতীত বা আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানিল না, এই ব্যক্তিকে গোদা তায়ালা ভালবাসেন। (২) একটি কাফেলা

রাত্রি বেলায় পথ চলিতে চলিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে ঘুমই তাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে হয়, অতঃপর তাহারা নিদ্রা মগ্ন হইয়া পড়ে কিন্তু তখন এক ব্যক্তি নামাজে দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহর দরবারে অনুনয় বিনয় করে ও কোরান তেলাওয়াত করিতে শুরু করে। (৩) এক ব্যক্তি কোন মুজাহেদ বাহিনীতে শরীক হয়। শত্রুর মোকাবেলায় উক্ত বাহিনী পরাজয় বরণ করে, কিন্তু সেই ব্যক্তি দৃঢ় পদে বুক পাতিয়া দাঁড়ায় অতঃপর হয় শহীদ হইয়া যায়, না হয় বিজয়ী হয়, আর যাদেরকে আল্লাহ পাক না পছন্দ করেন সেই তিন শ্রেণী হইল—(১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (২) অহংকারী ভিক্ষুক, (৩) অত্যাচারী ধনী।

একটি হাদীছে আসিয়াছে তিনটি খাচ ওয়াস্তে দোয়া অবশ্যই কবুল হইয়া থাকে, ১নং যে ব্যক্তি এমন জনমানব গুণ জম্বে নামাজ পড়ে যে তাকে কেইই দেখে না, ২নং যে ব্যক্তি কোন জমাতের সহিত জেহাদে শরীক হয়, কিন্তু তার সঙ্গীরা সকলেই পলায়ন করিলে সে একাই বুক পাতিয়া যুদ্ধ করিতে থাকে এবং এক ব্যক্তি সে রাতে উঠিয়া আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন কোন কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি করিবেন না, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না, আর তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১ম বৃদ্ধ জিনাকার ২য় মিথ্যাবাদী বাদশাহ, ৩য় অহংকারী ফকীর, তাহাদেরকে পবিত্র করার অর্থ হইল তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিবেন না বা তাহাদের প্রশংসা করিবেন না। অতঃপর হাদীছে আসিয়াছে তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি হইল কছমখোর ব্যবসায়ী, অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের সময় কথায় কথায় শুধু কছম খায়। অতঃপর হাদীছে আছে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে এক ব্যক্তি হইল সেই ব্যক্তি যাহাকে প্রতিবেশীরা কষ্ট দেয় কিন্তু সে ছবর করে ও এই অবস্থায় হয় মৃত্যু না হয় ছফর করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। আর অপ্রিয়জনের একজন হইল কছমখোর ব্যবসায়ী দ্বিতীয়জন অহংকারী ফকীর, তৃতীয় জন যে কুপণ ব্যক্তি দান করিয়া পরে খোটা দেয়।

(১৬) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَعَقَا سَوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْآيَةَ ۝

ফাতেমা বিস্তে কয়েছ বর্ণনা করেন প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন ধন সম্পদের মধ্যে জাকাত দাতীত আরও কিছু হক রহিয়াছে, তারপর হুজুর এই আয়াত তেলাওয়াত করেন লাইছাল বেররা—

এই আয়াত দ্বারা হুজুর (ছঃ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, জাকাত দাতীত মালের মধ্যে অস্বাভাবিক হকও রহিয়াছে, যেহেতু মালকে আত্মীয়স্বজন এতীম গরীব মিসকীন, মোছাফের এবং গোলাম আজাদ করার মধ্যে খরচ করার উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে, তারপর ভিন্ন ভাবে জাকাতের উল্লেখ করা হইয়াছে।

মোছলেম বিন ইয়াছার বলেন, নামাজ দুই প্রকার ফরজ ও নফল, জাকাতও দুই প্রকার ফরজ ও নফল। উভয় প্রকারের কথা কোরানে উল্লেখ রহিয়াছে, তারপর তিনি কোরানের আয়াত পাঠ করিয়া প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন। আল্লামা তীবি বলেন হাদীছে বর্ণিত ‘হক শব্দের অর্থ হইল ভিক্ষুককে, কর্ত্ত প্রার্থীকে, ঘরের মামুলী সাজ সরঞ্জাম যেমন হাড়ি বাটি, দা, কুড়াল, পানি লবণ আণ্ডা ইত্যাদি চাহিলে বঞ্চিত না করা। মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন হাদীছে জাকাত ছাড়া আর যে সব দানের কথা উল্লেখ আছে উহার উদ্দেশ্য হইল আত্মীয়তা রক্ষা করা এতীম মিসকীন মোছাফের ও ভিক্ষুককে দান করা এবং মানুষের ঘাড়কে দাসত্ব মুক্ত করা। (মেশকাত)

মাজাহেরে হক এশ্বে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে মোমেনদের এই মর্মে প্রশংসা করেন যে তাহারা আত্মীয় স্বজনও এতীম ইত্যাদিকে দান করে, তারপর নামাজ ও জাকাত আদায় করার উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রশংসা করেন, ইহা দ্বারা পরিস্কার প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন খাতে মাল দান করা ভিন্ন জিনিস আর জাকাত আদায় করা ভিন্ন জিনিস।

আল্লামা জাছাছ রাজী বলেন কোন কোন ওলামাদের মতে আয়াত শরীফে ওয়াজ্বে হকুক সমূহ বুঝান হইয়াছে, যেমন সংকটাপন্ন আত্মীয়দের সাহায্য করা অথবা বিপদে গ্রস্ত মানুষের সাহায্য করা। তারপর আল্লামা হুজুরের বাণী “মালের মধ্যে জাকাত ছাড়াও হক রহিয়াছে” ইহার উল্লেখ করিয়া বলেন—ইহা দ্বারা অবশ্য করণীয় হক সমূহও হইতে পারে আর নফল হকুকও হইতে পারে।

ফৎওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে যখন কোন দরিদ্র বাহিরে গিয়া অর্থ উপার্জন করিতে অক্ষম হয় তখন যাহাদের তাহার হালত জানা আছে তাহাদের উপর এই পরিমাণ খানা তাহাকে দেওয়া জরুরী যদ্বারা সে বাহিরে গিয়া করজ আদায় করিতে সক্ষম হয়। আর যদি তাহার সামর্থ্য না থাকে তবে যাদের সামর্থ্য আছে তাহাদেরকে জানাইতে হইবে। যদি সেই অভাব গ্রস্ত ক্ষুধায় মারা যায় তবে আশেপাশের সবাই গোণাহগার হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে যদি সেই অভাবী ব্যক্তি বাহির হইবার সামর্থ্য রাখে কিন্তু উপার্জনে সক্ষম নয়; তখন জ্ঞাত ব্যক্তিদের হুকুম করিয়া তাহাকে সাহায্য করা জরুরী, আর যদি সে উপার্জন করিতে সক্ষম হয় তবে তার পক্ষে ভিক্ষা করা হারাম। তৃতীয় কথা হইল ফকীর যদি বাহির হইতে সক্ষম হয় অথচ উপার্জন করিতে অক্ষম তখন তার জন্য ভিক্ষা করা জরুরী এবং ভিক্ষা না করিলে গোণাহগার হইবে।

(আলমগিরী)

**কোন বস্তু কেহ চাহিলে নিষেধ করা নাজায়েজ**

(১৭) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ الْمَلْحُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ إِنْ تَفَعَّلَ الْخَيْرَ خَيْرَ لَكَ مَشْكُورًا ۝

হুজুরত মোহাম্মদ (রাঃ) বলেন আমার বাবাজান নবীয়ে করিম (ছঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হুজুর! কোন বস্তু কেহ চাহিলে নিষেধ করা নাজায়েজ? হুজুর ফরমাইলেন পানি। আবার জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর ফরমাইলেন লবণ, আবার প্রশ্ন করিলে বলেন যে কোন নেক কাজ করাই তোমার জন্য মঙ্গল। (মেশকাত)

পানির দ্বারা উদ্দেশ্য যদি কুয়ার পানি হয় আর লবণের উদ্দেশ্য খনির লবণ হয় তবে সত্যই কাহাকেও উহা হইতে ফিরান শরীয়তে নাজায়েজ, আর যদি উহা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয় তবে হুজুরের উদ্দেশ্য হইল এত সাধারণ জিনিস হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করার কোন কারণ নাই যেহেতু ইহাতে দাতার কোন ক্ষতি হয় না অথচ গ্রহীতার

বড় উপকার হয় ?

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করমাইয়াছেন তিন বস্তুতে বাপা প্রদান করা জায়েজ নাই; পানি, লবণ, আগুন; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর! পানির ব্যাপারটাতে বুঝে আসিল, কিন্তু লবণ এবং অগুনের ব্যাপার বুঝে আসিল না, হুজুর করমাইলেন ‘হোমায়রা’ (আয়েশার স্নেহ প্রসূত নাম) আগুন দান করিলে যেমন নাকি সেই আগুন দ্বারা পাকানো যাবতীয় খাদ্য দান করিল, আর লবণ দান করিলে যেমন নাকি লবণ দ্বারা স্বাদযুক্ত যাবতীয় খাদ্য দান করিল, অতঃপর হুজুর (ছঃ) একটা বিধি বিধান করমাইলেন, “যতটুকু ভাল কাজ করিবে উহাই তোমার জন্ত মঙ্গল” বাস্তবিক পক্ষে কাহারেও সহিত এহছান করার অর্থই হইল নিজের উপর এহছান করা।

(১৮) عَنْ سَعْدِ بْنِ عِبَادَةَ (رَضِيَ) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص)  
أَنْ أَمَّ سَعْدٌ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرُوا  
نَهْرًا وَقَالَ هَذِهِ لَامٌ سَعْدٌ (مَشْكُورًا)

হুজুরত ছায়াদ (রাঃ) আরজ করিলেন ইয়া রাছুল্লাহ! ছায়াদের মাতা এস্তেকাল করিয়াছেন, তাহার জন্য কিরূপ ছদকা উত্তম হইবে? হুজুরত (ছঃ) করমাইলেন ‘পানি, তদনুসারে ছায়াদ তাহার নামে একটি কুপ খনন করিয়া দেন। (মেশকাত)

পানিকে সর্বোত্তম বলা হইয়াছে, কেননা সকলের জন্য পানির প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত ব্যাপক, তদুপরি তখনকার দিনে মদিনায় মোনাও রারায় পানির প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশী। একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি পানির ব্যবস্থা করিবে এবং উহা হইতে মানুষ, জিন, পশুপক্ষী যত প্রাণী পান করিবে, কেয়ামত পর্যন্ত তার ছওয়াব ঐ ব্যক্তি লাভ করিবে।

হুজুরত আবুহুলাহ বিন মোবারকের খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া আরজ করিল, হুজুর! আমার হাঁটুতে সাত বৎসরের পুরাতন একটা জখম আছে বহু ডাক্তার ও ঔষধের আশ্রয় লইয়াছি কিন্তু সব ব্যর্থ। হুজুরত এবনে মোবারক বলেন, যেখানে পানির অভাব সেখানে একটা কুপ খনন করিয়া দাও আমি আল্লাহর দরবারে আশা করি কুপ হইতে পানি

বাহির হইবার সাথে সাথে তোমার জখমের রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। বাস্তবিকই লোকটি যখন কুপ খনন করিল তখন তাহার গায়ের জখমও ভাল হইয়া গেল, বিখ্যাত মোহাদ্দেহ আবুহুলাহ হাকেমের মুখ মণ্ডলে ক্ষত দেখা দিয়াছিল, তিনি ওস্তাদ আবু ওহমান ছাবুনীর নিকট দোয়ার অনুরোধ জানাইলেন। জুমার দিন ছিল তিনি দোয়া করিতে লাগিলেন ও লোকজন আমীন বলিতে লাগিল, পরের জুমার দিন জনৈক নারী তাহার দরবারে এক টুকরা কাগজ পেশ করিল, তাহাতে লেখা ছিল— আমি ঘরে গিয়া হুজুরত হাকেমের জন্ত খুব বিনয়ের সহিত দোয়া করিতে ছিলাম। রাত্রি বেলায় হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত নছীব হয়। হুজুর এরশাদ করেন হাকেমকে বল সে যেন মুহলমানদের জন্ত পানির ব্যবস্থা করিয়া দেয়। হাকেম এই কথা শুনিয়া ঘরের সামনে একটা পানির ট্যাঙ্ক নির্মাণ করিয়া দেন উহার মধ্যে বরফ ঢালাও ব্যবস্থা করেন, কলে একসপ্তাহের মধ্যে তাহার চেহারা ভাল হইয়া আগের চেয়ে উজ্জ্বল হইয়া যায়। একটি হাদীছে আসিয়াছে হুজুরত ছায়াদ (রাঃ) বলেন হুজুর আমার আত্মা জীবিত থাকিতে আমার মাল দ্বারা হজ্জ করিতেন ও ছদকা খরচাত করিতেন, এখন আমি যদি তাহার তরফ হইতে এইসব আদায় করি তিনি কি ছওয়াব পাইবেন? হুজুর বলেন নিশ্চয় পাইবে। এই প্রকার জনৈক মেয়েলোককেও হুজুর (ছঃ) তাহার মায়ের তরফ থেকে ছদকা করিতে হুকুম করেন। আপন মাতা-পিতা ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের কোন সম্পদ তোমাদের হাতে আসিয়াছে অথবা কোন লোকের যদি তোমাদের উপর বিশেষ কোন দান থাকে, এবং ওস্তাদ পীর-মাশায়খ প্রভৃতির উপর ছওয়াব রেছানী করা তোমাদের উপর নেহায়েত জরুরী, ইহা বড়ই লজ্জার ব্যাপার যে, একটা লোক জীবিতাবস্থায় তুমি তাহার দ্বারা উপকৃত হইবে অথবা ত্যাজ্য সম্পত্তি ভোগ করিবে অথচ মৃত্যুর পর তাহাকে ভুলিয়া যাইবে। মানুষ মরণের পর যাবতীয় আমল হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, শুধু মাত্র ছদকায়ে জারিয়ায় ছওয়াব পায়, আর অন্যান্যরা ছওয়াব রেছানী এবং দোয়ার এন্তেজার করিতে থাকে।

হাদীছে আসিয়াছে মৃত ব্যক্তি কবরে সেই ডুবন্ত ব্যক্তি

অবস্থায় পতিত হয় যে চারি দিক থেকে শুধু সাহায্যের আশাই করিয়া থাকে আর বাপ ভাই বা কোন বন্ধুর তরফ হইতে কিছুটা দোয়ার হাদিয়া পৌঁছিতে এই এন্তেজ্বারে থাকে। কোন প্রকার সাহায্য পাইলে উহা তাহার নিকট তামাম ছনিয়ার চেয়ে অধিকতর প্রিয় বলিয়া মনে হয়।

বাশার বিন মানছুর বর্ণনা করেন এক ব্যক্তি প্রেণের জামানায় জানাজায় বেশী বেশী করিয়া শরীক হইত ও সন্ধ্যা বেলায় কবরস্থানের গেইটে দাঁড়াইয়া এই দোয়া পড়িত—

اَنْسَ اللّٰهُ وَحَشَتَكُمْ وَرَحِمَ غُرَبَاتِكُمْ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَقَبِلَ اللّٰهُ حَسَنَاتِكُمْ ۝

অর্থঃ—আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গ দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিন এবং তোমাদের অসহায় অবস্থার প্রতি রহম করুন, তোমাদের গুণাহ সমূহ মাফ করুন এবং নেকী সমূহ কবুল করুন।

এ দোয়া পড়িয়া সে প্রতিদিন চলিয়া বাইত। ঘটনাক্রমে সে এক দিন পড়িতে পারে নাই, রাত্রি বেলায় স্বপ্নে দেখে যে বিরাট এক জমাত তাহার নিকট হাজির, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে? তাহারা বলিল আমরা কবরস্থানের বাসিন্দা, প্রতিদিন আপনার তরফ হইতে হাদিয়া পৌঁছিত। তিনি বলিলেন কেমন হাদিয়া? তাহারা বলিল আপনি যে প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা দোয়া করিতেন উহা হাদিয়া স্বরূপ আমাদের নিকট পৌঁছিত। হজরত বাশার বলেন তার পর হইতে সে আর কখনও দোয়া তরফ করে নাই।

### ইহায়েল ছওয়াব

বাশ্শার বিন গালেব নজরানী বলেন আমি হজরত রাবেয়া বহরীর জন্ম খুব দোয়া করিতাম। একদিন স্বপ্ন যোগে তিনি আমাকে বলিলেন বাশ্শার তোমার হাদিয়া আমার নিকট নূরের তস্তুরীতে করিয়া রেশমী গেলাফে ঢাকা অবস্থায় পৌঁছিয়া থাকে। আমি বলিলাম সেটা কি

জিনিস? তিনি বলিলেন মূর্দাদের জন্য মুছলমানের যে সব দোয়া কবুল হইয়া থাকে উহা নূরের বস্তানে করিয়া রেশমী গেলাফে ঢাকা অবস্থায় তাহার নিকট পৌঁছে ও বলা হয় ইহা অম্বকের তরফ হইতে তোমার জন্য হাদিয়া আসিয়াছে।

আল্লামঃ নববী (রঃ) লিখিয়াছেন মূর্দার নিকট হদকার ছওয়াব পৌঁছার ব্যাপারে মুছলমানের মধ্যে কোন এখতেলাফ নাই। ইহাই সঠিক মত। যাহারা লিখিয়াছে মওতের পর মূর্দার নিকট আর কোন ছওয়াব পৌঁছেনা উহা সম্পূর্ণ বাতেল মতবাদ। উহা কোরান হাদীছ ও এজমায়ে উম্মতের খেলাফ।

শায়েখ তকিউদ্দিন বলেন যাহারা মনে করে যে মৃত ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের আমলেরই ছওয়াব পায় তাহারা উম্মতের একটা সর্বসম্মত মতবাদের বিরোধিতা করে। কারণ এজমায়ে উম্মত হইল যে, মানুষের দোয়া মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে। হুজুরে আকরাম (ছঃ) ও আশ্বিয়ায়ে কেরাম গয়দানে হাশরে সুপারিশ করিবেন। বুজুর্গানে দ্বীন ও সুপারিশ করিবেন! তজ্জপরি ফেরেশতাগণ মোমেনদের জন্ম দোয়া ও এন্তেগফার করেন এই সবইত অন্যের আমল দ্বারা লাভবান হওয়া। তাছাড়া আল্লাহ পাক স্বীয় মেহেরবাণীতে অনেকের গুনাহ মাফ করিবেন। মোমেনদের আওলাদ পিতা মাতাকে সাথে করিয়া জান্নাতে গমন করিবে। বদলী হুজ্ব করিলে মৃত ব্যক্তির জিন্মা হইতে ফরজ আদায় হইয়া যায়। এই সবই অথের আমলের দ্বারা লাভবান হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

জনৈক বুজুর্গ বলেন আমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাহার হাঙ্গত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে আমার দিকে একটা আওশের শিখা আসিতেছিল, কোন এক ব্যক্তির দোয়ার বরকতে উহা আমার নিকট আসিতে পারে নাই। দোয়া না হইলে আমার উপায় ছিল না।

আলী বিন মুছা হাদাদ (রঃ) বলেন আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সাথে কোন এক জানাজায় শরীক ছিলাম। মোহাম্মদ বিন কোদামা জওহারীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সেই লাশ দাফন হওয়ার পর এক অন্ধ ব্যক্তি কবরের পার্শ্বে বসিয়া কোরআন পড়িতে লাগিল। ইমাম সাহেব বলেন এইরূপ তেলাওয়াত করা বেদআত। ফিরিয়া আসিয়া মোহাম্মদ বিন কোদামা ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মোবাম্বের বিন ইছমাইল আপনার মতে কেমন লোক? ইমাম সাহেব বলেন তিনি

খুব বিশ্বস্থ লোক। এব্নে কোদামা জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শিখিয়াছেন? তিনি বলেন হ্যাঁ শিখিয়াছি। তারপর মোহাম্মদ বিন কোদামা বলেন মোবাম্বের আমাকে বলিয়াছেন আবদুর রহমান বিন আলা বিন জাল্লাজ স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতার এন্তেকালের সময় তিনি তাঁহার কবরের পাশে ছুরায়ে বাকারার প্রথমমাংশ তেলাওয়াত করার অছিয়ত করিয়া গিয়াছেন সাথে সাথে তিনি ইহাও বলেন যে; আমি হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমরকে এইরূপ অছিয়ত করিতে শুনিয়াছি। ইমাম সাহেব এই ঘটনা শুনিয়া এব্নে কোদামাকে বলেন যাও তুমি অন্ধকে কোরআন তেলাওয়াত করিতে বল।

মোমাম্মদ বিন আহমদ মারওয়াজী বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রঃ) বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমরা কবরস্থানে যাও তখন ছুরায়ে ফাতেহা, কুলহুয়াল্লাহ, কুল আউজু বিরাবিলু ফালাকে, কুল আউজু বিরাবিল্লাহে পড়িয়া মুর্দাদের জন্য বখশিশ করিয়া দিও। ইহার ছওয়াব তাহারা পাইয়া যাইবে। বজলুল মাজহুদ গ্রন্থে লিখিত আছে কেহ রোজা নামাজ বা ছদকা করিয়া অথ কাহাকেও বখশিয়া দিলে সে পাইয়া যাইবে, চাই সে জীবিত হউক বা মৃত হউক। হজরত আবু হোরাযরা (রাঃ) বলেন এমন কোন ব্যক্তি কি আছে যে এই কথার জিম্মাদারী নিতে পারে যে, সে বসরার নিকটবর্তী মসজিদে আশ-শারে গিয়া দুই রাকাত বা চার রাকাত নামাজ পড়িয়া বলে ইহার ছওয়াব আবু হোরাযরার জন্ত দান করা হইল। মূল কথা আপন প্রিয় মুর্দাদের জন্য ছওয়াব রেছানী করা খুবই জরুরী, তাহাদের হক ছাড়াও অতিসম্মত মৃত্যুর পর তাহাদের সহিত মিলিতে হইবে তখন কত বড় লজ্জা হইবে। কত বড় অশ্রয়ি কথা তাহাদের মাল ও এছান দ্বারা উপকৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদেরকে ভুলিয়া যাওয়া।

**মৃত্যুর পর তিনটি ব্যতীত যাবতীয় আমল বন্ধ হইয়া যায়**

(১১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)  
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مِنْ  
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ ۝

“নবীয়ে করীম (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষ যখন মরিয়া যায় তখন

তাহার সমস্ত আমল বন্ধ হইয়া যায়, তবে তিনটা আমলের ছওয়াব সে মৃত্যুর পরেও পাইতে থাকে। ১ম ছদকায়ে জারিয়া, ২য় যেই এলেমের দ্বারা লোকে উপকৃত হয়, ৩য় ঐ নেক সন্তান যে মৃত্যুর পর তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে।”

আল্লাহ পাকের কত বড় মেহেরবানী যে, মানুষ যদি চায় যে মৃত্যুর পরেও সে কবরে শুইয়া শুইয়া আরাম করিবে ও তাহার নেক আমল বাড়িতে থাকিবে তাহার ও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম হইল ছদকায়ে জারিয়া, যেমন মসজিদ মাদাসা মুছাফেরখানা, বা পুল অথবা পানির ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া, যতদিন পর্যন্ত মসজিদে নামাজ হইবে, মাদাসায় এলেমের চর্চা হইবে ও দান করা জিনিস দ্বারা মানুষ উপকৃত হইতে থাকিবে ততদিন সে ছওয়াব পাইতে থাকিবে। এই ভাবে যদি কোন তালেবে এলেমের সাহায্য করিল বা কাহাকেও কোরান শরীফ ও কিতাব দান করিল অথবা কাহাকেও হাফেজ বানাইয়া গেল তাহারা এলেন শিখিয়া আবার অন্যকে পড়াইল, এইভাবে যতদিন এলেমের ছিলছিল চলিতে থাকিবে ততদিন তার আমল নামায় ছওয়াব লেখা হইতে থাকিবে। তাই তাহারা সাহায্যকারীর ক্বহের উপর ছওয়াব রেছানী করুক বা না-ই করুক, আল্লাহ ও রাছুলের বিধান মোতাবেক সে ছওয়াব পাইতে থাকিবে।

বড়ই ভাগ্যবান ঐ সব লোক যাহারা দীনকে জিন্দা রাখার ব্যাপারে নিজেদের অর্থ সম্পদকে সর্বাংশ দিয়া নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে। এই ছনিয়ার জিন্দগী স্বপ্নের চেয়ে অধিক কিছু নয়, কাহারো জানা নাই যে কখন হঠাৎ করিয়া এই ক্ষণস্থায়ী ছনিয়াকে ছাড়িয়া যাইতে হয়, সুতরাং যাহা কিছুই মূলধন নিজের জন্য রাখিয়া যাইবে উহাই চিরস্থায়ী এবং চির উপকারী। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পুত্র সকলেই দু-চার দিন কান্না কাটি করিয়া নিজ নিজ কাজে কর্মে লাগিয়া যাইবে। প্রকৃত কাজে আসিবে ঐসব বস্তু যাহা মানুষ নিজের জীবন থাকিতেই কখনও ধ্বংস হইবার নয় এমন এক সুরক্ষিত ব্যাক্সে ভরা করিয়া রাখিলে, যাহার ফায়েদা সে কেয়ামত পর্যন্ত ভোগ করিতে থাকিবে।

হাদীছে উল্লেখিত আরেক বস্তু হইল নেক আওলাদ, যে মৃত্যুর পর তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকিবে। প্রথমতঃ নেক সন্তান বানাইয়া

যাওয়াই একটা ছদকায়ে জারিয়া, কেননা নেক সন্তান যত প্রকার নেক কাজ করিবে মাতা পিতার আমল নামায় উহার একটা অংশ স্বাভাবিক ভাবেই পৌঁছিয়া যাইবে। তত্পরি সন্তান যদি দোয়া করে উহা ত পৌঁছিতেই থাকিবে।

### জনৈক মহিলার কেছা

বাহিয়া নামক জনৈক পূন্যবতী মহিলা এন্তেকালের সময় আছমানের দিকে মাথা উঠাইয়া বলিল হে জাতে পাক! তুমিই একমাত্র আমার আশা ভরসা ও আশ্রয়স্থল, আমাকে মৃত্যুর সময় বে-ইজ্জত করিও না এবং কবরের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ফেলিও না। যখন তাহার এন্তেকাল হইয়া গেল তখন তাহার ছেলে প্রতি জুমার দিন তাহার কবরের ধারে গিয়া কোরান শরীফ পড়িয়া তাহাকে ছওয়াব বখশিশ করিয়া দিত এবং তার জন্য ও সমস্ত কবরবাসীর জন্য দোয়া করিত। একদিন সেই ছেলে তাহার মাতাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল আশ্মা! তোমার কি অবস্থা; সে উত্তর করিল মওতের কষ্ট ভীষণ কষ্ট, আমি আল্লাহর মেহেরবাণীতে কবরে বড় শান্তিতে আছি। আমার নীচে রাইহানের বিছানা আছে ও রেশমের তাকিয়া লাগানো আছে। কেয়ামত পর্যন্ত আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করা হইবে। ছেলে বলিল আশ্মা আমি কি আপনার কোন খেদমত করিতে পারি? সে বলিল তুমি প্রতি শুক্রবার আমার কবরের পাশে আসিয়া কোরান পড়াকে কখনও ত্যাগ করিবে না। তুমি যখন আস তখন সমস্ত কবরস্থান ওয়ালা আমার নিকট সমুপস্থিত আসিয়া ভিড় জমায় ও আমাকে খবর দেয় তোমার ছেলে আসিয়া গিয়াছে। তোমার আগমনে তাহারা খুবই সন্তুষ্ট হয়। ছেলে বলে যে তার পর হইতে আমি আরও বেশী এহুতেমামের সহিত প্রতি জুমায় সেই কবরস্থানে যাইতাম; একদিন আমি স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইলাম যে, নারী পুরুষের এ বিরাট দল আমার নিকট হাজির। আমি তাহাদিগকে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করাতো তাহারা বলিল আমরা তোমার শোকরিয়া আদায় করিতে আসিয়াছি। যেহেতু প্রতি শুক্রবার তুমি আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের জন্য মাগকিয়াতের দোয়া করিতে থাক; ইহাতে

আমরা বড় আনন্দিত হই, এই ছিলছিলাকে তুমি বন্ধ করিও না।

অন্য একজন আলেম বলিতেছিল জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইল যে হঠাৎ একটি কবরস্থান ফাটিয়া গেল এবং সেখান হইতে অনেক গুলি মুদ্রা বাহির হইয়া আসিয়া আশপাশ হইতে কি যেন সংগ্রহ করিতে লাগিল, আর এক ব্যক্তি দিব্যি আরামে বসিয়া আছে। আমি তার নিকট গিয়া ছালাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ভাই ইহার কি তালাস করিতেছে আর তুমিইবা নিশ্চিন্তে কেন বসিয়া আছ। সে বলিল এই কবরস্থান ওয়ালাদের জন্য যে সব ছদকা, দোয়া তরুদ ইত্যাদি চাহিয়া আসে ইহার উহার বরকত সমূহ সংগ্রহ করিতেছে। আর আমি এই জন্য নিশ্চিন্তে বসিয়া আছি যে, আমার এক ছেলে অমুক বাজারে জিলাদী বিক্রয় করিয়া থাকে। সে দৈনিক এক খতম কোরআন শরীফের হওয়াব আমার জন্য পাঠাইয়া থাকে। লোকটি বলিল আমি ভোর বেলায় উঠিয়া বাজারে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে বাস্তবিকই সেই যুবক জিলাদী বিক্রয় করিতেছে আর তাহার ঠোঁট নড়িতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি পড়িতেছ? সে উত্তর করিল আমি দৈনিক এক খতম কোরআন শরীফ পড়িয়া আমার বাবার কবরের উপর বখশাইয়া থাকি। এই ঘটনার বেশ কিছু দিন পর আমি আবার স্বপ্নে দেখিতে পাই যে, সেই কবরস্থানের লোকজন আগের মত কি যেন সংগ্রহ করিতেছে, আর তাদের সাথে সাথে সেই লোকটিকেও সংগ্রহ করিতে দেখিলাম, যার সাথে আগে কথাবার্তা হইয়াছিল। এই স্বপ্নে আমি আশ্চর্য্যস্থিত হইয়া ভোর বেলা উঠিয়া সেই বাজারে গেলাম এবং খবর নিয়া জানিতে পারিলাম সেই যুবকটির এন্তেকাল হইয়া গিয়াছে।

হজরত হালেহ মুরদী (রাঃ) ফরমাইতেছেন আমি একবার খুব প্রত্যুষে জামে মসজিদে কবুর নামাজ আদায় করিতে রওয়ানা হইয়া-ছিলাম। পথিমধ্যে জমাতের এখনও দিলম্ব আছে মনে করিয়া একটি কবর স্থানের খানিকটা পাশে বসিয়া পড়িলাম, আমার নিজা আসিয়া গেল ও আমি স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, সেই কবরস্থান হইতে বহুলোক হাসি খুশি বাহির হইয়া আসিল, আপোসে কথা বার্তা বলিতে লাগিল,



আর একজন যুবক কবর হইতে বাহির হইয়া ময়লা কাপড় পরিহিত অবস্থায় বিষন্ন মনে বসিয়া রহিল। একটু পরেই আছমান হইতে অনেক ফেরেশতা অবতরণ করিল, প্রত্যেকের হাতে নূরের ঢাকনায় আবৃত খাঞ্চা সমূহ দেখিতে পাইলাম। তাহারা প্রত্যেকের হাতে একটা খাঞ্চা দিতে লাগিল ও মুদ'াগণ আপন আপন কবরে চলিয়া যাইতে লাগিল, পরিশেষে সেই যুবকটি খালী হাতেই কবরে প্রবেশ করিতে লাগিল আমি দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কেন ভাই তুমি এত চিন্তিত আর এইসব খাঞ্চাইবা কি, যুবক উত্তর করিল ভাই এই সব খাঞ্চা তাহাদের জীবিত আত্মীয়দের পেরিত হাদিয়া, আত্মীয়দের কবর করিবার পূর্বে দেই নাই, তবে মাত্র এক মা আছেন তিনি বাবা ইন্তেকালের পর অল্প স্বামী গ্রহণ করিয়া আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি তাহার মায়ের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম ও তোর বেলায় তার মায়ের কাছে গিয়া পদার আড়ালে থাকিয়া স্বপ্নে দেখা তার ছেলের বৃত্তান্ত বলিলাম। মহিলাটি বলিল নিশ্চয় আমার ছেলে ছিল, আমার কলিজার টুকরা ছিল। সে আমাকে এক হাজার দেহরাম দান করিয়া বলিল আপনি ইহা আমার চক্ষের পুতলী ছেলের জন্য ছদকা করিয়া দিবেন, অতঃপর আমিও সর্বদা তাহাকে ছদকা এবং দোয়ার দ্বারা স্মরণ করিতে থাকিব। হযরত ছালেহ বলেন আমি পুনরায় যেই কবরস্থান ওয়ালাদের স্বপ্নে দেখিতে পাই। তন্মধ্যে সেই নওজওয়ানকে অপূর্ব পোষাক পরিহিত খুব আনন্দিত দেখিতে পাই। সে আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল ছালেহ! তোমার হাদিয়া আমার নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে। এইরূপ বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি চায় যে, আমার সন্তানগণ মৃত্যুর পরেও আমার কাজে আসুক তবে যেন সাধ্যমত তাহাদিগকে নেক বানাইবার জন্য চেষ্টা করে ইহাতে প্রকৃত পক্ষে নিজের উপকার ছাড়াও তাহাদের ও বিরাট উপকার করা হইল। আল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজের নফছকে এবং আপন পরিবার

পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।

জায়েদ বিন আছলাম বলেন নবীয়ে করীম (ছ:) যখন এই আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেন তখন হাহাবারা প্রশ্ন করেন, ইয়া রাছুল্লাহ! পরিবার পরিজনকে কি করিয়া বাঁচাইতে হইবে? হুজুর (ছ:) এরশাদ করেন তাহাদিগকে এমন কাজের হুকুম করিবে যদ্বারা আল্লাহ পাক রাজী হয় আর এমন কাজ হইতে নিষেধ করিবে যাহাতে আল্লাহ পাক নারাজ হয়। প্রিয় রাছুল (ছ:) এরশাদ করেন আল্লাহ পাক ঐ পিতার উপর রহম করুন যে সন্তানকে এমন কাজে সাহায্য করে যদ্বারা সন্তান পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করে। নাকরমানী না করে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে সন্তানের জন্মের সপ্তম দিবসে আকীকা করিয়া তাহার নাম রাখিতে হইবে। ছয় বৎসর বয়সে তাহাকে আদব কায়দা শিখাইবে। নয় বছরের সময় তাহাকে ভিন্ন বিছানায় শোয়াইবে। তের বছরের সময় নামাজ না পড়িলে তাহাকে মারধর করিতে হইবে। ষোল বৎসর বয়স হইলে তাহাকে বিবাহ করাইতে হইবে। অতঃপর পিতা তাহার হাত ধারণা বলিবে আমি তোমাকে আদব শিখাইয়াছি। এলেম শিখাইয়াছি, শাদী করাইয়াছি। এখন আমি ছুনিয়াতে তোমার ফেত্না হইতে আখেরাতে তোমার কারণে আজাব ভোগ করা হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাহিতেছি।

তোমার কারণে আজাব ভোগ করার অর্থ হইল পিতার অসাধবানতার কারণে পুত্র যদি গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় তবে শুধু পুত্রকে নয় পিতাকেও আজাব ভোগ করিতে হইবে। অতএব ছোটদের সম্মুখে অন্যায় করা হইতে বিশেষভাবে বিরত থাকিবে। এই হাদীছে নামাজের হুকুমের জন্য তের বৎসরের উল্লেখ আছে। অন্যান্য হাদীছে আসিয়াছে সাত বৎসরের সময় নামাজের হুকুম করিবে, দশ বৎসরের সময় না পড়িলে মারধর করিবে। রেওয়ায়েত হিসাবে এই হাদিছটিই অধিক মজবুত।

এবনে মালেক বলেন আওলাদ নেককার হওয়ার শর্ত এই জন্য যে, বদকার সন্তানের ছওয়াব পৌঁছায় না। আর দোয়ার শর্ত সন্তানদের উৎসাহিত করার জন্য করা হইয়াছে, নতুবা সন্তান দোয়া করুক বা না-ই করুক নেক আওলাদের ছওয়াব পৌঁছিয়াই যায়। যেমন কেহ রক্ষ